আর্য্য-ভারত।

(প্রথম খণ্ড)

ডাক্তার শ্রীদ্বারকা নাথ বিশ্বাস,

এম্, বি, এইচ ; এম্, বি, বি ;

কবিভূষণ, কাব্যরত্নাকর ;

প্রণীত।

প্রকাশকের নিবেদন।

আমি বাঙ্গালী হইলেও আমার জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান সুদূর পাঞ্জাবে। বিদেশে বিজাতির মধ্যেই আমার জীবনের প্রকাশ, বিকাশ ও বোধ হয় পরিণতিও হবে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গলার জলবায়ু উপভোগ করার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয় নাই, আর হবে সে আশাও আমি রাখি না। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন কঠোর দুঃখ, দারিদ্র ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমি প্রতিপালিত, তাই উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ আদর্শ লাভ আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। এক কথায় বলতে গেলে মাতৃ ভাষায় আমি নিরক্ষর।

এমত অবস্থায় "আর্য্য-ভারতের প্রকাশ" রূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য কেন হস্তে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ :—"আর্য্য ভারতের" কবি আমার বন্ধু, সুখে দুঃখে সমভাগী, সম্পদে বিপদে সহচর, প্রথম জীবনের প্রথম সুহৃদ ; আমরা সমবয়সী ও সমব্যবসায়ী ; তা'র নিস্বার্থ ভালবাসার জন্য আমি তা'র কাছে ঋণী। তা'র কার্য্য আমার নিজের কার্য্য ; কীর্ত্তি, অকীর্ত্তি, যশ ও অপযশের আমিও অংশীদার।

দ্বিতীয় কারণ :—"আর্য্য-ভারতের" ভাষার প্রাঞ্জলতায়, কল্পনার চমৎকারিত্বে, ভাবের মাধুর্য্যে, বর্ণনার ক্ষিপ্রকারিতায় ও চরিত্র অঙ্কনের দক্ষতায় আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ। এই নবীন কবি যে আমার বন্ধু, পর হ'তে পর হয়ে'ও নিজের হতে নিজের, দূরাগত অতিথি হয়ে'ও সহোদরের চেয়ে অধিক, একথা মনে করে আমার প্রাণটা একটা অজানা গর্ব্বে ও আত্মপ্রসাদে ভরে' যাচ্ছে। ভারতের

দুই দূর প্রান্তে দুইজন জন্মগ্রহণ করিয়া, কত যোজন ব্যাপী নদ, নদী, গিরি, বন, উপবন অতিক্রম করিয়া জানি না জন্মান্তরের কোন রহস্যে, অদৃষ্টের কোন্ অখণ্ডনীয় নীতিতে আজ সুদূর পঞ্চনদ তীরে, একস্থানে এক সমসূত্রে গ্রথিত হইয়াছি।

"আর্য্য-ভারতের" কবি আমার বন্ধু বলে' তা'র প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ আমি প্রাণের ভাব গোপন করে' তা'র স্তাবক সাজি নাই, সে আমার অপরিচিত হইলেও আমি ঠিক এই কথাই বলিতাম। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ না করে'ছেন এমন হিন্দু বোধ হয় অতি অল্পই আছেন; এই গ্রন্থখানি একবার নিবিষ্ট মনে পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্রগুলি নবীন কবির নবীন তুলিকায় কেমন ফুটে উঠছে। একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে এই কবি পূজ্য চরিত্রগুলি নূতন ছাঁচে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দূরগত বিস্মৃত অতীতকে বর্ত্তমানে প্রতিফলিত করিয়াছে।

অনেকস্থলে কবি প্রাচীন কবিদের সুরে সম্পূর্ণ সুর মিলান নাই, তার জন্য তিনি বেশ একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন ও ঐ সমস্ত স্থানগুলি যেন আরো বেশী সুন্দর হইয়াছে। কাব্যখানিকে একবার পাঠ করিলেই বোঝা যায় যে কবির মধ্যে একটা জাগ্রৎ ও জীবন্ত প্রাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে; পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিজাতির সহিত প্রবাসী হইলেও আর্য্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু জাতির প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ ও ভক্তি অচলা।

এক মধুসূদন ভিন্ন অন্য কোন বঙ্গ কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য প্রণয়ন করিয়া এত কীর্ত্তিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি "আর্য্য-ভারত" তা'র প্রণাতেকে

সাহিত্য জগতে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিবে। আর্য্য-ভারতের কবি বয়সে নবীন হইলেও জ্ঞানে এবং প্রবীণতা আমি কোন প্রবীনের মধ্যে দেখি নাই। হেমবাবুর মতন আমিও যদি কবি হইতাম, আমার বন্ধুকে উপলক্ষ করিয়া বলিতাম :—

মধুসূদনের সুমন্ত্রে দীক্ষিত,
মধুর সুতন্ত্রী ধারী ;
অকাল কোকিল, মরুতল-তরু,
অলীর দেশের বারি।
এস এস ভাই, লও আশীর্ব্বাদ,
চির সুখে কাল হর ;
চিরজীবী হয়ে, চির আকাঙ্খিত,
জয়মালা শিরে ধর।

গৌরীদাস বাবু মেঘনাদ বধ কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তার বন্ধু মধুসূদনকে বলেছিলেন :—"This work will make you immortal" "আর্য্য-ভারতের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমারো ঠিক এই কথা বল্‌তে ইচ্ছা হয়।

যাক্‌গে মূর্খের বিদ্যা ততক্ষণ যতক্ষণ সে কথা না বলে, আমিও বেশী কথা বলে নিজের অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করতে চাই না। আমি মনে প্রাণে "আর্য্য-ভারতের" প্রচার কামনা করি ও আমার বন্ধুকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করি।

পুনশ্চ :—একথা বলা বাহুল্য যে "আর্য্য-ভারতের" দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ বর্ত্তমান খণ্ডের উপর বন্ধু সমাজের সহানুভূতি সাপেক্ষ।

শ্রীতারকদাস গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক।

Dated, Rawalpindi
The 19th. August, 1927.

ভূমিকা।

স্বনামধন্য কবি হেমচন্দ্র একদিন ব'লেছিলেন এই পয়ার প্লাবিত দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য প্রণয়ন করার চেষ্টা বাতুলতা; কিন্তু "মেঘনাদ বধ" কাব্যে শঙ্খধ্বনি যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, মধুসূদনের কাব্যোদ্যানে কল্পনা দেবীর নৃত্যলীলা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় হেমবাবুকেই বাতুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দেই "মেঘনাদ বধ" কাব্যের প্রণেতা বাঙ্গালা ভাষায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন পরবর্ত্তী যুগে একথা হেমবাবুও স্বীকার করিয়াছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য প্রণয়ন করার চেষ্টা বাতুলতা নয়, তবে খদ্যোতের ভাস্কর গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার চেষ্টা নিঃসংশয়রূপে বাতুলতা। হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে'ছিলেন বলে একটী ক্ষুদ্র মর্কট ও যদি সাগর লঙ্ঘন করার প্রয়াস পায়, সে কাজটা যেমন হয়, মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিয়া সাহিত্যজগতে অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন বলে' আমিও যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিবার চেষ্টা করিতেছি এ কাজটাও সেই প্রকার হইতেছে।

বাঙ্গালার একখানা ক্ষুদ্র পল্লীতে, এক দীন দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারে আমার জন্ম। জীবনের সুপ্রাতেই আমি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর বাহিরে নির্ব্বাসিত, আর আজ, মধুর বসন্তাগমে উদরের চিন্তায় অস্থির। সাহিত্যের আলোচনা করার সময়, শক্তি ও সুযোগ আমার নাই, আর কোন দিন হ'বে সে আশাও আমি

রাখি না। আমার সমধর্ম্মী, সমকর্ম্মী ও সহচর সকলেই বিজাতি। মাসাধিক কালের মধ্যেও একজন বাঙ্গালীর মুখদর্শন অথবা মাতৃভাষায় বাক্যালাপ কর্‌বার সৌভাগ্যে আমি বঞ্চিত। প্রাণের প্রবলা পিপাসা দমন করে' রা'খ্‌তে পারি নাই, তা'ই কাব্য লি'খ্‌তে বসে'ছি।

"কে যেন কহিছে সদা কর্ণেতে আমার,
কি ভয় তোমার বাছা! সঙ্গে সঙ্গে আছি,
নিশ্চয় গন্তব্য পথে লইব তোমায়।"

পাঠক!

"এ নহে কল্পনা কিংবা জল্পনা আমার,
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি ভবিতব্য-দ্বার;
অঙ্গুলি সঙ্কেতে কেহ ডাকিছে আমায়।"

একথা বলা বাহুল্য যে আমার এ দুরন্ত চেষ্টায় সাফল্য সুধী সমাজের সহানুভূতি সাপেক্ষ।

রাউলপিণ্ডি। **গ্রন্থকার।**

তারিখ,
২রা ভাদ্র, জন্মাষ্টমী
১৩৩৪

উৎসর্গ।

অশেষ গুণালঙ্কৃত, সোদরোপম, পরম প্রেমাস্পদ বন্ধু

শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ ;

অভিন্ন হৃদয়েষু।

যোগেন !

সংসারের পথে, জীবনের পথে অনেক বন্ধু মেলে, তা'রা কেহ আনন্দ দান করেনা ; শুধু প্রাণটাকে ক্ষতবিক্ষত করে' দেয়, একথাটা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌তে পেরেছি। সূর্য্যের উদয়ে যেমন চাঁদের চাঁদিমা লুপ্ত হয়, নৈসধের উদয়ে যেমন মাঘ ও ভারবী ম্লান হয়ে যায়, বাল্য বন্ধুর সরল পবিত্র হাসির কাছে সংসারের সহস্র বন্ধুর বন্ধুত্ব ভেসে যায়। তুমি আমার বাল্যবন্ধু না হইলেও বন্ধুভাবে যা'রা আমার হৃদয়ের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়, তা'র মধ্যে তোমার চেয়ে কাছে আর কা'কেও দে'খ্‌তে পাই না। তা'ই আজ আমার হৃদয়-কানন-জাত, প্রেম-চন্দন-পুত একটী নির্গন্ধ ফুল তোমার করে সমর্পণ করিবার জন্য আমার আকুল প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌'ছে।

এ সংসারে এক তুমি ভিন্ন আর কা'রো কাছে আমার ভালবাসার ঋণ নাই ; কেউ কোন দিন আমাকে নিজের ভাবে নাই ; নিজের সবটুকু দিয়াও কা'রো কাছে প্রতিদান পাই নাই। যে দিন থেকে প্রাণের সাড়া পেয়ে'ছি, আকুল পিপাসা নিয়ে উন্মত্তের মত খুঁজে'ছি, কা'রো মধ্যে একটা জীবন্ত, জাগ্রৎ

প্রাণ দেখ্‌তে পাই নাই। ক্ষত হৃদয়ের দারুণ ব্যথায়, নিজেকে বিশ্বনিন্দুক বলে' প্রতিপন্ন করে'ও, এ নিছক সত্যটা প্রকাশ ক'র্‌তে ভীত হই নাই।

ঋণ শোধ হ'য়ে গেলে যদি দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক শেষ হ'য়ে যায়, আমি যেন শুধু এপারে নয় ওপারেও তোমার কাছে ঋণী থাকি। অযোগ্য বন্ধুর প্রবাস জীবনের দুঃখ ও নিরাশার স্মৃতিমাখান এ ক্ষুদ্র "উপহার" তুমি গ্রহণ করিলে আমার প্রবাস স্মৃতির সঙ্গে একটা সুখস্মৃতি জড়িত থা'ক্‌বে।

রাউলপিণ্ডি। তোমারি

তারিখ ২রা ভাদ্র, জন্মাষ্টমী— দ্বারিক।

সূচীপত্র।

১।	বীর বালা	...	৪
২।	পরাজয়	...	১৫
৩।	কুলবধূ	...	১৯
৪।	আর্য্য-জননী	...	৩২
৫।	মিত্রলাভ	...	৬৩
৬।	অন্তিম শয্যা	...	৭৪
৭।	নির্য্যাতন	...	১০০
৮।	পরিচয়	...	১১৩
৯।	অভিশাপ	...	১২৮
১০।	রক্তের টান	...	১৪৬
১১।	আর্য্য-বীর	...	১৬৬
১২।	তীর্থযাত্রা	...	১৯০
১৩।	বরদান	...	২১৪
১৪।	বীরশত্রু	...	২২৯
১৫।	লীলাশেষে	...	২৩৬
১৬।	স্বর্গারোহণ	...	২৪৬

———

প্রস্তাবনা।

(১)

বীণাপাণি ! নমামিমা,
পুরাণ পরুষোত্তমা ;
বাগীশ্বরি বাক্য বিনোদিনি !
শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস,
শ্বেত বীণা শ্বেত হাস,
শ্বেত সরোসিজ—নিবাসিনি !

(২)

কর দয়া মহামায়া !
দেহ মোরে পদছায়া ;
এ মিনতি করি শ্বেতভুজে !
তোমার করুণা বিনে,
কা'র এ ভুবন তিনে,
মানস বিচিত্র সাজে সাজে।

(৩)

তুমি মা ! নিদয়া যা'রে,
সবে মূঢ় বলে তা'রে,
ধিক্ ধিক্ তাহার জনম ;
তোমার করুণা যা'রে,

সবে ধন্য বলে তা'রে,
গুণি গণে তাঁহার গণন।

(৪)

এ দুরাশা মোর মনে,
খেলিব কুসুম বনে,
সাজাইব কাব্যের কানন ;
তুলি' ফুল ভরি' ডালা ;
গাঁথিব নূতন মালা ;
পূজিব মা ! রাতুল চরণ।

(৫)

নাই জ্ঞান, নাই ভক্তি,
নাই বিদ্যা ; নাই শক্তি,
প্রাণে মোর দুরন্ত বাসনা ;
নাই জ্ঞান "ক" অক্ষর,
আমি যে মা ! নিরক্ষর,
অজ্ঞতায় জড়িত রসনা।

(৬)

চলে'ছি অজানা পথে,
ভাই বন্ধু নাই সাথে,
ভয়ে মোর পরাণ আকুল ;
দুরাশাতে ভর করি,

ভাসা'য়েছি জীর্ণ তরী,

অকূল সাগরে নাই কূল।

(৭)

মানব মনের কথা,

কিনা তুমি জান মাতা !

কত জাগে অনন্ত বাসনা ;

এই মোর চির সাধ,

পূর্ণ কর মনো সাধ,

কি চাহিবে এ পাপ রসনা।

—o—

আর্য্য-ভারত

(প্রথম খণ্ড)

বীর বালা।

মহাভারতাজ্ঞ হিন্দু মাত্রেই সুভদ্রা হরণ বৃত্তান্ত অবগত আছেন। এ বিষয়ের পুনরোক্তি বিরক্তি বই তৃপ্তির কারণ হইবে না; তাই সে বিষয়ে নিরস্ত হইয়া এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে সুভদ্রার বিবাহ সম্বন্ধে যদুরাজ পরিবারে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহারই ছায়া লইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য!

ভদ্রা তব নহে আর কিশোরী কলিকা,
যৌবনের প্রীতিচ্ছায়া প্রতি অঙ্গ তা'র,
করে'ছে লাবাণ্যময়, সুষমা পূরিত।
কেড়ে নিয়ে চঞ্চলতা, শৈশব সম্বল,
ভেঙ্গে দিয়ে বালিকার তরল হৃদয়,
ভুলাইয়া দিয়ে তা'রে পুতুলের খেলা,
নূতন করিয়ে প্রাণ গড়িছে যৌবন;
সংসার খেলায় হয় প্রয়োজন যা'র।

বসন্তের প্রস্ফুটিত গোলাপের মত,
কমনীয় প্রতি অঙ্গ পূর্ণ পূর্ণতায়।
বহি'ছে প্রাণের মাঝে মলয় অনিল,
ফু'টাইয়া কিশোরীর কলিকা হৃদয় ;
অঙ্গে অঙ্গে ঝরিতেছে মাধুর্য্যের রাশি।
ভদ্রার রূপের খ্যাতি সমগ্র ভারতে,
হইয়াছে রাষ্ট্র যেন প্রবাদের মত।
ভদ্রাপ্রার্থী ভারতীয় নৃপতি মণ্ডল
প্রেরিতেছে নিরন্তর দূত দ্বারকায়।
যাদব প্রীতির ছবি, লাবণ্য প্রতিমা,
কেশবের স্নেহাধার, আনন্দদায়িনী,
হলপাণি নয়নের প্রীতি বিধায়িনী,
যাদব বনিতা করে আদরে পালিতা,
রেবতীর স্নেহমাখা নয়ন পুত্তলি,
যদুকুল মহারত্ন আনন্দের ধারা,
কা'র অঙ্ক আলিঙ্গিবে অঙ্কলক্ষ্মীরূপে,
কা'র গলে শোভা পাবে এ হেন রতন,
কোন গৃহে বিরাজিবে আনন্দ রূপিণী.
কোন কুল উজ্বলিবে সুভদ্রা তোমার ?

বলরাম। কেশব !

বহুপূর্ব্বে এ কর্ত্তব্য করিয়াছি স্থির ;
দিয়েছি প্রতিজ্ঞা আমি কুরুনৃপবরে ঃ—

মহাবল গদাপাণি ভূতলে বাসব,
সসাগরা অধিপতি হস্তিনা অধিপ,
প্রিয়তম শিষ্য মোর ; রাজ রাজেশ্বর,
ক্ষিতিপাল কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন :—
তা'র করে' সুভদ্রারে করি সমর্পণ,
ধন্য হ'বে ভারতের দুই মহাকুল।
এখনি পাঠাও দূত হস্তিনা নগরে,
সসম্মানে দুর্য্যোধনে কর আমন্ত্রণ।

শ্রীকৃষ্ণ। দূত মুখে জানায় বারতা চেদিশ্বর,
সুভদ্রার করপ্রার্থী রাজা শিশুপাল,
যদি যদুপতি না করেন তা'র করে'
ভদ্রা সমর্পণ ; আক্রমিবে যদুরাজ্য।
কহিছে মগধ দূত, মগধ ঈশ্বর
জরাসিন্ধু চাহে ভদ্রা দান ; আশা তা'র
না হ'লে পূরণ, অচিরে মগধ সৈন্য
গ্রাসিবে দ্বারকা ; কেড়ে ল'বে সুভদ্রারে।
সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, মদ্রদেশ পতি
মহাবল শল্যরাজ, মাগে ভদ্রা কর,
গান্ধারে গান্ধার পতি সুবল নন্দন।
কলিঙ্গ, বেহার, মদ্র, সৌরাষ্ট্র, মালয়,
সর্ব্বদেশে হইতেছে সৈন্য সমাবেশ।
দুর্ব্বাসার কূট মন্ত্রে দীক্ষিত বাসুকি,

চাহিছে লোলুপ আঁখি সুভদ্রার পানে।
ব্রাহ্মণের আধিপত্য করিতে বিস্তার,
রাজসূয় অপমান প্রতিবিধানিতে,
মিলিত হ'য়েছে দ্বিজ অনার্য্যের সনে।
শৃঙ্খলিত অনার্য্য সকল, দুর্ব্বাসার
ক্রূর করে করিতেছে শক্তির সঞ্চয়।
বাসুকি পতাকা মূলে মহারুদ্র তেজে,
সাজি'ছে পাতাল পুরে মহা অনীকিনী।
নাগ লোকে সৈন্য সজ্জা করি'ছে তক্ষক;
না জানি কি মহা বিষ হ'বে উদ্গীরণ।
সাজিতেছে হস্তিনায় রাজা দুর্য্যোধন,
সঙ্গে কৃপ, বৃহদ্বল বহু মহারথী;
চালাইছে অঙ্গপতি কৌরব বাহিনী।
লণ্ড ভণ্ড করি পুরী দণ্ডি যদু গণে,
হরিবে সুভদ্রা বলে কহে বৈকর্ত্তন;
হরিলা অমৃত যথা খগেন্দ্র গড়ুর,
দেবেন্দ্রে জিনিয়া রণে অমরাবতীতে।
ভারতের ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্ট-আকাশে,
হইয়াছে, হইতেছে মেঘের সঞ্চার।
আসিবে প্রলয় ঝড় ভীম দুনির্ব্বার,
কাঁপা'য়ে ভারত ভূমি কাঁপা'য়ে বসুধা।
উড়ে' যা'বে কত রাজা রাজ সিংহাসন,

ভেঙ্গে চূরে কত রাজ্য গড়া'বে নূতন।
বাজিবে সমর ভেরী জুড়িয়া ভারত,
উদ্বেলিত হ'বে সিন্ধু, রণময়ী ধরা।
ক্ষুধিত রাক্ষস সম ক্ষত্ররাজ গণ,
আসিতেছে রুদ্রতেজে গ্রাসিতে দ্বারকা,
ভেসে যা'বে দ্বারাবতী যাদব শোণিতে।
সুভদ্রার নিয়তি ভীষণ, হ'বে রণ
কি ভীষণ, ভাবিতেও শরীর শিহরে,
প্রাণের মাঝারে হয় আতঙ্ক সঞ্চার।
ডুবে' যা'বে যদুরাজ্য, যদু সিংহাসন,
ক্ষুদ্র পঙ্গপাল মত মরিবে যাদব,
ভোজ, বৃষ্ণি, হরি কুল হইবে নির্ম্মূল,
থাকিতে সময় দেব কর প্রতীকার।

বলরাম। প্রতীকার? কা'র ভয়ে ভীত হলধর?
কা'র ভয়ে ভীত তুই কংশনিসূদন?
অতিক্ষুদ্র, ক্ষীণজীবী পতঙ্গের পাল,
ক্ষত্রিয় ভূপালবৃন্দ; আসুক সকলে,
দেখাব শোণিত-নদে সন্তরণ ক্রীড়া।
যাও তুমি রে কেশব! আদেশ আমার,
সমগ্র ক্ষত্রিয়গণে, ক্ষত্রিয় জগতে,
সর্ব্ব স্থানে, ভারতীয় রাজন্য মণ্ডলে,
এ মুহূর্ত্তে বজ্রনাদে করহ প্রচার :—

করুক সকলে ত্যাগ সুভদ্রার আশা।
দ্বারকা নগরে নাহি হ'বে স্বয়ম্বর,
দিয়া প্রেম পুষ্পাঞ্জলি সুভদ্রার করে',
কৌরবের ভুজবল করিব বরণ ;
দুর্য্যোধন অঙ্কলক্ষ্মী ভগিনী আমার ;
উজ্বলিবে কুরুগৃহ রাজ-লক্ষ্মী রূপে।
নিতান্ত শিয়রে যা'র দাড়া'য়ে শমন,
সেই যেন ভদ্রা আশে আসে দ্বারকায়।
ভেবে'ছে কি দুষ্টগণ সুভদ্রা আমার,
রত্ন শুক্তিকার ? ভদ্রা ভুজঙ্গের মণি,
মস্তগজ মরকত, অতুল জগতে,
সুদর্শন সংরক্ষিত অমৃত ভাণ্ডার।
যোগনিদ্রা গত এবে নহে হলায়ুধ ;
রক্ষিতে কুলের মান, অশক্ত না হয়
কভু যাদব কৃপাণ। ক্ষীণ করে অসি
নাহি ধরে যদুগণ ; যাদব ঈশ্বর
ভীত নয় রক্ত চক্ষু দেখি ক্ষত্রিয়ের।
করে যদি ষড়যন্ত্র কোন নরপতি,
উপাড়িয়ে রাজ্য তা'র মিলা'ব সাগরে।
আদেশ আমার করিলে হেলন, ক্ষত্র
রাজগণ, নিক্ষত্রিয় হইবে ভারত ;
পৃথিবী করিবে স্নান ক্ষত্রিয় শোণিতে ;
বহিবে রক্তের ঢেউ জাহ্নবী জীবনে।

শ্রীকৃষ্ণ। রেবতী বল্লভ ! কা'র হেন শক্তি আছে
বিন্দু মাত্র আজ্ঞা তব করিবে হেলন ?
সে করিবে, মূঢ় যেই কাল পূর্ণ যা'র।
কিন্তু দেব ! কর দয়া ভগিনীরে তব,
কৃপা দৃষ্টে চাও দেব ! সুভদ্রার পানে।
যাদব দুহিতা, যাদব বনিতা, যদু
বধূগণ এক বাক্যে কহি'ছে সকলে,
ভদ্রা পার্থ অনুরাগী, পার্থগত প্রাণ।
রৈবতকে দুইজনে নির্জ্জন মিলনে,
পরস্পর করিয়াছে প্রাণ বিনিময় ;
উভয়ের মনোচুরি করে'ছে উভয়।
প্রেমিক প্রেমিকা খেলিতেছে লুকোচুরি ;
দু'জনের স্মৃতি বুকে লয়ে' দুই জন,
হাসি'ছে কাঁদি'ছে কত আশা ও নিরাশে,
ভাঙ্গি'ছে গড়ি'ছে দোঁহে কত ভবিষ্যৎ।
দেখিতেছে দিবা ভাগে কত দুঃস্বপন,
কত সুখ, কত দুঃখ, কত বিভীষিকা,
কত আলো, কত হাসি, কতবা আঁন্ধার,
দুইটী তরুণ প্রাণে হ'তেছে সঞ্চার।
সুভদ্রার মনোহংস বীর ধনঞ্জয়,
ধনঞ্জয় মহাকাম্য ভগিনী তোমার,
দলিওনা বালিকার কলিকা হৃদয় :

ভেঙ্গোনা সাধের ঘর ; উন্মেষ যৌবনে,
স্বহস্তে গ'ড়েছে যাহা সুভদ্রা তোমার।
দিওনা ডু'বায়ে সেই আশার তরণী,
সাজাইছে ভদ্রা যাহা প্রেম পুষ্পাসারে।
দলিওনা চরণেতে সাজান বাগান,
রচি'ছে কিশোরী যাহা প্রথম যৌবনে

বলরাম। শোন কৃষ্ণ ! চির উদাসীনী ভগ্নী মোর,
নাই তা'র প্রাণে কোন রাগ কি বিরাগ ;
চির সুবাসিত সেই পবিত্র কলিকা,
ফু'টিয়াছে আলো করি গৃহোছান মোর,
সংসারের মোহ-কীট পশে নাই তা'য়।
পার্থ অনুরাগী নয় সুভদ্রা আমার,
তুই পার্থ অনুরাগী, পার্থগত প্রাণ ;
তোর মনোচুরি করিয়াছে ধনঞ্জয়,
রৈবতকে তোর সনে হয় প্রেমালাপ,
তুই পাণ্ডবের সখা বিদিত জগতে।
যাদব দুহিতা, যাদব বনিতা, যদু
কুল বধুগণ কহে নাই কোন কথা ;
কুচক্রী কেশব ! জানি আমি সব কথা,
এসকল প্রেমগাঁথা রচনা যে তোর।
অবিলম্বে কর্ মোর আদেশ পালন,
এ মুহূর্ত্তে যা'ক দূত হস্তিনা নগরে।

দুর্যোধন পারাবার, তা'র তুলনায়,
ক্ষুদ্র এক গোষ্পদ অর্জ্জুন ; দুর্য্যোধন
প্রভাকর, ক্ষীণ ক্ষুদ্র খদ্যোত অর্জ্জুন।
অর্জ্জুনে বরিবে ভদ্রা ভগিনী আমার !
করিস্ কুচক্র যদি পাণ্ডবের সনে,
আরবার ; এক বজ্র মুষ্টির প্রহারে,
চূর্ণ করে ফেলে দিব ধড়া চূড়া তোর।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষমা দিন দেব। দুর্ব্বিজয় সব্যসাচি,
দ্রোণ গুরু প্রিয় শিষ্য ইন্দ্রের নন্দন,
অস্ত্রি কুল শ্রেষ্ঠ পার্থ, অব্যর্থ সন্ধান।
বলে কি কৌশলে করে যদি ধনঞ্জয়,
সুভদ্রা হরণ, কি করিবে সমবেত
যাদব মণ্ডলী ? অজেয় গাণ্ডীব বল।

বলরাম। ভুজঙ্গের শিরোরত্ন কে পারে হরিতে,
কা'র শক্তি কেড়ে' লয় বজ্র বাসবের,
খগেন্দ্রের ধন হ'রে শক্তি আছে কা'র,
কে পারে হরিতে সুধা ইন্দ্র পুরী হ'তে ?
কৌশলে করিলে পার্থ সুভদ্রা হরণ,
অশক্ত রক্ষিতে তা'য় হ'বে মৃত্যুঞ্জয়।
স্বহস্তেতে কুরুপুরী করিব বিনাশ,
চূর্ণ করে' ফেলে দেব মনিময় সভা,
তুইও কেশব পড়িবি সঙ্কটে ঘোর।

সাত্যকি। যদুনাথ!
বন্ধুভাবে দিয়াছিলে পার্থেরে আশ্রয়,
চোরে আনি বসাইয়ে ছিলে সিংহাসনে,
লম্পটেরে দেখাইয়া ছিলে অন্তঃপুর,
দেখ তা'র পরিণাম, বিশ্বাসের কিবা
বিষফল। বিশ্বাস ঘাতক ধনঞ্জয়,
পলাইছে দেখ ওই কপিধ্বজ রথে,
সঙ্গে ল'য়ে যদুরত্ন ভগিনীকে তব।
যদুপতি! অনুমতি কর একবারঃ—
লইয়া যাদব সৈন্য আক্রমি পার্থেরে,
খণ্ড মুণ্ড আনি তা'র শূল দণ্ডে ছিড়ে।
হউক পাপের শাস্তি দেখুক জগত,
বিশ্বাস ঘাতীর শেষ পরিণাম ফল।

বলরাম। সাত্যকি! সাজাও সৈন্য, ডাক প্রদ্যুম্নেরে,
বাজাও সমর বাদ্য. সাজুক যাদব,
রণরঙ্গে যদুগণ উঠুক মাতিয়া,
উলঙ্গ কৃপাণ করে নাচুক যাদব,
নাচুক' সৈনিক রক্ত প্রতি ধমনীতে,
জ্বলুক সমরানল, বাড়ব অনল,
সহস্র আগ্নেয় গিরি হ'ক প্রধূমিত,
এ মুহূর্ত্তে লক্ষ অসি উঠুক ঝঙ্কারি,
ধরুক প্রলয় মূর্ত্তি পুরী দ্বারাবতী।

নক্ষত্রের বেগে কৃষ্ণ! হও অগ্রসর,
বিশ্বাস ঘাতক পার্থে বান্ধ নাগপাশে।
চলিলাম অপাণ্ডব করিতে ভারত,
চলিলাম বিনাশিতে কৌরব নগর।

রেবতী। দাড়াও সাত্যকি! উন্মত্তের মত তুমি
চ'লেছ কোথায়? দাড়াও কেশব! কেন
বৃথা আয়োজন? ত্যজ রোষ হলধর।
কা'র সঙ্গে করিবে সমর? যদু শত্রু
নহে পার্থ, মহামিত্র তব ধনঞ্জয়।
সুভদ্রার মনোহংস কেশবের সখা,
ক্ষত্র কুল শ্রেষ্ঠ বীর মধ্যম পাণ্ডব।
ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুন;
ধরে'ছে অশ্বের রশ্মি ভগিনী তোমার।
দেখ কৃষ্ণ, দেখ হলপাণি, কি উৎসাহ,
কিবা তেজ, কিবা মধুরিমা, কি গরিমা,
কিবা প্রীতি; কিরূপের ছটা সুভদ্রার।
দুইটী তরুণ প্রাণে কি প্রেম উচ্ছ্বাস,
চন্দ্র জলধির দেখ কি খেলা মহান।
দুর্জ্জয় গাণ্ডীব করে বীর ধনঞ্জয়,
বামে মুক্তকেশী ভদ্রা, অনঙ্গ মোহিনী,
শোভি'ছে যুগল মূর্ত্তি রতি ও মদন;
চলিয়াছে কপিধ্বজ মনোরথ গতি

হলধর! পারিবেনা রোধিতে তাহায়,
সমগ্র যাদব শক্তি, তব রুদ্র তেজ,
বিশ্বত্রাস সুদর্শন, মহাশক্তি হল।
একবার চাও দেব! সুভদ্রার পানে,
শ্লথ কর হ'তে হল পড়িবে খসিয়া,
শক্তি শূন্য হ'বে মহাশক্তি সুদর্শন।

বলরাম। যাও কৃষ্ণ!
মম আশীর্ব্বাদ সহ ভগ্নী সুভদ্রার
ধনঞ্জয় করে কর কর সমর্পণ!

পরাজয়।

কেশব ভয়ে ভীত মহারাজ দণ্ডী আশ্রয়াভাবে যখন যমুনা জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে পার্থ—প্রিয়া ভদ্রা দেবী তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই ঘটনায় জাতক্রোধ যদুনাথ পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে সুভদ্রা দেবী দ্বারাবতী গমন করতঃ ভ্রাতাকে বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। যদুপতি তাহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই; অতঃপর ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে এই প্রবন্ধবর্ণনানুরূপ বচসা হয়। ঘটনা অনৈতিহাসিক; ভারতভক্ত হিন্দুগণ মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ। শোন ভদ্রা! যোগ নিদ্রাগত যোগেশ্বর
হলপাণি, উঠিবেন প্রভাত সময়,
বিনাশিতে কুরুকুল। বিশাল খাণ্ডব
প্রায় ভস্ম হ'বে ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুপুরী ;
রুদ্র তেজে জ্বলে যা'বে হস্তিনা নগরী।
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবাসুর,
আসি'ছে সাহায্যে মোর, নিজে শচীপতি,
দেব সেনাপতি কুমার পার্ব্বতী সুত।
আসি'ছেন মহাকাল আপনি ভৈরব,
বাজাইয়া উমাপতি প্রলয় বিষাণ।
পাণ্ডবের অনিবার্য্য মৃত্যু সন্নিকট,
আপন বৈধব্য দশা ঘটাবি আপনি,
হ'য়ে পতি পুত্র হীন ভাসিবি অকূলে।
স্বহস্তে চালাব আমি যাদব বাহিনী,
পোড়াইব শরানলে হস্তিনা নগর,
খণ্ড খণ্ড ইন্দ্রপ্রস্থ হ'বে সুদর্শনে ;
এখনো দণ্ডীরে কর্ সমর্পণ মোরে,
ভিক্ষা যদি চাস্ তোর পতি পুত্র প্রাণ।

সুভদ্রা। ধর চক্র চক্রধর! ডাক হলধরে,
ডাকহ প্রদ্যুম্নপুত্রে, ডাক সাত্যকিরে,
ডেকে আনি কুরু পিতা গঙ্গার নন্দনে,
বিশ্বজয়ী সখা তব ডাকি গাণ্ডীবীরে,
ডেকে আনি গদাপাণি ভীম দুর্য্যোধনে।

কৌরব যাদব রক্তে ভেসে যা'ক ধরা,
ডুবে যা'ক দ্বারাবতী সমুদ্রের জলে,
বজ্রাঘাতে ইন্দ্রপ্রস্থ যা'ক রসাতল,
লুপ্ত হ'ক ভারতের দুই মহাকুল,
চূর্ণ হ'ক কুরু রাজ্য, যদু সিংহাসন ঃ—
আশ্রিতেরে ত্যাগ, এ কলঙ্ক বহিবেনা
অর্জ্জুন গৃহিণী ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী,
বীরবালা, বীরজায়া, বীরের জননী।
জন্ম লভি যদুকুল হিমাদ্রির মূলে,
সোহাগে মিলে'ছে যেবা কৌরব সাগরে'
দুই মহাকুলে গাঁথা নিয়তি যাহার।

শ্রীকৃষ্ণ। হইবে ভীষণ রণ অশ্বিনীর তরে,
অপাণ্ডব করিব বসুধা ; ঘুচাইব
কুরুনাম ভারতের ইতিহাস হ'তে,
ডুবাইব কুরুকুল রক্ত-সিন্ধু মাঝে ;
অটল প্রতিজ্ঞা মোর সঙ্কল্প ভীষণ।
যতক্ষণ কুরুকুল না হয় নির্ম্মূল,
বন্দী তুই যদুপুরে আদেশে আমার,
মহারুষ্ট তোর প্রতি রেবতী বল্লভ।

সুভদ্রা। যদুপতি ! বান্ধ মোরে বাড়ুক পৌরব,
জানুক বাসব স্বর্গে, কৈলাসে মহেশ,
গোলকে গোলকপতি নাগেন্দ্র পাতালে,

বান্ধিছেন বাসুদেব আপন ভগ্নীরে।
জেনে যা'ক এই কথা বিশ্ব চরাচর,
আশ্রিতে রক্ষিতে বন্দী কুরুকুল বধূ;
দণ্ডীরে রক্ষিতে বন্দী কৃষ্ণের ভগিনী,
যাদব দুহিতা বন্দী যদুপতি করে,
মথিত কৌরব শির দলে'ছে কেশব।
যদুনাথ! অসহায় আমি যদুপুরে,
ইচ্ছা যদি তব হে মধুসুদন। লও
সুদর্শন, খণ্ড খণ্ড কর সুভদ্রারে।
সেই শক্তি একবার ধর নারায়ণ!
যে' শক্তিতে তুলেছিলে গিরি গোবর্দ্ধনে;
মুছে' দাও সুভদ্রার সিঁথির সিঁন্দুর,
বজ্র হাতে কাট তা,র আশ্রয় পাদপ,
ভগিনীরে কর তুমি পতিপুত্র হীন,
অকূলে ভাসায়ে দাও বিরাট বালায়।
দণ্ডীরে ত্যজিতে ;—পারিবেনা ভদ্রা তব
কাট তা'র শির, কিংবা বান্ধ নাগ পাশে,
যাহা প্রাণে লয় তব করহে মুরারি!
পূর্ণ হ'ক ইচ্ছা তব ইচ্ছাময়! তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ। ভদ্রা!
জেনে যা'ক এই কথা বিশ্ব চরাচর।
তোর কাছে বাসুদেব মানে পরাজয়।

কুলবধূ

যাদব ও কৌরবদের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনে বিফল মনোরথ হইয়া সুভদ্রাদেবী কুরুপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন; অতঃপর ভীষ্মদেব, ভদ্রাদেবী ও দ্বিতীয় পাণ্ডব বৃকোদরের মধ্যে এই প্রকার কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। পূর্ব্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভীষ্ম। বড় ভাগ্য, সুপ্রভাত বিনা আমন্ত্রণে,
কুরুকুল মহালক্ষ্মী কক্ষেতে আমার;
এস ভদ্রা কহ ভগ্নি! কিবা প্রয়োজন?

সুভদ্রা। পিতামহ! প্রয়োজন অতি গুরুতর,
করহ অভয় দান নিবেদি চরণে।

ভীষ্ম। কি ভয় কল্যাণি তব, পিতামহ পাশে!
অসঙ্কোচে কর ব্যক্ত অভিলাস তব।

সুভদ্রা। কুরুনাথ! অশ্বিনীর তরে করেছে
বিরোধ ঘোর,
মহারাজ দণ্ডী সনে ভ্রাতা যদুপতি;
আক্রমি তাহার রাজ্য দলি রাজপুরী,
অকারণ নির্য্যাতন করে'ছে তাহার,
উন্মত্ত যাদব সৈন্য সেনাপতি গণ।
পিতামহ! পুণ্যতোয়া কালিন্দীর তীরে,
পুণ্যযোগে গিয়াছিনু স্নানে, সঙ্গে ল'য়ে
উত্তরারে। দেখিলাম প্রভাত সময়ে

যমুনা জীবনে দণ্ডী ত্যজিছে জীবন,
কেশবের ভয়ে হতভাগ্য নরনাথ,
ত্রিভুবন ভ্রমি কোথা না পেয়ে আশ্রয়।
কন্যা মোর পর দুঃখে কাতর অন্তর,
চক্ষে তা'র দেখা দিল প্রেম অশ্রুধারা;
করুণা রূপিণী কন্যা লাগিল কাঁদিতে।
অনুরোধে তা'র, নিরাশ্রয় নরনাথে
করে'ছি আশ্রয় দান; সন্তানের মত
করে'ছি পালন তা'রে রাজ অন্তঃপুরে।
মহারুষ্ট ভ্রাতা মোর কৃষ্ণ বলরাম,
মহারুষ্ট যদুগণ অভাগীর প্রতি।
কহিছেন বাসুদেব দণ্ডী নৃপবরে,
যদি আমি তা'র করে না করি অর্পণ;
বিনাশিবে কুরুপুরী রেবতী বল্লভ;
ডুবাইবে ইন্দ্রপ্রস্থ আপনি কেশব,
সুদর্শনে খণ্ড খণ্ড করিবে হস্তিনা;
অকূলে ভাসাবে মোরে করিয়া অনাথ।
কাটিবে কেশব মোর পতি পুত্র শির,
ভাঙ্গিবে আশ্রয় তরু কংশ নিসূদন,
অকূলে ভাসায়ে দেবে বিরাট বালারে।
গি'য়াছিনু যদুপুরে বুঝা'তে ভ্রাতারে,
পায়ে পড়ি মাগিলাম দণ্ডীর জীবন,

কুটিল কেশব শুনিলনা কোন কথা ;
রাখিলনা সকাতর অনুরোধ মোর।
নির্ম্মম হৃদয় শেষে করিলা আদেশ,
বান্ধিয়া রাখিতে মোরে যদু কারাগারে,
যতক্ষণ কুরুকুল না হয় নির্ম্মূল।
অনাথিনী মাতৃপিতৃহীন শৈশবেতে
আমি ; ভ্রাতৃবধূ সত্যভামা কন্যা স্নেহে
করে'ছে পালন অভাগীরে ; চক্ষে চক্ষে
বক্ষে বক্ষে রাখি অনুক্ষণ, শৈশবেতে
দয়াময়ী সত্যভামা জননী রুক্মিণী।
তাহারি কৃপায় দেব! আসিয়াছি ফিরে,
অক্ষত লইয়া সাথে তব কুল মান।
পিতামহ! দেখিলাম দ্বারকা নগরে,
মহাসৈন্য সমাবেশ করে'ছে কেশব,
মথিত কৌরব শির করিয়া দলিত,
কে'ড়ে ল'বে দণ্ডীরাজে কহে চক্রপাণি।
কুরুপিতা! এ বিশাল কুরুপুরে কেন
এখনো কৌরবগণ ঘুমে অচেতন ;
কেন পিতামহ! না করিছ সৈন্য সমাবেশ
ভেটিতে যাদব সৈন্য যাদব ঈশ্বরে ;
কেন না করিছ তুমি রণ আয়োজন,
রক্ষিতে কৌরব রাজ্য, কুরুকুল মান ;

এখনো নিদ্রিত কেন কৌরব নগর ?

ভীষ্ম। জানেকি এসব বার্ত্তা বীর ধনঞ্জয় ?

সুভদ্রা। কৃষ্ণ সখা, কৃষ্ণপ্রাণ মধ্যম পাণ্ডব,
ভয়ে তাই নিবেদন করি নাই পদে।
মহাভীত ধর্ম্মরাজ শুনি এ বারতা,
মন্ত্রিগণ সনে তিনি করেছে মন্ত্রণা,
সন্ধি হেতু যদুপুরে যা'বে সহদেব।

ভীষ্ম। জ্ঞাত আছি সবকথা গুপ্ত চর মুখে,
ভাবিয়া না পাই ভদ্রা। কর্ত্তব্য এখন।
কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডু পুত্রগণ, ধরিবেনা
অস্ত্র কেহ। কৃষ্ণ সখা কৃষ্ণগত প্রাণ
ধনঞ্জয় করিবেনা রণ। করিবেনা
দ্বন্দ্ব কভু যদুপতি সনে যুধিষ্ঠির।
মাদ্রী-সুতদ্বয় এখনো বালক তা'রা
হইবেনা রণে অগ্রসর। নাহি দিবে
যুধিষ্ঠির বৃকোদরে করিতে বিরোধ।
কুরুরাজ এই রণে হ'বেনা সহায়,
দুর্য্যোধন প্রাণ সখা অঙ্গদেশ পতি,
ধরিবেনা অস্ত্র কভু রাধেয় দুর্জ্জয়।
গুরু কিংবা গুরুপুত্র গান্ধার নন্দন,
করিবেনা রণ কভু বীর বৃহন্নল।
দুর্জ্জয় যাদব বাহিণী, চালাইবে

ভারতের বীর অদ্বিতীয়, রথীশ্রেষ্ঠ
আপনি কেশব চক্রপাণি। আসিবেন
রণে হলধর। দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর মিলিয়াছে দ্বারকায়,
কেশব পতাকা মূলে, মহারুদ্র তেজে
ছাড়িতেছে সিংহনাদ কাঁপায়ে মেদিনী।
আসিছেন দেবেন্দ্র আপনি বজ্রপাণি,
দেব সেনাপতি কুমার পার্ব্বতী সুত,
মহারণে কেশবের হইতে সহায়।
আসিছেন গঙ্গাধর নিজে চন্দ্রচুড়,
সাক্ষাৎ কালের কাল মহাকাল শিব
বিশ্বনাশী শূল করে আপনি ভৈরব।
জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আমি কি করিব একা
বিশ্ববিজয়িনী এই মহা অনীকিনী,
দুর্ব্বল স্থবির আমি ভেটিব কেমনে?
বিশ্বত্রাস সুদর্শন, মহাশক্তি হল,
কেমনে রোধিবে একা শান্তনু তনয়?
পতঙ্গ দুর্ব্বল পারেনা যোঝিতে কভু,
মাতঙ্গের সনে, ক্ষুদ্রতরু শির নাহি
পরশে গগন। খদ্যোতের কিবা শক্তি
ম্লান করে মহাশক্তি প্রভাকর কর?
জাহ্নবীর তরঙ্গ তাড়নে কোন দূর,

দূরান্তরে ভেসে যায় দুর্ব্বল বারণ।
পতঙ্গের সম ক্ষুদ্র গাঙ্গেয় দুর্ব্বল,
কেমনে মথিবে যদু সৈন্য-পারাবার ?
ভেলায় ভরসা নাই ভাসিতে অর্ণবে।
রথীন্দ্র কেশব সনে কালান্তক রণে
ভীষ্মের পলিত শির হইবে দলিত।

সুভদ্রা। পিতামহ ! কোন প্রাণে ত্যজিব আশ্রিতে
ত্যজিব সন্তানে ; তুলে দেব দণ্ডীরাজে
রাক্ষসের মুখে, প্রাণ ভয়ে নরনাথ
হইয়া কাতর লয়ে'ছে স্মরণ মোর,
করিয়াছে অভাগীরে মাতৃ সম্বোধন ?
ক্ষত্রকুল মহাধর্ম্ম আশ্রিতে রক্ষণ,
আশ্রিতেরে ত্যাগ মহাপাপ ; শুনিয়াছি
ব্যাস মুখে ; পরকালে অনন্ত নিরয়
ইহকালে মহা নিন্দা, কলঙ্ক অপার।
মহাকুল যদুকুলে লভিয়া জনম
জননী জাহ্নবী সম মিলিয়াছে যেবা
মহাকুল কুরুকুল—ভারত সাগরে,
নিয়তি যাহার গাঁথা দুই মহাকুলে ;
পতি যা'র ধনঞ্জয়, ভ্রাতা বাসুদেব,
পিতামহ ভীষ্মদেব শান্তনু তনয়,
ষোড়শ বর্ষীয় শিশু মহারথী যার ;

হীন আচরণ কভু সাজেনা তাহার,
পারিবেনা ত্যজিতে সে আপন সন্তানে,
পারিবেনা ত্যজিতে সে আশ্রিতে কখন,
যদুকুল সুতা ভদ্রা তব কুল বধু,
পারিবেনা এ কলঙ্ক বহিতে মাথায়।
মহাকুল কুরুকুল অশক্ত রক্ষিতে
যদি নিজ কুল মান, কৌরবের তীক্ষ্ণ
অসি, শাণিত কৃপাণ অশক্ত রক্ষিতে
যদি আশ্রিতে কখন, প্রাণের মায়ায়
করে যদি কুরুপিতা ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
ক্ষত্রকুল হিমগিরি গঙ্গার নন্দন,
ডরে যদি রক্ত চক্ষু দেখি কেশবের,
যাদবের ভয়ে কাঁপে যদি কুরু সিংহাসন;
কেশবের সিংহনাদ অসির ঝঙ্কারে,
কাঁপে যদি ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব প্রাণ,
ভারতের মহাকুল কুরুকুল যদি,
অবাধে করিতে পারে ক্ষত্র ধর্ম্ম ত্যাগ;
পিতামহ! দাও অনুমতি ত্যজি প্রাণ
জাহ্নবীর জলে. ধু'য়ে যা'ক কুরুকুল
পাপ। কিংবা দাও অনুমতি কুরুপতি!
ধরা দেই কেশবের করে, বন্দী থাকি
যদুপুরে যাদবের অন্ধ কারাগারে;

কেশবের করে দেব সহি নির্য্যাতন।
কৃষ্ণের ভগিনী ভদ্রা ধনঞ্জয় প্রিয়া,
কুরুকুল বধূ অভিমন্যুর জননী,
অকাতরে পারে দিতে আপনার প্রাণ,
পারিবেনা দিতে দুই মহাকুল মান।

ভীষ্ম। ভদ্রা!
অনেক চিন্তার পর করিয়াছি স্থির,
কেশবের সনে রণে নাহিক কল্যাণ;
অনর্থক রক্তপাত বৃথা কুলক্ষয়,
আত্মঘাতী হবে এই ক্ষত্রিয় জগত;
বৃথা আত্মঘাতী হ'বে মহা কুরুকুল,
হারাইব কুরুরাজ্য কুরু সিংহাসন।
নিশ্চিৎ মরণ জেনে কোন্ মূর্খজন,
করিবেক বিষ পান; করিবে প্রবেশ
জ্বলন্ত পাবকে; পশিবে স্বকৃত ভয়ে
সিংহের বিবরে; প্রাণ হাতে ক'রে যা'বে
কালান্তক যম সম ভুজঙ্গ—গহ্বরে?
কুরুকুল ভবিষ্যৎ করিয়া বিচার,
রক্ষিতে কৌরব রাজ্য, কুরু সিংহাসন,
বাঁচাইতে কুরুকুল কেশবের হাতে,
হলায়ুধ রোষ হ'তে বাঁচা'তে হস্তিনা;
রক্ষিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ, মণিময় সভা

পাঠা'য়েছি বিদুরেরে দ্বারকা নগরে ;
সন্ধিহেতু ; মিষ্ট ভাষে তুষিয়া কেশবে,
অপরাধ মেগে' নিয়ে হলধর পদে।

ভীম। পিতামহ !
কৌরবের অপমান হয় নাই শেষ ;
এখনো কৌরব শির হয় নাই দলিত।
পাঠা'য়েছ সন্ধিহেতু তাত বিদুরেরে,
এখনো বোঝনি তুমি কুরুকুল পিতা !
দাম্ভিক কেশব সনে সন্ধি অসম্ভব।
নিশ্চয় বিদুর সেথা হইবে লাঞ্ছিত,
বন্দী হ'বে পুত্র তব কেশবের করে ;
পিতামহ ! কুরুকুলে বাড়িবে সম্মান।
কেন সন্ধি, কেন কুরুকুল মিষ্ট ভাষে
তুষিবে কেশবে ? দণ্ডী নৃপবর, কোন্
অপরাধে অপরাধে অপরাধী বাসুদেব পদে,
বিনা দোষে কেন তা'র করে নির্য্যাতন,
কোন স্বত্বে নিতে চায় অশ্বিনী কাড়িয়া ?
পিতামহ ! সুভদ্রার করে'ছে লাঞ্ছনা,
নির্য্যাতিত করিয়াছে কুল বধূ তব,
বান্ধিতে তাহারে শেষে করে'ছে প্রয়াস।
এখনও চাহ সন্ধি, মিত্র ভাবে চাহ
কেশবের কর ; যে কেশব বান্ধিবারে

পারে কৌরব কুলের লক্ষ্মী সুভদ্রারে।
আশ্রিতে রক্ষিতে অশক্ত শান্তনু সুত ;
প্রাণ ভয়ে ভীত তুমি কৌরবের নাথ !
ত্যজিছ স্বধর্ম্ম তুমি কেশবের ডরে।
পিতামহ ! পাণ্ডু পুত্রগণ কৃষ্ণভক্ত,
সুধাইনু জনে জনে করিবেনা রণ
ধরিবেনা অস্ত্র ধনঞ্জয় ; মহাভীত
ধর্ম্মরাজ কেশবের ভয়ে ; সহদেব
নকুল সুমতি, কিশোর বালক দোহে
পারিবেনা সহিবারে কেশবের তেজ,
নাহি দিবে ধর্ম্মরাজ করিতে বিরোধ।
ডুবে যাক ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনা নগরী,
চুর্ণ হক মণিময় সভা পাণ্ডবের,
নির্ম্মূল হউক কুরু পাণ্ডব নিকর,
বজ্রাঘাতে ইন্দ্রপ্রস্থ যাক রসাতল,
সুদর্শনে খণ্ড খণ্ড হক কুরুপুরী,
বহুক রক্তের ঢেউ কৌরব নগরে,
চিরতরে লুপ্ত হক মহাকুরুকুল,
ধরিবেনা অস্ত্র কেহ কেশবের ডরে।
তুলে দেবে পুত্রগণে রাক্ষসের মুখে,
দেবে কুল মান দেবে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
আশ্রিতে করিয়ে ত্যাগ হইবে নিরয়

গামী, অনন্ত নরকে যাবে কুরুকুল ;
কেশবের পদরজ ধরিবে মাথায়,
ধরিবেনা অস্ত্র কেহ প্রাণের মায়ায়।
ক্ষত্রকুল হিম গিরি কুরুকুল পিতা ;
করে'ছ কি সমর্থন গঙ্গার নন্দন !
ফেরুযোগ্য আচরণ পুত্রদের তব !
শান্তনু তনয় ! তোমারো পরাণ কাঁপে
কেশবের ভয়ে ? পায়ে পড়ি কেশবের
করিতেছ পিতামহ ! সন্ধির প্রস্তাব,
অবাধে সহিছ তুমি ভদ্রার লাঞ্ছনা ;
ডরিতেছ প্রাণে তুমি কৌরবের নাথ।
ডরে নাই বৃকোদর, অনিবার্য্য রণ,
ফিরাও বিদুরে পিতামহ ! সন্ধি নাহি
হ'বে কভু, ভদ্রার লাঞ্ছনাকারী সনে।
নিদ্রা যাক চন্দ্রপুরে চন্দ্রবংশধর,
বিলাসের স্বপ্নে সব থাকুক বিভোর,
দুগ্ধফেন নিভ শয্যা করি আলিঙ্গন,
অঙ্গনার স্নিগ্ধ অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া,
কুরুপুরে রম্য হর্ম্মে কৌরব পাণ্ডব,
নিদ্রা যা'ক মহাসুখে। কুরুকুল পিতা !
তুমিও ঘুমাও সুখে সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে।
চলিলাম যদুপুরে প্রতি বিধানিতে,

সুভার অপমান যাদব শোণিতে।
আশীর্ব্বাদ কর দেব! দাও পদধূলি,
দ্বৈরথ সমরে আমি বরিব কেশবে,
বৃকোদর গদাঘাতে মরিবে কেশব,
কিংবা ভীম ফিরিবেনা কুরুপুরে আর।
শেষ আশীর্ব্বাদ দেব! শেষ পদধূলি,
যা'হ'বার হ'বে হবে পরীক্ষা ভীষণ,
কৃষ্ণলীলা শেষ হবে বৃকোদর করে,
খণ্ড মুণ্ড হবে ভীম কিংবা সুদর্শনে।

ভীষ্ম। বৃকোদর! জানি আমি অনিবার্য্য রণ,
কুটিল কেশব সনে সন্ধি অসম্ভব।
ভেবেছিনু মনে, রহিব নিরস্ত্র আমি,
যতক্ষণ সসৈন্যেতে না আসে কেশব;
কহিবে সকলে, উগ্র কুরুকুল পিতা;
তাই আমি করিয়াছি সন্ধির প্রস্তাব,
করিনাই এতক্ষণ সমর ঘোষণা।
সুভদ্রার নির্য্যাতন, সুভদ্রার ব্যথা,
বাজিছে মরমে মোর; পারিনা সহিতে
কৌরবের অপমান যাদবের করে।
যাও তুমি বৃকোদর। দ্বারকা নগরে,
যুদ্ধ হেতু বাসুদেবে কর আমন্ত্রণ,
আসেন সসৈন্যে যেন কুরুপুরে তিনি।

প্রয়োজন নাই কিছু দ্বৈরথ সমরে,
কুচক্রী কেশব, তুমি পড়িবে সঙ্কটে।
কুরু কুল ভীত নয় যাদব প্রতাপে,
বৃকোদর! হলধরে কহিও একথা:—
সুভদ্রার অপমান প্রতি বিধানিতে,
ধরিবেন অস্ত্র নিজে গঙ্গার নন্দন,
চালাবে বাহিণী ভীষণ রক্ষিতে দণ্ডীরে।
একটী কৌরব দেহে থাকিতে মস্তক,
থাকিতে শোণিত বিন্দু কুরু ধমনীতে,
পারিবেনা চক্রধর নিতে অশ্বিনীরে।
আপনি বাসব যদি আসেন সমরে,
আসেন সমরে যদি দেব সেনাপতি,
আসে যদি মহারণে নিজে গঙ্গাধর,
যুঝিবে তাহার সনে গঙ্গার নন্দন।
ভীষ্ম গণ্ড মুণ্ড নাহি করি অতিক্রম,
পারিবেনা স্পর্শিবারে কেশাগ্র দণ্ডীর।
যাও ভদ্রা অন্তঃপুরে, চলিলাম আমি
সাজাইতে কেরৈবের বিশাল বাহিণী,
বাজাইয়া রণ ভেরী, প্রলয় বিষাণ।

কপট দ্যূত ক্রীড়ায় সর্ব্বহৃত পাণ্ডবগণ যখন বনে বা করিতেছিলেন সেই সময়ে ক্ষমতা মদিরাক্ষিপ্ত রাজ্যোন্মত্ত কুরুপা দুর্য্যোধন শকুনি প্রভৃতি কুমন্ত্রীগণের কুমন্ত্রায় নিজের সৌভা দেখাইয়া ভিক্ষারী, ধনহীন, আশ্রয়বিহীন বনবাসী পাণ্ড গণের ঈর্ষা ও মনোকষ্ট উদ্রেক করণা-ভিলাষে মহাড়ম্বরে ব ভোজনে গমণ করতঃ গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনের উদ্যানে শিবি সংস্থাপন করিয়া ক্রীড়া ও মৃগয়ায় কালাতিপাত করি থাকেন। অতঃপর উন্মত্ত কৌরব সৈন্য ও সেনাপতিগণ কর্ত্ত গন্ধর্ব্ব পতির প্রমোদ উদ্যান নষ্ট হওয়ায় নর গন্ধর্ব্বে ভীষ যুদ্ধ হয়; কুরুপতি পরাজিত ও সপরিবারে গন্ধর্ব্ব করে বন্দ হন। এই সময়ে কুরুরাণী ভানুমতী সাহায্য প্রার্থনা করিয় পাণ্ডবদের নিকট দূত প্রেরণ করিলে আততায়ী দুর্য্যোধনে সাহায্য করা কর্ত্তব্য কিনা এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বাক বিতণ্ডা হয় ও অবশেষে পাণ্ডব জনন কুন্তীদেবীর আদেশে তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব পতিকে পরাজিত ও কুরুপতিকে উদ্ধার করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে কথোপকথন বর্ণিত হইল, ইতিহাসে সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই, ভারতভক্ত হিন্দুগণ ক্ষমা করিবেন।

যুধিষ্ঠির [কহ দূত। হস্তিনার সব সমাচার,

কহ শুমি কুরুপুরী কুশল বারতা।

জ্যেষ্ঠ তাত অন্ধরাজ আছেন কুশলে,

সুখে আছে পিতামহ গঙ্গার নন্দন,
কুরুপতি সুযোধন, ভাই দুঃশাসন ?
আছেন কুশলে তাত বিদুর সুমতি ;
সুযোধন প্রাণ সখা কৌরবের বাহু,
ভারত বিদিত রথী অঙ্গদেশ পতি,
গুরু, গুরুপুত্র দোঁহে, মাতুল গান্ধার,
পুরোবাসী নারীগণ, দেবী পদ্মাবতী,
পুত্রগণ, কন্যাগণ আছেত কুশলে ?
আছেত কুশলে দূত ! কৌরব জননী,
কুশলে আছেত দূত ! কুমার লক্ষ্মণ ?

দূত। ধর্ম্মরাজ ! কুরুপুরে সবারি কুশল,
অশিব নাশন সদা শিবের কৃপায়,
নাহিক অশিব কিছু হস্তিনা নগরে।
কুরুপিতা অন্ধরাজ, ভীষ্ম পিতামহ,
অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য, রথী অশ্বত্থমা,
কুশলে আছেন তাত ধার্ম্মিক বিদুর।
সুখে আছে পুরোবাসী পুরোনারীগণ,
পুত্রগণ, কন্যাগণ, সবারি কুশল।
মহাসুখী প্রজাবৃন্দ, হাস্যময়ী ধরা,
কৌরবের রাজলক্ষ্মী প্রসন্না সতত,
চঞ্চলা অচলা সদা কৌরব পুরীতে।
সামন্ত ভূপতিগণ অবনত শিরে,

করিতেছে কৌরবের প্রাধান্য স্বীকার,
শিরের মুকুট রাখি কুরুরাজ পদে.
প্রদানিছে রাজকর সসাগরা ধরা,
আসমুদ্র হিমালয় হ'য়ে এক তান,
করিতেছে কৌরবের বিজয় ঘোষণা।
গাহি'ছে প্রকৃতি যেন অনন্ত কণ্ঠেতে,
যমুনা, জাহ্নবী সনে কৌরবের জয়।
চন্দ্রপুরে অকুশল সম্ভবেনা কভু
হইয়াছে অকুশল গন্ধর্ব্বের বনে,
হে কৌন্তেয়! নিদারুণ বারতা আমার,
ঘ'টে'ছে অনর্থ ঘোর কর প্রতীকার।

যুধিষ্ঠির। কি অনর্থ এই বনে, কিবা অকুশল,
কি বারতা এত নিদারুণ? অবিলম্বে
কহ ব্যক্ত করি, শান্তি পূর্ণ মহাবনে,
প্রকৃতির লীলাস্থলী, প্রমোদ উদ্যানে,
কোন্ স্থানে জ্বলিয়াছে অশান্তি অনল?
শান্তিময়, প্রীতিময় এই রম্যোদ্যানে,
চির বসন্তের খেলা একানন ভূমে,
কোন্ স্থানে বহিতেছে বিদ্রোহ পবন,
অগ্নি বৃষ্টি, ভূমিকম্প হ'তেছে কোথায়?

দূত। ধর্ম্মরাজ! ভ্রাতা কুরুপতি তব রাজা সুযোধন
এসেছেন তীর্থস্থানে বন বিহারেতে,

সঙ্গে ল'য়ে পুরোবাসী পুরোনারীগণ,
সঙ্গে ল'য়ে রাজলক্ষ্মী রাণী ভানুমতী।
কাম্য বনে কৌরবের বিশাল বাহিণী,
রচিয়া অসংখ্য ব্যূহ, অসংখ্য শিবির,
মহা সুখে করিতেছে বন পর্য্যটন।
উন্মত্ত কৌবর সৈন্য সেনাপতি গণ,
প্রমোদ উদ্যানে পশি' গন্ধর্ব্ব পতির,
করিয়াছে দুষ্টগণ মহাবন নাশ,
বরজু বিনাশে যথা শজারুর দল।
রথী শ্রেষ্ঠ চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর,
মহারুষ্ট কুরুপ্রতি এই ঘটনায়,
আক্রমিছে রুদ্র তেজে কৌরব বাহিণী।
কৌরব পতির সনে গন্ধর্ব্ব পতির,
হয়ে'ছে ভীষণ রণ আজ কাম্যবনে ;
নাচি'ছে অদৃষ্ট দেবী নির্ম্ময় হৃদয়,
নর গন্ধর্ব্বের রণে জয়ী চিত্রসেন।
ওই শোন কৌরবের ঘোর হাহাকার,
ওই শোন গন্ধর্ব্বের বিজয় উল্লাস ;
ভ্রাতা কুরুপতি তব পতিত সঙ্কটে,
পতিত সঙ্কটে ঘোর কৌরব বাহিণী,
পতিত সঙ্কটে ঘোর রাণী ভানুমতী,
পুরোবাসী, পুরোনারী পুত্র কন্যাগণ,

রথীপতি গন্ধর্ব্বের তীক্ষ্ণ শরজালে,
ছিন্ন ভিন্ন কৌরবের অজেয় বাহিণী।
পলায়িত জয়দ্রথ, মাতুল গান্ধার,
প্রাণ ভয়ে পলাইছে রথী বৃহদ্বল,
রাধেয় মূর্চ্ছিত রথে, বন্দী কুরুরাজ,
বন্দী তব কুললক্ষ্মী রাণী ভানুমতী,
গন্ধর্ব্বের কারাগৃহে কুমার লক্ষ্মণ।
দ্বিতীয় কৌরব বন্দী ভ্রাতা দুঃশাসন,
বন্দী পুত্র কন্যাগণ কুরু পুরোনারী;
আসিয়াছি ধর্ম্মরাজ! জানা'তে বারতা,
কৌরবের রাণী ভানুমতীর আদেশে,
আপনার কুল মান রক্ষা কর রাজা!
বিপত্তিতে কর রক্ষা ভাই সুযোধনে,
ক্ষমা কর দুঃশাসনে সঙ্কট সময়ে,
রক্ষা কর ধর্ম্মরাজ! কুমার লক্ষ্মণে,
হে কৌন্তেয়! কর রক্ষা পুরোনারীগণে
কৌরবের মহারাণী, রাজলক্ষ্মী তব,
কাতরে আশ্রয় মাগে চরণে তোমার,
এই লও ধর্ম্ম পুত্র! অশ্রুমাখা লিপি,
স্বহস্তে লিখে'ছে যাহা রাণী ভানুমতী,
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বধূ, দুর্য্যোধন প্রিয়া,
কৌরবের মহারাণী লক্ষ্মণ জননী।

যুধিষ্ঠির। ধনঞ্জয়! এ মুহূর্ত্তে কর লিপি পাঠ,
দেখ দেখ কি লিখে'ছে বধু ভানুমতী,
স্নেহের দুলাল মোর ভাই সুযোধন,
পড়িয়া সঙ্কটে বুঝি স্মরি'ছে আমায়।

অর্জ্জুন। "পূজ্য ধর্ম্মরাজ! বধু ভানুমতী পদে
মাগিছে আশ্রয়, আশ্রয় মাগিছে পদে
কুমার লক্ষ্মণ, আশ্রয় মাগিছে পদে
পুরোবাসী, পুরোনারী, কুরুবধুগণ।
ভ্রাতা কুরুপতি তব পতিত সঙ্কটে,
পতিত সঙ্কটে ঘোর কুরু সৈন্যগণ,
পতিত সঙ্কটে তব ভাই দুঃশাসন।
পরাজিত কুরুসৈন্য গন্ধর্ব্বের রণে,
বন্দী কুরুকুল রাজা কুরুকুল রাণী,
বন্দী শিশু পুত্র তা'র কুমার লক্ষ্মণ,
বন্দী কুরুপুরোবাসী পুরোনারীগণ,
লাঞ্ছিতা কৌরব বধু গন্ধর্ব্বের করে।
রথীপতি চিত্রসেন আজ কাম্য বনে,
কৌরবের উচ্চ শির করে'ছে দলিত।
অভিমান থাকে যদি কুরুরাজ প্রতি,
ভুলে'যাও আজ তাহা অনুরোধে মোর;
ব্যথা দিয়া থাকে প্রাণে যদি কুরুপতি,
ভুলে' যাও দেখি মোর শিশু পুত্র মুখ,

থাকে যদি দুঃখ ব্যথা হৃদয়েতে গ্লানি,
ধু'য়ে ফেল ধর্ম্মরাজ ! বাৎসল্য সলিলে,
দয়া কর কুরুরাজে সঙ্কট সময়ে।
বংশের দুলাল পুত্র কুমার লক্ষ্মণ,
আদরে পালিত শত সম্ভোগের কোলে,
কাঁদিতেছে গন্ধর্ব্বের অন্ধ কারাগারে ;
ব্যাধের পিঞ্জরে যেন কেশরী শাবক,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভয়ে হইয়া অস্থির,
কাতরে মাগিছে দেব ! আশ্রয় তোমার।
ভারতের মহাকুল কুরুকুল বধূ,
লাঞ্ছিত গন্ধর্ব্ব করে কুরুকুলোত্তম !
রক্ষা কর কুল মান কৌরব সন্তান,
দয়া কর, ক্ষমা কর কৌরব অধিপে,
ত্যজ ক্রোধ, ত্যজ রোষ, ত্যজ অভিমান।
ক্ষুদ্র তরঙ্গের মালা অম্বুপতি বুকে,
দ্বন্দ্ব করে পরস্পরে খণ্ড যে সলিল ;
ভীম ঝঞ্ঝাবাতে কিন্তু মিলিয়া আবার,
তুলিয়া অর্ব্বুদ কর অর্ব্বুদ লহরী,
রণরঙ্গে মত্ত হয় মরুতের সনে,
আলোড়িত করি সিন্ধু কাঁপা'য়ে মেদিনী,
বিশ্ববাসি প্রাণে করি ভীতির সঞ্চার।"

ভীম। যাও দূত !

কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনে কহ এই কথা,
অনুরোধ, উপরোধ সব অকারণ,
ধরিবেনা অস্ত্র কভু পাণ্ডব নিকর,
হইতে সহায় তা'র গন্ধর্ব্বের রণে।
রথীপতি চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর,
যা'করেছে সমর্থন করে' বৃকোদর।

দূত। ক্ষমা দিন হে বীর কেশরী বৃকোদর!
কুরুরাজা দেশে কভু আসি নাই আমি,
কৌরবের রাজলক্ষ্মী পাঠা'য়েছে মোরে।
পাঠা'য়েছে মোরে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবধু,
কৌরবের মহারাণী রাণী ভানুমতী;
পাঠা'য়েছে মোরে কৌরবের পুরোনারী,
ভারতের মহাকুল কুরুকুল বধু,
লাঞ্ছিত গন্ধর্ব্ব করে কৌরবের শির।
পাঠা'য়েছে মোরে এক দুগ্ধপোষ্য শিশু,
বংশের দুলাল তব, ভাবী অধিপতি,
বন্দী যেবা গন্ধর্ব্বের অন্ধ কারাগারে।
পাঠা'য়েছে মোরে ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম,
আশ্রিতে আশ্রয়, আপনার মনুষ্যত্ব,
নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞান, বিপন্নে উদ্ধার,
ক্ষত্রিয়ের কুল ধর্ম্ম অবলা রক্ষণ,
ভারতের মহাকুল কুরু কুল মান।

যুধিষ্ঠির। ধনঞ্জয়! বায়ুগতি হও অগ্রসর,
ধর্ম্মরণে চিত্রসেনে করহ বরণ;
রক্ষা কর কুরুরাজ ভাই সুযোধনে,
রক্ষা কর কুল মান ধর্ম্ম সনাতন,
রক্ষা কর রাজলক্ষ্মী বধূ ভানুমতী,
রক্ষা কর কুরুবীর! কুরু বধূগণে,
রক্ষা কর কুরুপুত্র! পুত্র লক্ষ্মণেরে,
রক্ষা কর ধনঞ্জয়! ভাই দুঃশাসনে,
রক্ষা কর কুরুবন্ধু বীর অঙ্গেশ্বরে,
রক্ষা কর মহাকুল কুরুকুল মান,
রক্ষা কর কুরুপুত্র! কৌরব সন্তানে।
যাও তুমি বৃকোদর! গন্ধর্ব্বের রণে,
ফাল্গুনের হওগে সহায়। এক প্রাণ,
এক রক্ত, দুই ভাই কৌরব পাণ্ডব,
জানুক অখিল বিশ্ব, জানুক ভারত।
জানুক গন্ধর্ব্বপতি, রাজা সুযোধন,
অসহায় নহে কভু গন্ধর্ব্বের বনে,
অসহায় নহে কভু পাণ্ডুপুত্রগণ।
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব,
এক মন, এক প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায়া।
ভীম। ক্ষমা দিন ধর্ম্মরাজ! গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর,
অপরাধ করে নাই তব পদে কভু;

করে'ছে পাপের দণ্ড,দুষ্টের দমন।
অকারণ কেন মোরা করিব বিরোধ,
অকারণ সাধুজনে নির্য্যাতন রাজা!
নহেকি অধর্ম্ম ঘোর, নহে মহাপাপ?
সুখে আছি কাম্য বনে ভ্রাতা পঞ্চজন,
সঙ্গে ল'য়ে পাঞ্চালীরে, বিধবা জননী,
কোন্ স্বার্থ সিদ্ধি হেতু কহ ধর্ম্মরাজ,
জ্বালাইব দাবানল এই রম্যোদ্যানে,
পোড়াইব হুতাশনে শান্তি নিকেতন?
গন্ধর্ব্ব আশ্রিত মোরা গন্ধর্ব্ব অতিথি,
এইকি অতিথি ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নৃপবর!
কোন্ প্রয়োজনে দুষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
আসিয়াছে গন্ধর্ব্বের বনে, নাশিয়াছে
গন্ধর্ব্বের প্রমোদ উদ্যান; অকারণ
কেন দুরাচারগণ করে'ছে বিরোধ?
যে মূঢ় আঘাত করে পুচ্ছে ভুজঙ্গের,
নিশ্চিৎ মরণ তা'র কে রক্ষিবে তা'রে;
আপনি উদয় কাল দংশে যা'র শিরে,
পারেনা বাঁচাতে তা'য় দেব মৃত্যুঞ্জয়।
দুর্য্যোধন নহে ভ্রাতা, নহে বন্ধু কভু,
মহাশত্রু পাণ্ডবের, বধ্য মোর করে;
করে'ছি প্রতিজ্ঞা আমি কৌরব সভায়,

গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু, পদাঘাতে শির,
কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনে করিব নিধন।
দুঃশাসন বক্ষ চিরি হৃদিপিণ্ড তা'র,
করিবে চর্ব্বণ ভীম ; উত্তপ্ত শোণিতে,
করাইবে স্নান পাঞ্চালীরে। ধর্ম্মরাজ !
আশৈশব নির্য্যাতন, সেই ক্রূরাচার,
সে কপট দ্যূত ক্রীড়া, সেই বনবাস,
যমুনায় জলকেলি, ভুজঙ্গ দংশন,
রাক্ষসের ভয় সেই একচক্রাপুরে,
সেই যতুগৃহ দাহ, দ্রুপদ বালার
সেই ঘোর নির্য্যাতন কৌরব সভায়,
সেই অপমান লোম হর্ষণ ভীষণ,
পুন ত্রয়োদশ বর্ষ ঘোর বনবাস,
অবশেষে বিনিময়ে সেই সাম্রাজ্যের,
সূচাগ্র মেদিনী নাহি মিলিল ভিক্ষায়।
ভোলে নাই বৃকোদর সে সকল কথা,
বুকের ভিতর ল'য়ে আগ্নেয় ভূধর,
বসে আছে বৃকোদর দিন প্রতীক্ষায়,
দেখিবারে ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের বিচার।
ধর্ম্মরাজ ! বৃকোদর করিবে না রণ,
ধরিবে না অস্ত্র কভু রক্ষিতে কৌরবে,
হউক পাপের শাস্তি দেখুক জগত,
অধর্ম্মের পুরস্কার পাপীর চরম।

যুধিষ্ঠির। মহাবল গদাপাণি ভাই বৃকোদর!
এনহে কর্ত্তব্য তব অকারণ ক্রোধ,
বীরের হৃদয়ে ক্রোধ অযোগ্য সতত।
ভ্রাতৃ ভাবে চাও তুমি সুযোধন পানে,
বাৎসল্য-সলিলে ধৌত কর অভিমান,
ভ্রাতা তব পতিত বিপদে, বীরশ্রেষ্ঠ!
রক্ষা কর সহোদরে; সঙ্কট সময়ে,
উৎশৃঙ্খল সহোদরে, পারে না ত্যজিতে
সহোদর, বিপদের ঘন ঘটা কালে।
ত্যজ রোষ, ত্যজ ক্রোধ বীর চূড়ামণি!
ভু'লে যাও অভিমান। আদি লোক পিতা
মনু, মহর্ষি কশ্যপ, কপিল, নারদ,
আদি যুগপালগণ করে'ছে বিচার
ক্রোধ সম পাপ নাই আর; কোটরস্থ
বহ্নি সম হৃদয়ের কোমলতা দগ্ধ
করে ক্রোধ; গুণরাশি করে ভস্মশেষ;
মানব দানব সাজে ক্রোধের বশেতে,
ব্রাহ্মণেরে করে ক্রোধ চণ্ডালত্ব দান।
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়,
ক্রোধ সর্ব্বনাশী, ক্রোধ অনর্থের মূল।
ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, রাজহত্যা পাপ,
আত্মহত্যা, শিশুহত্যা, জ্ঞাতি নির্য্যাতন,
পিতৃহত্যা, পুত্রহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা,

অস্ত্রাঘাত, মুণ্ডপাত, গুপ্তহত্যা আর,
সকল পাপের মূলে ক্রোধ বৃকোদর।
জপ, তপ, সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ,
ক্রোধ রোধে ধর্ম্মপথ স্বর্গের দুয়ার,
ক্রোধীর নাহিক মুক্তি কহিছেন ব্যাস;
রাজসূয়, অশ্বমেধ কোটী যজ্ঞ ফল,
স্বর্ণদান, ভূমিদান, ধেনুদান আর
সকল পূণ্যের ফল অক্রোধেতে শুধু:
অক্রোধীর স্বর্গবাস অনন্ত অক্ষয়,
বিশ্ব পূজ্য ক্ষমাশীল মহাধর্ম্ম ক্ষমা।

ভীম। ধর্ম্মরাজ! মূর্খ বৃকোদর, নাহি বোঝে
শাস্ত্র বাণী, নাহি মানে ঋষির বচন;
কি কহি'ছে আদি পিতা, মহর্ষি কশ্যপ,
কপিল, নারদ কিবা কহি'ছে দুর্ব্বাসা,
কি কহি'ছে বাসুদেব, ভগবান ব্যাস,
জানে না মানে না তাহা কভু বৃকোদর;
এই মাত্র জানি আমি শোন ধর্ম্মরাজ!
যেই জন ক্ষমাশীল সেই পায় ক্ষমা,
যেই জন রাখে ধর্ম্ম তা'রে ধর্ম্ম রাখি,
কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন অযোগ্য ক্ষমার।

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর!
ক্ষমার রাজ্যেতে নাই যোগ্যাযোগ্য কভু,

নাই ধনী, নাই দীন, নাই রাজা প্রজা,
ছোট বড়, ভেদাভেদ নাই তথা ভাই ;
ক্ষমাবান সমদর্শী, সর্ব্বভূতে করে
ক্ষমা দান, পাপী, তাপী, ধার্ম্মিক সুজন,
সুন্দর কি অসুন্দর, সগুণ, নির্গুণ,
সে রাজ্যে সকলি এক সকলি সমান।
কর্ষিত হইয়া পৃথ্বী করে শষ্য দান,
মথিত সাগর দেয় প্রবাল কাঞ্চন,
আহত হইয়া ক্ষীর দান করে ধেনু,
সুশীতল ছায়া দেয় কর্ত্তিত পাদপ।
ভাল বাসে পুণ্যবানে সবে, কি গৌরব
তা'য় বৃকোদর ! পাপীকে যে ভালবাসে
তুলে' লয় কোলে, স্নেহ করে মুছে' দেয়
অশ্রুবিন্দু তা'র, সেই জন ক্ষমাবান
সেজন দেবতা, সেই প্রেম অবতার।
বসুমাতা বহে ভার তুলে' লয় পাপী,
পাপীর পরশে না শুকায় রত্নাকর,
পূণ্যবতী ভাগীরথী লইয়া পাপীর
পাপ, জগত পূজিতা, অমর বন্দিণী,
শিব শিরোবিহারিণী পতিত পাবনী।
সকলেরে দেয় কর দেব দিবাকর,
সর্ব্বজনে তোষে শশী কুমুদ রঞ্জন,

বিশ্ব-প্রাণ সমীরণ সর্ব্বস্থানে বয়,
সকলি পবিত্র হয় পাবক পরশে।
মূঢ় সন্তানেরে জননী না দেয় সপে'
করাল কৃতান্ত কালে। নির্গুণ সন্তানে
সমধিক স্নেহবান হন সদা পিতা।
স্নেহের দুলাল মোর কনিষ্ঠ সোদর,
পাপী বলে' সুযোধনে পারি না ত্যজিতে,
কেমনে ত্যজিবে তা'রে তুমি বৃকোদর,
সঙ্কট সময়ে তোমা করে'ছে স্মরণ ?

অর্জ্জুন আর্য্য !
কহিছেন ভগবান দেবকী নন্দন,
পরাশর পুত্র ব্যাস কুরুকুল পিতা ;—
"ক্ষমাধর্ম্ম মহাধর্ম্ম," কিন্তু নরনাথ !
"সর্ব্বদা করিলে ক্ষমা বাড়ে তা'তে পাপ,
পাপের প্রশ্রয় দান অবিরাম ক্ষমা।
রোধিতে পাপের স্রোত এ মহী মণ্ডলে,
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী জনে,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ভগবান।"
রক্ষিতে ধার্ম্মিক জনে পালিতে বসুধা,
সুদৃঢ় করিতে ধর্ম্ম ধর্ম্মের আসন,
পাপী জনে দণ্ড দেয় নরপালগণ,

দুষ্টেরে শাস্তিয়ে করে শিষ্টের পালন।
বুঝিতে না পারি আর্য্য! কেন পাণ্ডুগণ,
ক্ষমিবে কৌরবগণে, পাপের সাকার
মূর্ত্তি অন্ধ দুর্য্যোধনে, হ'বে নাকি তা'য়,
পাপের প্রশ্রয় দান, সাহায্য পাপের।

যুধিষ্ঠির। ধনঞ্জয়! ধরাতলে মহাধর্ম্ম ক্ষমা,
ক্ষত্রিয়ের বাহুবল আশ্রিতে রক্ষিতে,
ক্ষত্রিয়ের তরবারি বিপন্ন উদ্ধারে।
সংসার মরুতে এক বালুকণা নর,
এক জল বিম্ব ক্ষুদ্র অনন্ত সলিলে,
ক্ষুদ্র শিশিরের বিন্দু মহা পারাবারে,
ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র জ্ঞান কে তুমি কে আমি,
করিতে পাপীর দণ্ড, পাপের বিচার,
তোমার আমার কিবা শক্তি ধনঞ্জয়?
দণ্ড দান, তিরস্কার কিংবা পুরস্কার,
করিতে আছেন ধাতা মাথার উপর,
রাজার উপরে রাজা রাজরাজেশ্বর,
পিতার উপরে পিতা পিতা সবাকার,
সবারি উপরে তিনি সবারি ঈশ্বর।
ধনঞ্জয়! নাহিক গৌরব কিছু ত্যাগে,
নাহিক গৌরব প্রতিশোধে, প্রতি হিংসা
অতি নীচ, দুর্ব্বলতা মানব প্রাণের,

মনুষ্যত্ব মাঝে মাত্র পশুত্বের লীলা,
সরল কোমল বুকে দানবীয় ভাব ;
হিংসার মরুতে নাই শান্তির মলয়।
পুরুষের পৌরষ ক্ষমায়, ক্ষত্রিয়ের
বীরত্ব ক্ষমায়, আনন্দ ক্ষমায়, তৃপ্তি
প্রেমে, স্বর্গ আত্মদানে, প্রাণ বিনিময়ে
মহাসুখ। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ জীবী নর,
প্রতি শোণিতের বিন্দু প্রত্যেক নিশ্বাসে,
জড়িত র'য়েছে তা'র মরণের বীজ ;
একটী কণ্টকাঘাত পারেনা সহিতে,
একটী নিশ্বাস সনে প্রাণ বায়ু যা'র
অনন্ত বায়ুতে মিলে' যায় ; চির তরে
ঘুমায় প্রকৃতি শিশু প্রকৃতির কোলে।
মরণ সিন্ধুর এক তরঙ্গ জীবন,
পদ্ম পত্রে নীর সম সতত অস্থির,
এ সংসার পান্থশালা, অতিথি মানব,
রঙ্গ মঞ্চে করধৃত জড় পুত্তলিকা,
ইচ্ছাহীন, শক্তিহীন, সামর্থ বিহীন,
অজানা শক্তিতে করে ছদ্ম অভিনয়।
কেন ধনঞ্জয়! হিংসা করি পরস্পরে ?
বিন্দু মাত্র স্বার্থ ত্যাগে, স্বার্থ বিসর্জ্জনে,
স্বর্গ ভূমি হয় ধরা আত্ম বলিদানে!

একটী কথায় তৃপ্ত হয় প্রাণ মন,
শান্তি পূর্ণ হয় এই তাপদগ্ধ ধরা,
সংসার-মরুতে বহে শান্তির সমীর।
স্নেহ হাস্যে নেচে উঠে প্রাণ, বুকভরা
প্রাণ ভরা এক আলিঙ্গনে নিবে' যায়
প্রাণের আগুন, ঘুচে' যায় হৃদয়ের
দূর দূর ভাব, পীযূষ পূরিত হয়
সমুদয় ; প্রেম অশ্রুসনে ধূয়ে' যায়
দুঃখ ব্যথা, মলিনতা, প্রাণের কালিমা।
কেন তবে নরগণ হিংস্র জন্তু প্রায়,
করিবেক রক্তপাত হিংসি পরস্পরে
হাহাকারে পূর্ণ করে' সুন্দর সংসার ?
কেন পাণ্ডু পুত্রগণ করিবেনা ক্ষমা,
নিজ ভাই কুরুপতি রাজা সুযোধনে,
কেন রাখিবেনা ধর্ম্ম চন্দ্রবংশধর।

ভীম। তুমিত রাখি'ছ ধর্ম্ম, ধর্ম্ম অধিকারি,
ধর্ম্ম কেন রাখেনা তোমায় ? বার বার
দুর্য্যোধনে করিয়াছ ক্ষমা, ভেবে দেখ
ধর্ম্মরাজ ! কি লভিছ প্রতিদান তা'র,
অত্যাচার, অবিচার, ঘোর নির্য্যাতন,
অপমান, পদাঘাত, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা,
সদা মরণের ভয়, শমনের ডাক।

ত্যজি রাজ্য, রাজপাট, ত্যজি রাজপুরী;
শিরে ধরি জটাজূট ভ্রাতা পঞ্চ জন,
অনাহার অনিদ্রায় গভীর জঙ্গলে,
বৃক্ষের বাকলে করি তনু আচ্ছাদন,
ভ্রমিতেছি সঙ্গে লয়ে' বৃদ্ধা জননীরে,
ভিক্ষা অন্নে পুষিতেছি দ্রুপদ বালায়।
দুর্য্যোধনে করি ক্ষমা আদেশে তোমার,
নীরবেতে সহিয়াছি কত পদাঘাত,
দেখিয়াছি কৌরবের পাপ অভিনয়।
দেখিয়াছে বৃকোদর সে তাণ্ডব লীলা,
সেই অপমান সেই কেশ আকর্ষণ,
সেই ঘোর নির্য্যাতন দ্রুপদ বালার,
কুলাঙ্গার, নরপশু, দুঃশাসন করে;
পাশব সে অত্যাচার পাঞ্চালীর প্রতি,
রজস্বলা দ্রৌপদীরে দেখাই'ছে উরু,
রাজ সভামাঝে, গুরু জনের সম্মুখে,
বিবস্ত্রা করিতে তা'রে করি'ছে প্রয়াস।
ধর্ম্মরাজ! নীরবে সহি'ছে বৃকোদর,
সহিয়াছে ধনঞ্জয় আদেশে তোমার,
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড চাপিয়া বুকেতে;
ভালবাস দুর্য্যোধনে কর তা'রে ক্ষমা,
দেখনা কিশোর ভাই মাদ্রি সুত দ্বয়,

অনাহারে শীর্ণ দেহ, ননীর পুতুল,
দুঃখের আতপ তাপে যেতেছে গলিয়া,
লয়ে'ছে ভিক্ষার ঝুলি রাজার তনয়,
মাতৃ পিতৃ হীন তুই অনাথ বালক।
ভানুমতী দুঃখে তুমি দুঃখী ধর্ম্মরাজ!
বারেক চহিয়া দেখ পাঞ্চালীর প্রতি,
বৃক্ষের বল্কলে করি তনু আচ্ছাদন,
অনাহার, অনিদ্রায় অস্থি চর্ম্মসার,
ভ্রমিতেছে বনে বনে রাজার নন্দিনী;
দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি দ্রুপদ দুহিতা,
পাণ্ডুরাজ পুত্র বধূ বনিতা তোমার।
দেখ জননীর প্রতি, রাজার দুহিতা,
রাজার বনিতা, ভারতের মহাকুল
কুরুকুল বধূ, অনাহারে শীর্ণ দেহ;
অনাথিনী বিধবা দুঃখিনা, জীবনের
অপরাহ্ণে সহিতেছে বনবাস ক্লেশ,
নিরন্তর অশ্রুজলে তিতিছে মেদিনী,
বিশ্বপূজা ভোজসুতা পাণ্ডব জননী।
ফাল্গুনের মুখ পানে চাও ধর্ম্মরাজ!
ভারত বিদিত রথী কার্ত্তবীর্য্য সম,
জগতে অমিত তেজা মধ্যম পাণ্ডব,
অনাহার অনিদ্রায় জীর্ণ কলেবর,

নাই তা'র ভুজে বল তুলিতে গাণ্ডীব।
আপনার পানে তুমি চাও একবার,
কস্তুরী চন্দনে হ'ত লিপ্ত যেই দেহ,
ধূলায় ধূসর এবে দেখ ধর্ম্মরাজ !
যে শিরে শোভিত তব রাজার মুকুট,
তৈল বিনা রুক্ষ কেশ এবে শোভে জটা,
যে অঙ্গ আবৃত হত মহার্ঘ বসনে,
বৃক্ষের বাকল করে লজ্জা নিবারণ,
আসিত না নিদ্রা তব সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে,
মহা সুখে ঘুমাইছ তীক্ষ্ণ ধার কুশে,
সেবিত রাজন্যবর্গ সতত তোমায়,
এবে তব সহচর বন পশুগণ।
কোন্ ধর্ম্ম কর নাই তুমি ধর্ম্মরাজ !
যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, অতিথি সৎকার,
রাজসূয়, অশ্বমেধ না করে'ছ কিবা ?
প্রতিফল তা'র, সর্ব্বস্ব হারিয়ে তুমি
কপট পাশায়, আসিয়াছ মহাবনে।
রাজ্যহীন, ধনহীন, আশ্রয় বিহীন,
করিয়াছে ধর্ম্ম তোমা পথের কাঙ্গাল।
ভুলে'ছ কি ধর্ম্মরাজ ! জতুগৃহ দাহ,
যমুনায় জল কেলি ভুজঙ্গ দংশন,
রাক্ষসের ভয় সেই এক চক্রাপুরে,

পাঞ্চালীর নির্য্যাতন কৌরব সভায় ?
তুমিত রাখিছ ধর্ম্ম ধর্ম্ম নৃপবর !
ধর্ম্ম কেন নাহি রাখে তোমা ? ক্ষমিয়াছ
দুর্য্যোধনে, দুর্য্যোধন করে'ছে কি ক্ষমা ?

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর !
কর্ম্মকর্ত্তা নর, ফলদাতা ভগবান,
লাভ গণি' কর্ম্ম সদা করে ব্যবসায়ী,
বণিক বাণিজ্য করে লক্ষ্মী লাভ হেতু।
যাগ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ধার্ম্মিক সুজন,
করেনা কখন গণি লাভ আপনার।
মানব জীবনে কর্ম্ম সার ; কর্ম্মরত
অনন্ত জগত, কর্ম্মরত ভগবান,
কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ যোগ কহিছেন ব্যাস ;
করিবেক কর্ম্ম নর নির্লিপ্ত সদাই,
করিবেক যুদ্ধ যোদ্ধা জয় পরাজয়,
করি সম জ্ঞান। মানুষ করম কর্ত্তা ;
কর কর্ম্ম ফলাফল সঁপি' তাঁ'র হাতে,
সকাম বাসনা সদা কর বর জন,
নিষ্কাম করম নিরবান বৃকোদর।
কোন্ স্বার্থে বসুমাতা সৃষ্টি রক্ষা করে,
বাসুকি বহেন ভার কোন্ স্বার্থ হেতু,
জাহ্নবী দিতেছে নীর, কাম ধেনু ক্ষীর,

প্রসূতি পীযূষ, পিতা স্নেহ নিরমল,
শান্তিচ্ছায়া বিতরিছে পাদপ নিকর,
রঙ্গে সাজাইছে পুষ্প, অঙ্গ ধরিত্রীর,
কোকিল ঢালিছে সুধা, ফুটে'ছে কুমুদ,
হাসিতেছে মৃণালিণী, গাহি'ছে বিহগ,
বহিতেছে সমীরণ ধীর গন্ধ-বহ।
ডুবায় সলিল সদা, দহে হুতাশন,
শ্রান্তি হরে' গন্ধবহ মেদুর সমীর,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে' তাপে বসুন্ধরা,
সুধাময় করে বিশ্ব দেব সুধাকর,
আছে কি স্বার্থের রেখা কর্ম্মেতে কাহার?
দু'দিনের বাস স্থান এ ভব ভবন,
হিংসা—বিষে কেন তা'রে করি বিষময়,
ক্ষুদ্র স্বার্থ হেতু কেন করি রক্ত পাত,
কেন করি আত্মঘাতী মহা কুরুকুল?

অর্জ্জুন। আর্য্য! শাস্ত্রে বলে কৃতঘ্নতা মহাপাপ,
গন্ধর্ব্বের প্রজা মোরা, গন্ধর্ব্ব আশ্রিত,
যতু গৃহ দাহ পরে, গন্ধর্ব্ব অধিপ
দয়া করি দিয়েছে আশ্রয়, নিরাশ্রয়
ভ্রাতা পঞ্চ জনে দয়াময় চিত্রসেন,
সুখে আছি কাম্য বনে জননীর সনে,
পঞ্চ ভ্রাতা, গন্ধর্ব্বের হইয়া অতিথি।

তা'র সনে এই রণ, বিরোধ ভীষণ,
ন'হে কি অধর্ম্ম ঘোর ধর্ম্ম নৃপবর ?
ন'হে কৃতঘ্নতা ন'হে রাজ বিদ্রোহীতা,
কাটিব আশ্রয় তরু, ছায়ায় যাহার,
পাইয়াছি মহাশান্তি লভে'ছি বিশ্রাম ;
কেমনে হানিব অস্ত্র গন্ধর্ব্বের শিরে ?
কাটিব বর্ষণ তরু আপনার হাতে,
মরুভূমে করি যেবা সলিল সিঞ্চন,
মৃগ তৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত ভ্রাতা পঞ্চজনে,
বাঁচাই'ছে পত্নী সহ দুঃখিনা মায়েরে ?
যেই গাভী করে দুগ্ধ দান, কোন্ প্রাণে,
ভুজঙ্গের প্রায় তা'রে করিব দংশন ?
কাটিব আপন কর তীক্ষ্ণ ছুরিকায়,
যেই করে করে মুখে আহার প্রদান ?
যে পাত্রেতে করে'ছি ভোজন, ভাঙ্গিবকি
সেই পাত্র ? পদাঘাতে ভাঙ্গিব মঙ্গল
ঘট ? এইকি অতিথি ধর্ম্ম ? কৃতজ্ঞতা,
আশ্রয় দাতার প্রতি, উপকারী জনে,
প্রতি উপকার ? ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ইহা
বুঝিতে অক্ষম অজ্ঞ পার্থ ধর্ম্মরাজ।

যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয় !
সংসার সমস্যা ঘোর পরীক্ষা ভীষণ,

কি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বোঝা সুকঠিন।
কহিছেন ব্রহ্মা পুত্র মহর্ষি নারদ,
কহে পরাশর ঋষি, বাসুদেব, ব্যাস
"করিবেক লঘুধর্ম্ম ত্যাগ বুধগণ,
ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর সদা করিতে পালন।"
রক্ষিতে দশের প্রাণ এক প্রাণ ল'বে
নরপতি; রক্ষিতে সমগ্র দেশ, গ্রাম
ত্যাগ করিবেক রাজা; রাজ্য রক্ষা হেতু
দেশত্যাগ করিবে ভূপতি; ত্যজিবেক
পুত্র পরিবার, অসংখ্য প্রজার তরে;
রাজ্য ত্যাগী হ'বে রাজা রক্ষিতে বসুধা;
পৃথিবী ত্যজিবে ভূপ ধর্ম্ম রক্ষা হেতু।
ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর পার্থ! করিতে পালন,
লঘু ধর্ম্ম ত্যাগ, অকর্ত্তব্য ন'হে কভু,
কর্ত্তব্য সতত। এই নীতি অনুসরি,
অঙ্গদেশ পতি মহারথী দাতাকর্ণ,
স্বহস্তে কাটিয়া ছিলা তনয়ের শির;
মাতৃ হত্যা করে'ছেন বীর ভৃগুরাম,
দধিচী দিয়েছে অস্থি দেবতার হিতে,
মহাতপা বিশ্বশ্রবা জ্বলন্ত অনলে,
আত্ম বলি দিয়াছেন অমর কল্যাণে।
রক্ষিতে কৌরব মান সুযোধন প্রাণ,

রক্ষিতে কৌরব রাজ্য কুরু সিংহাসন,
রক্ষিতে কৌরব বধু. কুরু শিশু গণে,
গন্ধর্ব্ব পতির সনে মহা ধর্ম্ম রণ।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্মরণ ? কর্ত্তব্য বিরোধ ?
রক্তপাত মহাধর্ম্ম ? নির্লিপ্ত যে জন
সংসারের সুখে দুঃখে তা'র এই কথা ?
কোন্ প্রয়োজনে ভিক্ষাজীবী বনবাসী
করিবে বিরোধ ? কেবা তা'র শত্রু মিত্র ?
ডুবে যা'ক সিংহাসন, মরুক ভূপতি,
হাসুক কাঁদুক যত লোক সংসারের,
নাচুক উন্মত্ত করে দিয়ে করতালি,
ভিক্ষুকের কিবা তাহে', কোন অধিকার,
আছে তা'র দেখিবার কি ঘটে সংসারে ?
চূর্ণ হ'ক রাজার প্রাসাদ, পুড়ে যা'ক
প্রমোদ উদ্যান ; ভাঙ্গিয়া পড়ুক স্তম্ভ
চারু হর্ম্মরাজি ; দেউল প্রাচীর মালা
খসে' ধসে' পড়ে' যা'ক ; বাড়ব অনলে
ভস্ম হ'ক নন্দন কানন ; শুষ্ক হ'ক
মানস সরস ; সে কেন কহিবে কথা,
সংসারের উত্থানে পতনে, ভিক্ষুকের
কিবা আসে যায় ; সংসারের ঘটনার
স্রোতে সে কেন ভাসবে মহারাজ ! কিসে
ধর্ম্ম রণ, দয়া করি কহ দয়াময় ।

যুধিষ্ঠির। সংসার নীতিতে পার্থ! প্রয়োজন রণ,
ধ্বংস নীতি ন'হে পাপ, পুণ্য ধনঞ্জয়!
না হইলে ধ্বংস অনিবার, বিশ্বসৃষ্টি
হয় আত্মঘাতী। আত্মঘাতী হয় জীব
হয় যদি রুদ্ধ কভু মরণের দ্বার।
ক্ষুদ্র ওই তৃণ পার্থ! নাহি মরে যদি,
সাধ্য নাই তৃণ অন্য হইবে উদ্ভব।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ সদা গড়িয়া নূতন,
নিত্য অভিনব সাজে সাজা'য়ে সংসার,
প্রকৃতি জননী কহে ইচ্ছা বিধাতার।
নাশিয়া প্রবল জন দুর্ব্বলে সতত,
পড়িয়া প্রবলতর অন্য কা'র করে'
অনন্ত কণ্ঠেতে জীব কহে ধ্বংসনীতি,
নহে পাপ, মহাপুণ্য নীতি বিধাতার।
শার্দ্দূল নাশিয়া দেখ ক্ষুদ্র প্রাণী যত,
পড়ি'ছে শার্দ্দূলাধিক্ কালের কবলে;
নাশি ওই মহীরুহ তৃণ ছায়া গত,
দেখ পার্থ! ধ্বংসনীতি করে'ছে সাধন।
সৃষ্টির শৃঙ্খলা ভবে করিতে রক্ষণ,
রক্ষিতে সংসারে সদা শান্তি দৃঢ়তর,
ন'হে পাপ ধনঞ্জয়! মহাপুণ্য রণ।
গন্ধবহ মন্দবায়ু দুর্গন্ধ বহিয়ে,

হয় যবে কলুষিত সুমন্দ মলয়,
রণরঙ্গে প্রভঞ্জন আক্রমি তাহারে,
ফুৎকারে উড়ায়ে লয় দূর দূরান্তরে।
সরসীর রুদ্ধ নীর কলুষ পরশে,
হয় যদি বিষময় পবিত্র সলিল,
উত্তাল তরঙ্গ মালা ক্রোধে গরজিয়া,
শান্ত সরসীর বক্ষ করি আলোড়িত,
মহাঘাত প্রতিঘাতে পুলিনের সনে,
সুপবিত্র করে তা'রে করিয়া ধর্ষিত।
কলঙ্ক পরশে যদি ধাতু মূল্যবান,
মহাক্রোধে হুতাশন দগ্ধ করে তা'য়।
মহাপাপে লিপ্ত যবে হয় নরগণ,
নরপাল, মহাপাল হয় স্বেচ্ছাচারী,
উৎশৃঙ্খল, কলুষিত সমাজ জীবন,
উদ্বেলিত হয় সিন্ধু, রণময়ী ধরা,
ভেঙ্গে' চূরে' দলে' পিশে' রণ প্রভঞ্জন,
গড়ায় নূতন বিশ্ব, ভাঙ্গিয়া পুরাণ,
নূতন সাজেতে আসে নূতন মানব।

কুন্তী। যুধিষ্ঠির! শোননি কি বারতা দারুণ
বজ্রসম, শোননি কি তুমি বৃকোদর?
"কাম্য বনে কুরুপতি পতিত সঙ্কটে,
পরাজিত কুরু সৈন্য গন্ধর্ব্বের রণে,

লাঞ্ছিতা কৌরব রাণী, কুরুকুল বধু,
অসহায় শিশুগণ আততায়ী করে।”
কি ভাবি’ছ ধনঞ্জয়! বসি অধোমুখে,
এখনো ধরনি অস্ত্র কুলাঙ্গারগণ,
এখনো নাচেনি রক্ত ধমনী ভিতর,
সহিতেছ অপমান ওরে ফেরুপাল?
কেমনে দেখা’বে মুখ ক্ষত্রিয় সমাজে,
কোন্ মুখে ফিরে’ যা’বে হস্তিনা নগরে?
কি কহিবে পিতামহ, কিবা জ্যেষ্ঠতাত,
কি কহিবে দ্রোণ গুরু, কি ক’বে বিদুর,
কি কহিবে গুরুপুত্র অশ্বত্থমা রথী,
কি ক’বে গান্ধারী দেবী কিবা পদ্মাবতী,
কি কহিবে ভারতীয় রাজন্য মণ্ডল?
“রত্নগর্ভা ভোজসুতা” কহে কুরুপিতা,
“বীর প্রসবিনী কুন্তী পাণ্ডুর গৃহিণী,”
তোরা কিরে সেই রত্ন চন্দ্র বংশধর,
ভোজ নন্দিনীর কিরে তোরাই নন্দন?
কেন নাহি গর্ভে মোর মরিলি সকল,
কেন বিধি হইলনা গর্ভপাত মোর,
ফেরুপাল! কেন তোরা লভিলি জনম,
ভারতের শ্রেষ্ঠকুল মহাকুরু কুলে,
ডুবাইতে কৌরবের বিশ্বখ্যাত নাম?

কুলবধু, কুললক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী আর,
পুত্রগণ, কন্যাগণ, আততায়ী করে,
লাঞ্ছিত কৌরব পতি, কুরুকুলেশ্বরী,
দলিত কৌরব শির গন্ধর্ব্বের করে,
এদৃশ্য দেখি'ছে হায়! কুরুবংশধর,
রত্নগর্ভা ভোজসুতা কুন্তী পুত্রগণ।

ভীম। চির শত্রু দুর্য্যোধন, কর্ণ দুরাচার,
আশ্রয় প্রদান তা'য় পাপের প্রশ্রয়,
ভুজঙ্গেরে দুগ্ধ দান বাড়াইতে বিষ,
এই কি আদেশ তব পাণ্ডব জননি?

কুন্তী। অর্ব্বাচীন! দুর্য্যোধন, চা'য়েনি আশ্রয়,
আশ্রয় চাহেনি কভু অঙ্গ অধিপতি,
আশ্রয় চাহি'ছে কৌরবের রাজলক্ষ্মী,
কুরুবধু, কুরুপুত্র, কুরুকুলেন্দ্রাণী।
আশ্রয় চাহি'ছে মহাধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
ভারতের মহাকুল কুরুকুল মান;
আশ্রয় চাহি'ছে মানুষের মনুষ্যত্ব।
আশ্রয় চাহি'ছে এক দুগ্ধ পোষ্য শিশু,
ভারতের কৌরবের ভাবী অধিপতি;
রে নর শার্দ্দূলগণ! নাইকি তোদের,
স্নেহ, দয়া, মায়া কিছু সন্তানের প্রতি?
যাও দূত! কহ গিয়ে কুরুরাণী পদে.

কাপুরুষ, নপুংসক কুন্তীপুত্রগণ,
ধরিবেনা অস্ত্র কেহ প্রাণের মায়ায়।
আসিছেন নিজে কুন্তী পাণ্ডুর গৃহিণী,
ধরা দিতে গন্ধর্ব্বেরে কুরুরাণী সনে;
জরাজীর্ণ দেহে তা'র নাই হেন বল,
নাচিবে চামুণ্ডা রূপে সমর প্রাঙ্গণে।
যে পাপ করে'ছে কুন্তী ভোজের নন্দিনী,
গর্ভে ধরে' এই সব শৃগালের পাল,
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহার,
আততায়ী করে সহি ঘোর নির্য্যাতন!

যুধিষ্ঠির। ধনঞ্জয়: বায়ুগতি হও অগ্রসর,
বৃকোদর! ফাল্গুনের হওগে সহায়,
রাজ সম্মানেতে যদি রাজা সুযোধনে,
চতুরঙ্গে হস্তিনায় না করে প্রেরণ,
শরানলে পোড়াইবে গন্ধর্ব্বের পুরী,
চূর্ণ করে ফেলে দেবে হৈম সিংহাসন;
গন্ধর্ব্বের খণ্ড মুণ্ড দিবে উপহার,
হস্তিনায় কুরু পিতা ভীষ্মদেব পদে।

মিত্র লাভ।

একদা অযোধ্যাধিপ অজপুত্র দশরথ পুত্র পুত্রবধুগণ সমভিব্যাহারে কাঞ্চনময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক চণ্ডাল নগর অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই সময়ে পুণ্যাত্মা রামভক্ত চণ্ডাল পতি গুহক রামচন্দ্রকে দেখাইবার জন্য ও চণ্ডাল নগরে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অযোধ্যাপতিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। মহারাজ দশরথ তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে জাতক্রোধ চণ্ডালরাজ রঘুরাজকে আক্রমণ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় যুগাবতার রঘুকুলধুরন্ধর প্রভু রামচন্দ্র চণ্ডাল পতিকে মিষ্ট ভাষে তুষ্ট ও বন্ধুভাবে সপ্রেম আলিঙ্গন প্রদান করেন। সৌজন্যমুগ্ধ চণ্ডাল পতিও উত্থিত কৃপাণ রামপদে সংস্থাপিত করিয়া আমরণ অনুগত হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। চণ্ডালের সঙ্গে মিত্রতা শিশুরাম চরিতের চরমোৎকর্ষ বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত হইল। পিতৃসত্য রক্ষা হেতু বন গমনকালে প্রভু সপরিবারে এই চণ্ডালের আতিথ্য গ্রহণ করেন; চণ্ডাল পতিও ভরতের সসৈন্যে আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এই ভাবে আপনার সৈন্য ও সেনাপতিদের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ঃ—

"যদ্যপি ভরত করে শ্রীরামেরে রাজা,
ভাল মতে কর সবে ভরতের পূজা।

ভরত আসিয়া থাকে শত্রু ভাবে যদি,
ভরতের ঠাট কাটি বহাইবে নদী।"

ইতিহাসের ছায়ায় অঙ্কিত; মহাকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড দ্রষ্টব্য।

গুহক। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ তুমি তিষ্ঠহে সারথি!
ক্ষণেক বিলম্ব কর রাখ অনুরোধ;
ক্ষত্রকুল শ্রেষ্ঠ দেব রঘুকুল চূড়া,
অত্যুজ্জ্বল রত্ন দেব ইক্ষ্বাকুর কুলে,
মহা যশা দশরথ অযোধ্যা অধিপ,
নৃপকুল প্রভাকর রাজ রাজেশ্বর,
সূর্য্যকুল সূর্য্যদেব অঙ্গের নন্দন,
বারেক দেখাও রামে দেখাও লক্ষ্মণে।
দেখাও জগত মাতা জনক বালায়,
সীতারূপে অবতীর্ণা রমা মহা-তলে,
জগতের লক্ষ্মী রঘুকুললক্ষ্মী তব,
দেখাও মায়েরে দেব রঘুকুল রাজা,
দেখাও চণ্ডাল রাজে রঘুকুল বধু,
দেখাও গুহকে দেব বিদেহ নন্দিনী।
পূর্ণ ব্রহ্ম রামচন্দ্র গোলক বিহারী,
নব নটবর রাম নবঘন শ্যাম,
নব দুর্ব্বাদল রূপ ভুবন মোহন,
বিশ্ব পতি রঘুপতি! সন্তান তোমার;

খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী জনে,
পবিত্রিতে ধরাধাম গোলকের পতি,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ্য ভবে,
দুষ্টেরে করিয়া নষ্ট পালিতে শিষ্টেরে,
ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ জগত কারণ,
নররূপে রঘুরাজ কুলে নারায়ণ।
দেখাও অযোধ্যানাথ সন্তানে তোমার,
দেখাও কৌশল্যাপতি কৌশল্যানন্দনে.
দশরথ দাশরথি দেখাও চণ্ডালে ;
ঘুচে' যা'ক জন্মার্জ্জিত মহাপাপ মোর,
শিরে ধরি রাঘবের পুণ্য পদরজ,
খণ্ডিয়া চণ্ডাল জন্ম লভি উচ্চ গতি।
দয়াময় রঘুপতি! দয়া কর দাসে,
রঘুরাজ! কর দয়া চণ্ডাল রাজারে,
হে আর্য্য! করুণা করি অনার্য্য গুহকে,
আতিথ্য গ্রহণ কর চণ্ডালের পুরে,
পাদ পদ্মে দাও স্থান পাপী চণ্ডালেরে।
করযোড়ে অনুরোধ করি রঘুনাথ!
কৃপা কর চণ্ডালেরে হে কৃপা নিধান,
লও পূজা বিশ্বপূজ্য রাজা দশরথ!
করহ প্রসাদ দান চণ্ডাল পতিরে ;
করহ পবিত্র দেব পুণ্য পদ রজে,
গুহকের সিংহাসন চণ্ডালের পুরী।

"ভক্তি-ডোরে বান্ধা সদা ভক্তির ভাজন,"
সত্য যদি শাস্ত্রবাণী প্রভু রঘুনাথ !
চরণেতে দাও স্থান চণ্ডাল পতিরে,
বিশ্বপূজ্য ! লও পূজা ভক্ত গুহকের,
জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্য, বহু সাধনায়,
পাইয়াছি দরশন করো'না নিরাশ।

দশরথ। সরে'যা, সরে'যা, ওরে অস্পৃশ্য চণ্ডাল !
দূর হরে, দূর হরে, ঘৃণিত অশৌচ,
পথ ছাড়, পথ ছাড় কলূষ পঙ্কিল,
করিস্‌না, করিস্‌না মূঢ় পদ পরশন।
করিয়াছি স্নান সন্ধ্যা প্রভাত সময়ে,
করিয়াছি পূজা পাঠ অঙ্গাব গাহন,
পুণ্য যোগে গঙ্গা স্নান করিয়াছি সবে,
হয়ে'ছি পবিত্র মোরা তীর্থ দরশনে।
চণ্ডাল অশৌচ তুই অপবিত্র সদা,
নীচ, হীন, হেয়, ঘৃণ্য মহাপাপী তোরা ;
চণ্ডালের দরশনে কলূষ পরশে,
আত্মা হয় পাপময় কার্যে বিঘ্ন ঘটে,
চণ্ডালের দরশন কুলক্ষণ সদা,
পরশনে হীন গতি প্রাপ্ত হয় নর,
অনন্ত নিরয় অন্তে, আত্মা অধোগামী,
চণ্ডালের সাহচর্য্যে হয় অনুক্ষণ।

গুহক। নৃপকুল রত্ন শ্রেষ্ঠ অযোধ্যা অধিপ,
পুণ্যবান, রাজঋষি, রঘুকুল রাজা,
রাজ রাজেশ্বর মহারাজ দশরথ,
রবিকুল রবি দেব ক্ষত্রকুল চূড়া,
ক্ষিতি তলে মহাযশা অজের নন্দন,
নীচকুলে জন্ম মোর জাতিতে চণ্ডাল,
অসভ্য বর্ব্বর আমি ঘৃণিত সবার,
পাপী ন'ই, হীন ন'ই, নহি কলুষিত,
অস্পৃশ্য, অশৌচ আমি নহি কদাচন।
করি নাই এ জীবনে কুকর্ম্ম কখন,
কুবাক্য আনি'নি মুখে কভু কোন দিন,
প্রাণে মোর নাই পাপ নাহিক কালিমা ;
সরল, অপক্ষপাতী আমি চিরদিন,
নহি আমি মিথ্যাবাদী, ভীরু কাপুরুষ ;
নহি আমি রিপুসেবী ইন্দ্রিয় বিলাসী
সংসারের রাঙ্গা ফুলে মুগ্ধ আমি ন'ই।
জন্মে'ছি চণ্ডাল কুলে রঘুকুল পতি।
জন্ম, মৃত্যু, ন'হে কভু আয়ত্ব নরের,
খণ্ডাইতে কর্ম্মলিপি শক্তি নাই কা'র।
পুরুষের পরিচয় পৌরষে তাহার,
আত্মার উৎকর্ষ মাত্র উন্নতি নরের,
পবিত্র চরিত্র মাত্র নারীর সম্পদ,

জীবের শিবত্ব লাভ চরিতার্থতায়।
মানুষের সার ধন মনুষ্যত্ব তা'র,
নহে জাতি, নহে কুল, বংশের গরিমা,
নহে ধন, মান, নহে সুরূপ যৌবন,
মদন মোহন নয় কান্তি মনোহর ;
একটী তরঙ্গাঘাতে ভেসে যায় যাহা,
চূর্ণ হয় সংসারের এক ঝঞ্ঝাবাতে।
সে রাজ্যেতে নাই জাতি উচ্চ নীচ কভু,
নাই ছোট বড় নাই সুরূপ কুরূপ,
নাই ধনী, দীন নাই, নাই রাজা প্রজা,
অভিন্ন মৃত্যুর চক্ষে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল।
চণ্ডালের পতি আমি অনার্য্যের রাজা,
বাহু বলে শাসিতেছি অখণ্ড বসুধা ;
দেব, দ্বিজে ভক্তিমান পুণ্য কর্ম্মে রত,
অতিথি বৎসল আমি শোন রঘুপতি।
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বাহুবলে, ইন্দ্রিয় শাসনে,
প্রজা রঞ্জনেতে, রাজ্যে শৃঙ্খলা সাধনে,
রাজনীতি, রণনীতি ধর্ম্মনীতি জ্ঞানে,
ব্রহ্মচর্য্যে, সংযমেতে, আত্ম দমনেতে,
ক্ষত্র হ'তে কোন মতে নহি আমি হীন।
আসি'ছ চণ্ডাল পুরে অযোধ্যার নাথ !
পবিত্রিছ পদরজে চণ্ডাল নগর,

দয়া করি দয়াময় আতিথ্য গ্রহণ,
করহ চণ্ডাল গৃহে হে রাঘব চূড়া।
অনুকম্পা কর দেব চণ্ডালের প্রতি,
করহ প্রসাদ দান চণ্ডাল পতিরে,
রঘুরাজ! কর কৃপা চণ্ডাল রাজারে,
হে আর্য্য করুণা কর অনার্য্য গুহকে,
রঘুকুল ইন্দ্র লও চণ্ডালের পূজা,
গুহকেরে পদধূলি দাও রঘুনাথ।

দশরথ। এত অহঙ্কার তোর ওরে ঘৃণ্য পশু,
এত উচ্চ আশা তোর ওরে নরাধম!
চাহিস ধরিতে চাঁদে রে ক্ষুদ্র বামন,
বাসনা লঙ্ঘিতে গিরি বিকলাঙ্গ হ'য়ে,
আদিত্যে ধরিতে চাস্ রে ক্ষুদ্র খদ্যোত,
নাসা হীন আশা তোর সুবাস গ্রহণে।
জাতিতে চণ্ডাল তুই হীন দুরাচার,
নীচ, হেয়, ঘৃণ্য তুই অশৌচ সতত,
অপবিত্র, মহাপাপী ইতর অধম,
জন্মেছিস্ হীন কুলে অসভ্য বর্ব্বর,
আর্য্যের অস্পৃশ্য তুই অনার্য্য পামর,
কলূষিত হয় গঙ্গা পরশনে তোর,
দরশনে প্রাণে হয় পাপের সঞ্চার।
চাহিস্ অতিথি ভাবে অযোধ্যা পতিরে,

মিত্র ভাবে চাস্ তুই রাজা দশরথে,
ক্ষত্র সাহচর্য্য চাস্ হইয়া চণ্ডাল।
সরে'যা' সরে'যা মূঢ়! ক্ষত্রিয় কৃপাণ,
নাহি হয় কলঙ্কিত চণ্ডাল শোণিতে;
অন্যথায় এতক্ষণ রাজা দশরথ,
বন্য পশু প্রায় তোরে করিত নিধন।

গুহক। রে দাম্ভিক, অজপুত্র রাজা দশরথ!
এত গর্ব্ব, এত দর্প, এত অহঙ্কার,
মানুষের প্রতি মূঢ় এত ঘৃণা তোর;
অনার্য্য মানুষ নয় আর্য্যই মানুষ,
চণ্ডাল মনুষ্য নয় ক্ষত্রিয় দেবতা,
কা'র কাছে শিখে'ছিস্ এই ধর্ম্ম নীতি?
অসভ্য বর্ব্বর তুই নরকুল গ্লানি,
চণ্ডালেরো ঘৃণ্য তুই ক্ষত্র কুলাঙ্গার,
রঘুকুল কালি তুই অজের নন্দন।
পুত্র পুত্রবধু সহ চণ্ডালের পুরে,
পড়িলি সঙ্কটে ঘোর দাম্ভিক স্থবির;
কাল পূর্ণ অজপুত্র এত দিনে তোর,
গুহক শমন দেখ দাঁড়াইয়া শিরে,
আজ তোর শেষ দিন, নাই অব্যাহতি,
পড়ে'ছিস্ রঘুনাথ! রাক্ষসের হাতে'।
রঞ্জিত হইবে আজ চণ্ডাল কৃপাণ,

চণ্ডাল অধম তুই উষ্ণ রক্তে তোর;
চণ্ডাল গতির করে তুই রঘুপতি!
হইবি দলিত আজ চণ্ডাল নগরে,
স্বহস্তে চণ্ডাল পতি আপনি গুহক,
উপাড়িবে রঘুনাথ! হৃদিপিণ্ড তোর।
"নরহত্যা মহাপাপ," শাস্ত্রের বচন,
তোরে হত্যা মহাপুণ্য নরপশু তুই;
তোর সম পাতকীর ভার বসুমাতা'
বহিতে অশক্ত সদা রঘু কুলাঙ্গার।

লক্ষ্মণ। স্তব্ধ হয়ে বন্য পশু ঘৃণিত অশৌচ,
মরিলি বর্ব্বর তুই লক্ষ্মণের করে,
মুক্ত হ'ল আজ তোর চণ্ডাল জনম।
ভুলে'ছিস্ রে অনার্য্য রঘু কুলেশ্বরে,
করে'ছিস্ প্রতিঘাত পুচ্ছে ভুজঙ্গের,
নিদ্রিত কেশরী কেশ করি আকর্ষণ,
করে'ছিস জাগরিত কালান্তক যমে।
কে' রক্ষিবে তোরে মূঢ়! কেবা আছে তোর,
এই দেখ্ মুণ্ড তোর লোটায় ধরায়।

রাম। সংবর, সংবর, তুমি সংবর লক্ষ্মণ!
ক্ষমা কর রঘুরাজে চণ্ডাল অধিপ,
ক্ষমা কর পুণ্যবান বালক লক্ষ্মণে।
এস বন্ধু, এস সখা দাও আলিঙ্গন!

রঘু কুল বন্ধু তুমি জানুক সংসার,
জানুক অযোধ্যা রাম চণ্ডালের সখা।
রঘুপতি, রঘুপুত্র, রঘু পরিবার,
ধন্য হ'ল পুন্যবান আতিথ্যে তোমার।
সকল মানুষ এক আব্রহ্ম চণ্ডাল,
এক হ'তে আসিয়াছে একে মিলে' যা'বে,
মিলে' যায় জলবিম্ব মহাজলে যথা।
ব্রাহ্মণের বুকে' আর চণ্ডালের বুকে
রামের বক্ষেতে আর বক্ষে গুহকের,
বসে' আছে এক আদি বিরাট পুরুষ,
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ভেদ তা'র চক্ষে নাই।

গুহক। রঘুপুত্র, রঘুরত্ন, রঘুকুল মণি,
অজরাজ সুত সুত কৌশল্যানন্দন,
রমানাথ, রমাকান্ত, গোলক বিহারি,
বিশ্বনাথ, সীতানাথ, বিশ্বভারহারি,
নররূপী, বহুরূপি, পতিত পাবন,
বান্ধিলে চণ্ডালে আজ প্রেম পাশে রাম,
গুহকে করিলে দয়া প্রভু ভগবান।
দাও বর হে অমর, চণ্ডাল গুহক
জন্মে জন্মে পায় যেন ও' চরণে স্থান
গুহকের মনোপ্রাণ, আত্মা গুহকের,
যুগে যুগে নত হ'ক রাজীব চরণে।

করিনু প্রতিজ্ঞা রাম অগ্নি সাক্ষ্য করি,
আজ হ'তে হইলাম অনুগত তব ;
চণ্ডালের ভুজে প্রভু চণ্ডালের অসি,
কাটিবে চণ্ডাল শির রঘু রাজা দেশে,
চণ্ডালের তীক্ষ্ণ শর, চণ্ডাল কৃপাণ,
পশিবে চণ্ডাল বক্ষে আজ্ঞা কর যদি।

রাম। রঘুমিত্র, রঘুবন্ধু, রাঘবের সখা !
পুণ্যবান, রাম ভক্ত রাম ময় প্রাণ,
লও বর প্রাণ সখা চণ্ডালের পতি !
জন্মে জন্মে পা'বে দেখা মহা পুণ্যবান,
যুগে যুগে সখ্য সূত্রে বান্ধিবে আমায়।
হইবে সুবল তুমি কৃষ্ণ অবতারে,
আমি হ'ব বনমালী বনমালা গলে ;
কলিতে হইবে তুমি ভক্ত হরিদাস,
আমি হ'ব নিত্যানন্দ প্রেমে আত্মহারা।

অন্তিম শয্যা।

লঙ্কাধিপতি রাজা দশানন পঞ্চবটী বনে জগতজননী রাঘব ঘরণীকে হরণ করিবার সময়ে রঘুরাজ প্রাণসখা খগেন্দ্র অরুণপুত্র জটায়ু তাহার গতিরোধ করতঃ তাহার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, রাবণের খড়গাঘাতে বাসব পীড়িত মৈনাক ভূধর প্রায় ছিন্ন পক্ষে ধরাতলে পতিত হন। অতঃপর সীতান্বেষণ তৎপর সীতাপ্রাণ সীতানাথ পঞ্চবটী বনে সৌমিত্রী ভ্রাতার সনে অন্তিম শয্যাশায়ী খগপতির দেখা পান ও তাহাদের মধ্যে এই প্রবন্ধ বর্ণনানুরূপ কথোপকথন হয়। ঘটনা ঐতিহাসিক বটে তবে আমার অনিপুণ তুলিকায় অতি রঞ্জিত।

লক্ষ্মণ। রাঘবেন্দ্র! এতক্ষণে পেয়ে’ছি সন্ধান,
আর্য্যলক্ষ্মী সীতা আর নাই এ ধরায়;
আর কেন বৃথা শ্রম, বৃথা পর্য্যটন,
বনে বনে কেন আর বৃথা অন্বেষণ?
ওই দেখ রক্ষ এক, রক্ত কলেবর,
লোহিত বিশাল বপু, লোহে জানকীর,
সীতার ভক্ষক এই দুষ্ট নিশাচর।

সীতানাথ! বিলম্বেতে কিবা প্রয়োজন;
ঘুচাই সীতার শোক রাক্ষস শোণিতে
রক্ষ রক্তে করি এস সীতার তর্পণ।

রাম। লক্ষ্মণ! নিশ্চয় না জানি' কিছু, না করি
বিচার ন্যায় অন্যায়, সত্যাসত্য নাহি
করি অন্বেষণ, রক্তপাত মহা পাপ;
নহে বীর ধর্ম্ম কভু, ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
কর অন্বেষণ ভাই! সুধাও রাক্ষসে,
কেবা সেই, লও পরিচয়; সুবিশাল
দেহ তা'র, কা'র লোহে' করে'ছে লোহিত।
সত্য কি সে নিশাচর সীতার ভক্ষক,
সত্য কি তাহার পূর্ণ হইয়াছে কাল,
সত্য কি সে বধ্য বীর সৌমিত্রীর করে।

জটায়ু। কে তোমরা দুই শিশু? রূপ মনোহর,
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ, শিরে দীর্ঘ জটা,
করে ভীম খরশান, সুতীক্ষ্ণ কার্ম্মুক,
তোমরা কি বনদেব, কিংবা বনমালী,
আসিয়াছ ব্যাধ বেশে প্রসাদিতে মোরে?
জীবনের মহাসন্ধ্যা, অন্তিম সময়,
কণ্ঠা অগ্রে প্রাণ মোর, জড়িত রসনা,
অবশ বিশাল দেহ, ইন্দ্রিয় বিকল,
দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি যেতেছে মিলিয়া;
ছিন্ন সংসারের মায়া জীবন বন্ধন।

লক্ষ্মণ। আমরা তোমার যম দুষ্ট নিশাচর!
করহ স্মরণ তুমি ইষ্ট দেবে তব,

এ মুহূর্ত্তে ঘুচে' যা'বে যন্ত্রণা তোমার,
এখনি ফুরা'বে তব সংসারের খেলা।
লীলা শেষ, খেলা শেষ, শেষ তব দিন,
তোমার নিয়তি পূর্ণ; জীবন নাট্যের
এখনি হইবে শেষ যবনিকা পাত।

জটায়ু। যম! যম! আহা কিবা প্রিয় নাম; কিবা
মধুময়; মরি মরি কি সুন্দর; রূপ
মনোহর! কি পরাণ মাতোয়ারা; যম!
কি পবিত্র, কিবা প্রেমময়। যম তুমি
এস বন্ধো, এস সখা, এস প্রিয়তম,
এস আর্য্য, এস পূজ্য, এস হে সুন্দর,
এস এস প্রাণ প্রিয় আরাধ্য আমার,
বসে' আছি প্রতীক্ষায় বহুদিন হ'তে।
তৃপ্ত সাধ, তৃপ্ত আশা, পূর্ণ মোর দিন,
কেটে দাও দয়াময় জীবন বন্ধন;
ছিন্ন কর প্রেমময় মায়ার নিগড়,
চল প্রিয়! আগে আগে পথ দেখাইয়া।
পঞ্চবটী বনচর সহচর গণ!
সংসার বন্ধন ছিন্ন করহ বিদায়,
রাখিও বৃদ্ধের সবে এক অনুরোধ:—
অজপুত্র দশরথ অযোধ্যার পতি,
পুত্র তা'র রামচন্দ্র আসিয়াছে বনে,

জনক তনয়া সঙ্গে, সৌমিত্রী লক্ষ্মণ,
পিতৃ সত্য রক্ষা হেতু রঘু কুলমণি ;
উচ্চ কণ্ঠে কহ রামে করিয়া চীৎকার,
জনক নন্দিনী সীতা হরি'ছে রাবণ ;
বৈদেহী করে'ছে চুরি লঙ্কা অধিকারী।
হে আকাশ ! বজ্রনাদে কহ রাঘবেরে,
দশানন হরিয়াছে জানকী তোমার।
সমীরণ ! ঝঞ্ঝাবাতে কহ রঘুনাথে,
মিথিলা পতির কন্যা রক্ষ কারাগারে।
কহ বন্য পশু, পক্ষী প্রলয় চীৎকারে,
পৌলস্ত্যেয় বান্ধিয়াছে রঘু কুল বধু।
কহ বৃক্ষ, লতা, কহ কহ মহীধর,
দশরথ পুত্র বধু রাবণের পুরে।
বিন্ধ্যাসুতা গোদাবরী কহ কলকলে,
লঙ্কেশের রথে তুমি দেখিয়াছ সীতা।
কহ মাতা বসুন্ধরা কাঁপি' ভূকম্পনে,
লাঞ্ছিতা তনয়া তব রাক্ষসের করে।
কহ অম্বুপতি তুমি প্রলয় গর্জ্জনে ;
জগত জননী বন্দী অশোক কাননে !
ডুবে যাও রসাতলে বন পঞ্চবটী,
নারী নির্য্যাতন হয় তব বক্ষ পর ;
জ্বলে যাও, পুড়ে যাও, ভস্ম হও তুমি,

দাবানলে, বজ্রানলে অশনি সম্পাতে'
তোমার কোড়েতে হয় মায়ের লাঞ্ছনা।
মুদ আখি চির তরে দেব দিবাকর !
কলঙ্কিত ওই মুখ দেখাওনা কা'রে,
লুকাও আপনা তুমি বারিদের কোলে,
রাক্ষসের করে বন্ধী কুল বধূ তব।
প্রলয়ের মূর্ত্তি ধর সহস্র কিরণ !
সৃষ্টি নস্ট কর দেব ! অগ্নি বরষণে ;
অথবা আবর মুখ জন্মের মতন,
উদয় অচলে তুমি আসিওনা আর।

রাম। কে আপনি বীরবর ! মর কি অমর,
দেহ সত্য পরিচয় করোনা বঞ্চনা,
আমি রঘু কুলাঙ্গার হতভাগ্য রাম,
কাঁদিতেছি বনে বনে জানকীর শোকে।
এই যে কিশোর ভাই লক্ষ্মণ আমার,
ক্ষমা কর সৌমিত্রীরে বীর চূড়া মণি !
দয়া কর বীরর্ষভ ! দশরথাত্মজে,
করুণার সিন্ধু ক্ষম রঘু রাজ সুতে,
কৃপা দৃষ্টে চাও দেব ! কৌশল্যা নন্দনে,
পুণ্যবান। ক্ষম তুমি ভিখারী রাঘবে,
করুণা করিয়া ক্ষম বনবাসী রামে।

জটায়ু। রঘুকুল রত্নোত্তম দশরথ সুত,

কৌশল্যা নন্দন রাম রবিকুল রবি,
সূর্য্যকুল সূর্য্য রাম পতিত পাবন !
আলিঙ্গন দাও পুত্র ! এস মোর বুকে,
জুড়াও তাপিত প্রাণ স্নেহ পরশনে ।
ন'হি আমি নিশাচর জন্ম দ্বিজকুলে,
খগেন্দ্র অরুণ পুত্র জাতিতে খেচর,
গড়ুরের ভ্রাতুস্পুত্র, সম্পতি সোদর ;
পুণ্যবান রঘুপতি অজের নন্দন,
পিতা দশরথ তব বাল্য সখা মোর ।
প্রথম জীবনে আমি রঘুরাজ পুরে,
প্রাণে প্রাণে মিলে'ছিনু দশরথ সনে ;
অজের নন্দন আর অরুণ নন্দন,
এক প্রাণ, এক আত্মা, ভিন্ন মাত্র কায়া ।
দক্ষিণ হস্তের মত আমি চিরদিন,
সর্ব্ব কার্য্যে সহায়তা করে'ছি সখার ;
তব পিতৃ আদেশেতে যৌবন জীবনে,
করিয়াছি বহু রণ, বহুরক্ত পাত ;
হৃদি রক্তে বিরঞ্জিত করি রণ ভূমি,
কতবার রক্ষিয়াছি রঘু সিংহাসন ।
বয়সে প্রাচীন এবে হয়ে'ছি দুর্ব্বল,
দেহের লাবণ্য মোর হরিয়াছে জরা,
বার্দ্ধক্য লয়ে'ছে কাড়ি হৃদয়ের তেজ,

সামর্থ্য বিহীন পক্ষ ভুজবল হীন,
ভ্রমর কুন্তল জাল তুষার ধবল।
জীবনের অপরাহ্নে ত্যজি রঘুপুরী,
লভি আমি বান প্রস্থ তৃতীয় দশায়,
করিতেছি বনবাস ; দশরথ শোকে,
জীবন থাকিতে মৃত পিতৃসখা তব।
শুনে'ছিনু রামচন্দ্র কৌশল্যা নন্দন !
পিতৃসত্য রক্ষা হেতু ত্যজি রাজ্য ভার,
পঞ্চবটী বনে আছ রচিয়া কুটীর,
সুমিত্রা নন্দন আর বৈদেহীর সনে ;
বন দেব দেবী সম শিরে ধরি জটা,
বীর বপু, বরবপু ভূষিয়া বাকলে ;
এসেছিনু পাশরিতে দশরথ শোক,
দখি রঘু রাজপুত্র পুত্র বধু আর,
বনরাজ, বনরাণী পঞ্চবটী বনে।
করি স্নান পুণ্যবতী গোদাবরী নীরে,
বসেছিনু সন্ধ্যা হেতু প্রভাত সময়ে ;
দেখি রাবণের রথে পরমা সুন্দরী,
মদন মোহন মোহে যে রূপের মোহে,
জিনিয়া তাহায় রূপে ভুবন মোহিনী,
অপহৃতা নারী এক করিছে ক্রন্দন,
অস্ফুট কাতর কণ্ঠে "রাম রাম" ধ্বনি।

মহা দুষ্ট রক্ষপতি পর নারী চোর,
অদ্ভুত দেবের কন্যা ভজে নিরবধি,
পাশব আচারে বিশ্বশ্রবার নন্দন ;
নির্ভয়ে কৌশলে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি,
নারীর সতীত্ব নাশে রাক্ষস ঈশ্বর,
দেব কন্যা ল'য়ে সদা করে কামকেলি।
বজ্রনাদে কহিলাম, "চিনি আমি তোরে,
পরনারী চোর তুই লঙ্কার রাবণ,
কোন কুল বধূ আজ হরিলি দুর্ম্মতি,
কা'র ঘর আন্ধারিলি দুষ্ট লঙ্কেশ্বর,
কোন গৃহ প্রেমদীপ করিলি নির্ব্বাণ,
এই তোর নিত্য কর্ম্ম রক্ষ কুলাঙ্গার,
মহাপাপী, পরদারী তোর সম আর,
কেউ নাই লঙ্কানাথ এ বিশ্ব মণ্ডলে,
লজ্জাহীন তুই বিশ্বশ্রবার নন্দন,
ব্রহ্ম অংশে জন্মি' তুই ঘৃণিত চণ্ডাল।
বিনাশিব আজ তোরে রক্ষকুল কালি,
ওষ্ঠাঘাতে দশমুণ্ড ফেলিব ছিঁড়িয়া,
ডুবাইব লঙ্কা তোর জলধির জলে।"
সসম্ভ্রমে লঙ্কাপতি বন্দি মোর পদ,
উত্তরিলা, "খগরায়! কনিষ্ঠা ভগিনী
পুষ্প হেতু এসেছিল পঞ্চবটি বনে ;

অযোধ্যা পতির পুত্র সৌমিত্রী লক্ষ্মণ,
অকারণ নির্য্যাতন করে'ছে তাহার।
সেই অপরাধে আমি করে'ছি হরণ,
দশরথ পুত্র বধূ রামচন্দ্র প্রিয়া,
মিথিলার রাজ কন্যা পরমা রূপসী ;
উজ্বলিতে রক্ষপুরী রূপ প্রতিভায়,
সাজাইতে রক্ষেশের প্রমোদ উদ্যান।*
রামচন্দ্র, রামচন্দ্র ! হইনু অজ্ঞান,
মহা ক্রোধে অঙ্গ মোর লাগিল কাঁপিতে,
জ্বলিল প্রাণের মাঝে বাড়ব অনল,
দশরথ পুত্র বধূ রাবণের রথে :—
একলম্ফে উঠিলাম ছাড়ি সন্ধ্যাধ্যান,
যৌবনের তেজ যেন পাইলাম ফিরে,
জরাজীর্ণ দেহে হ'ল শক্তির সঞ্চার,
স্থবিরের ধমনীতে নাচিল শোণিত।
বজ্রনাদে দশাননে করিনু আদেশ,
রাখিতে জনক বালা আশ্রয়ে আমার,
দশরথ পুত্র বধূ পুত্র বধূ মোর,
জনকের কন্যা মোর কন্যার অধিক ;
পালিল না আজ্ঞা মোর দাম্ভিক লঙ্কেশ
শুনিলাম যেন এক অশরীরি বাণী,
স্বর্গ হ'তে আদেশিলা রাজা দশরথ :—

"মিত্র বর ! রক্ষা কর পুত্র বধূ মোর,
অরুণ নন্দন ! রক্ষ রঘুকুল বধূ,
জনক নন্দিনী রক্ষ বিহঙ্গের পতি !
রঘু বন্ধো ! রক্ষা কর রঘুকুল মান।"
মারি' এক পদাঘাত রাবণের শিরে,
লইলাম কেড়ে' আমি জনক দুহিতা ;
কহিলেন লঙ্কানাথ ক্রোধে গরজিয়া,
"অরুণ নন্দন ! মূঢ় পড়িলি সঙ্কটে ;
মরিলি স্থবির তুই রাবণের হাতে।"
ধরি রাবণের রথ, মারিয়া আছাড়,
আক্রমণ করিলাম নিকষা নন্দনে ;
কালান্তক যম রূপী, করে খরশান,
করিল লঙ্কেশ মোরে প্রতি আক্রমণ ;
বাজিল তুমুল রণ পঞ্চবটী বনে,
অরুণ নন্দন বিশ্রবার নন্দনে।
প্রলয়ের সিংহনাদ ভেদিল গগন,
কাঁপিতে লাগিল বন, ভাঙ্গিল পাদপ,
চূর্ণ হ'ল শৈলমালা ; ভূচর খেচর
মহাভয়ে পলাইল আপন বিবরে।
ডুবিল অতল জলে জলচর যত,
মাতৃ ক্রোড়ে শিশুগণ লভিল আশ্রয়,
ভুজগ পশিল গর্ত্তে, সিংহ বিবরেতে,

বনান্তরে গেল শের ছাড়িয়া শিকার।
উড়িল সৈকত রাশি, ঢাকিল তপন,
অন্ধকার হ'ল বিশ্ব, প্রেত পুরী বন,
ভীম বেগে প্রভঞ্জন লাগিল বহিতে,
জানা'য়ে জগতে যেন বিধাতার রোষ।
কড় কড়, মড় মড়ে মহীরুহ গণ,
এ পড়ে উহার গায় করিয়া হুঙ্কার,
রণ রঙ্গে মত্ত যেন রথী, মহারথী,
তাণ্ডব চীৎকারে পূর্ণ করি পঞ্চবটী।
ব্যোম ব্যোম রবে যেন প্রলয় বিষাণ,
বাজাইলা মহাকাল আপনি ঈশান;
ধরিল প্রলয় মূর্ত্তি বন পঞ্চবটী,
গর্জ্জিয়া উঠিল সিন্ধু ভয়ে বিন্ধা স্থতা,
তুলিয়া তরঙ্গ কর নিবারিলা দোঁহে,
মহা ভয়ে বন দেবী ছাড়িলেন বন।
মহারথী লঙ্কাপতি দেবদৈত্য জয়ী,
পূর্ণ বলে বলীয়ান রাজা দশানন,
মন্দোদরী মনোহর অজেয় জগতে,
রাবণের ভয়ে ভীত আপনি বাসব,
রাবণেরে ডরে প্রাণে দেব সেনাপতি,
লঙ্কেশের নামে কাঁপে অমর নগর,
বৃত্র হন্তা প্রাণে হয় আতঙ্ক সঞ্চার।

জরাজীর্ণ গৃধ্র আমি কি করিব একা,
দশানন সনে রণে হটিলাম আমি ;
কাতর হইনু আমি রাবণের শরে,
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা বহিল আমার,
বিকল, অবশ দেহ, ঘূর্ণিত মস্তক,
অস্ত্রাঘাতে, রণশ্রমে, অবসন্ন প্রাণ,
হইলাম শক্তিহীন শোণিত ক্ষরণে,
খড়্গাঘাতে ছিন্ন পক্ষ পড়িনু ধরায়,
মৈনাক ভূধর যেন বাসব পীড়নে।
আবার শুনিনু সেই অশরীরি বাণী,
স্নেহ মধুস্বরে কহিলেন দশরথ ঃ—
"সংবর সংবর সখা ! খগেন্দ্র নন্দন,
ধরা ধরাধিক শক্তি ধরে লঙ্কপতি,
শাস্তিবে তাহারে রাম বিষ্ণু অবতার।"
উপহাসি লঙ্কেশ্বর কহিলা আমায়,
"দুর্ব্বল, স্থবির, মূঢ় অরুণ নন্দন !
অকারণ দিলি প্রাণ আজ মোর করে।"
তুলিয়া রথেতে সীতা রাবণ দুর্জ্জয়,
চলিল বিজয় রথ কাঁপায়ে মেদিনী,
ভেদিল ফেনিল সিন্ধু নক্ষত্রের বেগে।

রাম। পিতৃসখা খগরায় তাত পূজ্যতম !
বুঝিলাম এতদিনে নিয়তি আমার ;

সাকার দুর্ভাগ্য আমি, ক্ষিপ্ত গ্রহ প্রায়
এসেছি জ্বলিতে আর জ্বালা'তে সংসার।
যেই পথে চলি আমি চলে ভাগ্য মোর,
মুষ্টি মধ্যে ধূলা হয় প্রবাল কাঞ্চন,
সোণা, রূপা মাটী হয় হস্তেতে আমার,
অগ্নি লাগে রম্য বনে মোর দরশনে,
পরশনে পুড়ে যায় কল্প বৃক্ষগণ,
অভাগার ভাগ্য দোষে সাগর শুকায়।
রঘুকুলে জন্ম মোর রাজপুত্র আমি,
যৌবনে এসেছি বনে অদৃষ্টের কোপে;
কিশোর বালক মোর অনুজ লক্ষ্মণ,
ভ্রাতৃ প্রেমে রাজপুত্র সাজিয়া তাপস,
বৃক্ষের বল্কলে করি তনু আচ্ছাদন,
শিরে ধরি জটা জুট অজসুত সুত,
অনাহার, অনিদ্রায় সুভ্রাতৃবৎসল,
ছায়া সম ফিরিতেছে সঙ্গে সঙ্গে মোর।
জনক নন্দিনী সীতা, রাজার দুহিতা,
পতি সনে বনবাসী পতি সোহাগিনী,
বনবাস সহচরী, রামময় প্রাণ,
রঘুরাজ পুত্রবধূ জনম দুঃখিনী,
মিথিলা পতির কন্যা বন্দী রক্ষ করে,
সকলি লয়ে'ছে ভাগ মম দুর্ভাগ্যের।

মরে'ছেন অযোধ্যায় পিতা দশরথ,
গতজীব পিতৃবন্ধু অভাগার তরে,
বিশাল অযোধ্যা পুরী হয়েছে শ্মশান,
পূরিয়াছে পঞ্চবটী ঘোর হাহাকারে।
কি কাজ রাখিয়া এই ঘৃণিত জীবন,
কি কাজ বহিয়া এই জীবনের ভার,
কেন আর বহি এই দুর্ভাগ্যের বোঝা,
কেনবা কাঁদাই আর স্বজন বান্ধবে,
কেন হাহাকারে পূরি সুন্দর সংসার ?
ফিরে যাও অযোধ্যায় প্রাণের লক্ষ্মণ !
কহ গিয়ে জননীরে, পুরোবাসীগণে,
নরাধম রাম আর নাই পৃথিবীতে।
চলিলাম পিতৃসখা ! স্নেহের লক্ষ্মণ !
গোদাবরী জীবনেতে ত্যজিতে জীবন।

জটায়ু। রাঘবেন্দ্র ! ভুলিওনা আপনারে তুমি,
হওনা বিস্মৃত রাম ! বিষ্ণু অবতার ;
জগতের লক্ষ্মী সীতা তুমি লক্ষ্মীপতি,
গোলক বিহারী তুমি সীতা জগন্মাতা।
বিপুল রাবণ কুল করিতে নির্ম্মূল,
নররূপী, বহুরূপী তুমি নারায়ণ,
পবিত্রিতে ধরাধাম শাস্তিয়ে দুষ্টেরে,
করিতে শিষ্টের রক্ষা রাম অবতার ;

ব্রহ্মশাপে জন্ম তব দশরথ গৃহে,
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপীজনে।

রাম। কিবা সে রহস্য তাত! কহ দয়া করি,
কেন ত্রেতাযুগে আমি বিস্মৃত আপনা;
কেন ব্রহ্মশাপ মোর ললাট লিখন,
কেন অপহৃতা সীতা পঞ্চবটী বনে।

জটায়ু। তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি সারাৎসার,
কিবা আছে অগোচর হে সর্ব্বজ্ঞ তব;
দরিদ্রা জীবের ভাষা, দুর্ব্বলা রসনা,
ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র শক্তি কি সামর্থ্য তা'র,
কিবা জানে, কি কহিবে হে মধুসূদন।
জীবের রসনা কভু পারে কি বর্ণিতে,
লীলাময়! লীলা তব মহিমা পূরিত,
কি বুঝিবে সেই লীলা নরদেহী জীব,
নিত্য অভিনব সাজ নব নটবর!
নিত্য তব নব খেলা খেলাময় হরি,
জীব তুমি, শিব তুমি, নরামর তুমি,
দয়াল, ভয়াল তুমি, বহুরূপী তুমি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তুমি, তুমি মহাকাল
সৃজন, পালন, নাশ লীলা যে তোমার।
ইচ্ছা যদি শোন তুমি চির ইচ্ছাময়!
কেন ব্রহ্মশাপে তব জন্ম রঘুকুলে,

কেন মর জীবে তুমি হে চির অমর !
বান্ধিলে পবিত্র দৃঢ় বাৎসল্য বন্ধনে।
কেন কৌশল্যার কোলে বিশ্বের কারণ,
কেন অজ সুত সুত ত্রিলোকের পতি,
কেন এ প্রপঞ্চে তুমি বঞ্চাও সংসার ;
রমাকান্ত ! কেন রমা জনকের ঘরে,
ধরিত্রী দুহিতা কেন রাক্ষসের পুরে
মন্দোদরী সুতা বন্দী রাবণের করে।
রঘুনন্দনের পুত্র অযোধ্যার পতি,
হাতে দিব্য ধনুঃশর কাঞ্চন রথেতে,
একদিন মৃগয়ায় রাজরাজেশ্বর,
ভ্রান্তিবশে তামসীতে জনক তোমার,
বিন্ধিলা ঋষির পুত্রে শব্দভেদী বাণে।
অন্ধকের সুত সিন্ধু, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
ছিন্ন গ্রীব হয়ে' দশরথের সন্ধানে,
উঠিয়া চীৎকারি ঘোর করি আর্ত্তনাদ,
মুহূর্ত্তেকে মুনি পুত্র হারাইল প্রাণ।
করুণার সিন্ধু রঘু নন্দন নন্দন,
স্নেহভরে বুকে করে গত জীব শিশু,
ভয়ে ভীত চলিলেন আশ্রমে ঋষির ;
ভুজঙ্গ গহ্বরে যেন পশিল দর্দ্দুর,
রাখিয়ে প্রাণের মায়া গর্ত্তের বাহিরে ;

অথবা হরিণ যেন সিংহের বিবরে,
পশিল মুখেতে করি কেশরী শাবক,
ব্যাধশরে বনান্তরে গত জীব যেবা।
বন্দিয়া ঋষির পদ রাজা দশরথ,
সসম্ভ্রমে কহিলেন অযোধ্যা অধিপ :—
"রঘুকুল কুলাঙ্গার অজের নন্দন,
দাঁড়ায়ে সম্মুখে ঋষি পুত্রহন্তা তব ;
মৃগভ্রমে তামসীতে শব্দভেদী বাণে,
ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে পাপী দশরথ,
বিন্ধিয়াছে ঋষিবর ! সন্তানে তোমার।
নিরাশ্রয় তুমি ঋষি চল অযোধ্যায়,
পিতৃজ্ঞানে চিরদিন করিব পালন,
বসাইয়ে সিংহাসনে পূজিব তোমায় ;
রাজভোগ কর ভোগ রাজ অন্তঃপুরে।"
আগ্নেয় ভূধর যেন হ'ল প্রধূমিত,
ক্রোধেতে ঋষির অঙ্গ লাগিল কাঁপিতে,
নিশ্রিত গৈরিক সম অন্তরাগ্নি শোকে,
করিতে লাগিলা ঋষি অগ্নি বরষণ।
নিরস্ত হইয়া শেষে আদেশিলা ভূপে,
"জ্বাল চিতা দশরথ !" মৃতপুত্র সনে,
মরিলা পুড়িয়া ঋষি এক চিতানলে ;
মৃত্যুকালে দিলা শাপ জনকে তোমার :-

"দশরথ! পুত্রশোকে মৃত্যু হ'বে তব।"
কহিলেন রঘুরাজ কাতর অন্তরে ;—
"মহাঋষি! অপুত্রক মহাপাপী আমি,
করিয়াছি দান ধ্যান অতিথি সৎকার,
করিয়াছি যাগ যজ্ঞ, বহু অশ্বমেধ,
স্বর্ণদান, ভূমিদান, ধেনুদানে আর,
তুষিয়াছি দ্বিজগণে বহুবিধ দানে ;
দান করি মণি, মুক্তা, প্রবাল কাঞ্চন,
করিয়াছি শূন্য অযোধ্যার কোষাগার।
তুষিয়াছি দেবগণে বহু পূজা পাঠে,
করিয়াছি তীর্থস্থান পুণ্য কর্ম্ম কত ;
করিয়াছি পরিগ্রহ সপ্তশত দার ;
ভাগ্য দোষে নিঃসন্তান অজের নন্দন।
ঋষিবর! শাপ তব বর মোর তরে,
কেমনে ফলিবে ঋষি! না দেখি উপায়।"
উত্তরিলা অন্ধ ঋষি জ্বলন্ত অঙ্গার :—
"দশরথ! ব্রহ্মশাপ হ'বে না লঙ্ঘন,
জন্ম ল'বে গৃহে তব নিজে নারায়ণ।"
তুমি বিষ্ণু অবতার সীতাপতি রাম!
ভাঙ্গি'ছ হরের ধনু অপূর্ব্ব কৌশলে,
নাশি'ছ তাড়কা সুরে পঞ্চম বরষে;
নির্ব্বংশ তোমার করে হ'বে লঙ্কাপতি।

লক্ষ্মণ। পিতৃসখা খগপতি ! কহ দয়া করি,
নররূপে রঘুনাথ কেন নারায়ণ,
জগতের লক্ষ্মী কেন মানবী রূপেতে,
রাবণের বন্দী কেন ব্রহ্মাণ্ডের মাতা।

জটায়ু। সুমিত্রা নন্দন ! খণ্ডিতে ধরার ভার
দণ্ডি পাপী জনে, যুগে যুগে অবতীর্ণ
হন বিশ্বম্ভর। বহিতে বিশ্বের ভার;
দুষ্টেরে করিয়া নষ্ট পালিতে শিষ্টেরে,
আপনা আপনি সৃজে যুগে যুগে প্রভু।
মহা দুষ্ট রক্ষপতি রাজা লঙ্কেশ্বর,
বেদ ব্রাহ্মণের শত্রু, পরনারী চোর।
অমরের শত্রু যেবা শত্রু সে নরের,
দেবতার শত্রু যেবা শত্রু ব্রাহ্মণের,
ব্রাহ্মণের শত্রু যেবা শত্রু সে হিন্দুর,
হিন্দুর যে জন শত্রু শত্রু সে ধর্ম্মের,
ধর্ম্মের যে জন শত্রু শত্রু পৃথিবীর,
পৃথিবীর শত্রু যেবা শত্রু বিধাতার।
দেবতার অনুরোধে ঋষি বিশ্বশ্রবা,
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন করি মন্ত্রপূত;
আকর্ষণ করে'ছিল আপন নন্দনে,
বেদ ব্রাহ্মণের শত্রু শত্রু দেবতার,
পোড়াইতে লঙ্কানাথে মহাতপা ঋষি।

সেই কালে গোলকেতে গোলক বিহারী,
পীতধড়া, পীতাম্বর, পীতবাস ধারী,
মদন মোহন শ্যাম, নব জলধর,
বেণুপাণি, বেনুধর, নব দুর্ব্বাদল,
রমাকান্ত, লক্ষীকান্ত, শ্রীকান্ত, শ্রীধর,
স্বর্গ হ'তে আদেশিলা পুলস্ত্য নন্দনে;—
"সংবর সংবর ঋষি ! রাম অবতারে,
মরিবে আমার করে দুষ্ট দশানন।
জন্ম লব চারি অংশে দশরথ গৃহে,
কমল শায়িনী হ'বে জনক দুহিতা;
পঞ্চবটী বনে সীতা হরিবে রাবণ।
জন্ম ল'বে দেবগণ বানর রূপেতে,
লঙ্কার সমরে মোর হইতে সহায়।
লবণ জলধি জল করিয়া বন্ধন,
লইয়া কটকগণে হ'ব সিন্ধু পার,
ডুবাইব স্বর্ণলঙ্কা রাক্ষস শোণিতে,
পোড়াইব শরানলে পুরী মনোহরা।
দৈত্যপতি মহাশত্রু হিরণ্য কশিপু,
লভিয়াছে জন্ম এবে রক্ষপতিরূপে:
হিরণ্যাক্ষ হইয়াছে কুম্ভকর্ণ বীর।
দ্বাপরে হইবে পুন মথুরা অধিপ,
কংশরূপে হত হ'বে করেতে আমার;

কুম্ভকর্ণ, সেনাপতি তৃণবর্ত্তা হ'বে,
মরিবে আমার করে কৃষ্ণ অবতারে;
কলিতে হইবে ভক্ত জগাই, মাধাই,
আমি হ'ব নিত্যানন্দ বিলাইব প্রেম।”

রাম। পূজ্যতম খগরাজ কহ পিতৃসখা!
রামরূপে কেন আমি বিস্মৃত আপনা।

জটায়ু। যেই দিন প্রহ্লাদেরে পদ্মনাভ হরি।
দেখা দিলা হে শ্রীপতি! নরসিংহরূপে,
রক্ষিতে ভক্তের মান ভকত বৎসল!
মাধব! পশিলা তুমি স্তম্ভের ভিতর;
বজ্রমুষ্টি প্রহারেতে দৈত্যপতি ঘরে,
চূর্ণ কৈ'ল মহাস্তম্ভ হিরণ্য কশিপু;
আসন্না প্রসবা এক সতী কামিনীর,
হ'য়ে ছিল গর্ভপাত ভীতি ও বিস্ময়ে;
গর্ভিণী মৃগিনী যথা বাড়ব হুঙ্কারে,
অকাল প্রসূতা হয় নষ্ট গর্ভ শিশু।
দিলা শাপ দৈত্যবালা, “রাম অবতারে
আপনা বিস্মৃত তুমি র'বে রঘুপতি!
অন্তঃসত্ত্বা পত্নী তুমি দিবে নির্ব্বাসন।”

রাম। কৃপা করি কহ তাত খগেন্দ্র নন্দন!
কেমনে হইবে এবে সীতার উদ্ধার,
কোথা সে বানরগণ দেব অবতার,

কেমনে মিলিব তাত তাহাদের সনে।
কেমনে রাক্ষস কুল হইবে নির্ম্মূল,
কেমনে লঙ্ঘিব আমি অলঙ্ঘ্য সাগর;
নিরাশ্রয়, ভিক্ষা জীবি বনবাসী আমি,
কেমনে যুঝিব তাত রাবণের সনে।
কোথা পাব সৈন্য, কোথা পাব সেনাপতি,
কোথা পাব রথ রথী, অস্ত্র পাব কোথা,
কে হইবে এই রণে সহায় আমার;
কে তরিবে রঘুপুত্রে এ ঘোর সঙ্কটে।
কোন জন আছে ভবে মহা দয়াবান,
আনুকুল্য করি আজ ভিখারী রাঘবে,
বাহু বলে উদ্ধারিবে রঘু কুল বধূ।

জটায়ু। বালী নামে বালী ভ্রাতা সুগ্রীব বানর,
নিরন্তর ভ্রমিতেছে বন বনান্তরে,
বালি বধি' সুগ্রীবেরে কর দণ্ডধর,
সুগ্রীব হইতে হ'বে সীতার উদ্ধার।
সুগ্রীব পতাকা মূলে হইবে মিলিত,
বানর চুরাশী কোটি কিষ্কিন্ধা নগরে,
দেবের অংশেতে জন্ম দেব অবতার,
মহা পরাক্রান্ত এই কপি সৈন্যগণ;
বীর দাপে কাঁপাইবে দক্ষিণ ভারত।
সুগ্রীবের আদেশেতে নীল সেনাপতি,

কাটিয়া ভূধর মালা, ভাঙ্গি মহীরুহ,
রোধিবে সিন্ধুর বেগ মহাসিন্ধু বেগে,
লবণ জলধি জল করিবে বন্ধন।
সহায় হইবে হনূ পবন নন্দন,
পোড়াইবে স্বর্ণ লঙ্কা অঞ্জনা তনয়,
কেড়ে' লবে রাবণের মাথার মুকুট।
পরাক্রান্ত জাম্ভুমান ভল্লুকের পতি,
হইবে সহায় বৃদ্ধ সুষেণ বানর।
বালী পুত্র মহাবল বীরেন্দ্র অঙ্গদ,
সিংহনাদে কাঁপাইবে লঙ্কেশের প্রাণ,
চূর্ণ করে' ফেলে দেবে হৈম সিংহাসন।
আপনি বানর পতি কিষ্কিন্ধা অধিপ,
করিবেন ঘোর রণ রাক্ষসের সনে,
লক্ষ রক্ষ হত হ'বে সুগ্রীবের করে,
স্বর্ণলঙ্কা ছারে খারে দেবে বীর নল;
রাক্ষসের সন্ত উষ্ণ রক্ত করি পান,
নীল জল দল পতি হইবে লোহিত।

লক্ষ্মণ। পিতৃসখা খগপতি! কহ দয়া করি,
অমর ব্রহ্মার বরে নিকষা নন্দন
কেমনে করিব মোরা নিধন তাহায়;
কেমনে হইবে হত লঙ্কা অধিপতি।
মেঘনাদ, অতিকায়, কুম্ভকর্ণ বীর

জগতে দুর্জ্জয় মোরা নাশিব কেমনে;
কি প্রকারে হত হ'বে সে মহীরাবণ,
ভুবন বিজয়ী রথী লঙ্কানাথ সুত।
বীর পুত্র ধাত্রী লঙ্কা, বহু মহারথী
আছে এই লঙ্কা ধামে, সমরে দুর্ব্বার;
মায়ারূপী বহুরূপী মহা দুষ্ট সব,
বহু দুঃখ পাবে দোঁহে লঙ্কার সমরে।
রাবণের শক্তিশেলে পড়িবে লক্ষ্মণ,
সুষেণের আদেশেতে অঞ্জনা তনয়,
যা'বে গন্ধ মাদনেতে আনিতে ঔষধি,
মৃত্যুসঞ্জীবনী সুধা বিশল্য করণী;
না চিনি ভেষজ বীর পবন নন্দন,
আনিবে উপাড়ি গিরি পবনের গতি।
অযোধ্যার রাজছত্র করিতে লঙ্ঘন,
পড়িবে সঙ্কটে হনূ ভরতের করে;
ভরতের বজ্রবাণে হইয়া কাতর,
ফেলে' দেবে মহা গিরি অযোধ্যা নগরে,
চূর্ণ হ'বে অযোধ্যার সুরম্য প্রাসাদ।
পরিচয় পেয়ে শেষে বীর দাশরথি,
সমাদর পরিচর্য্যা করিবে হনূর,
তুলে' দেবে মহাগিরি শিরেতে তাহার।
সঙ্গে' লয়ে' অযোধ্যার সৈন্য পারাবার,

চাহিবে ভরত তব হইতে সহায় ;
চাহিবে চণ্ডাল পতি বহু সৈন্য নিয়ে,
ভেটিবারে রক্ষনাথে লঙ্কার সমরে,
নিষেধিবে উভয়েরে পবন সন্তান।
রাবণ অনুজ বীর বিভীষণ রথী,
পুণ্যবান রামভক্ত রক্ষ কুলোত্তম,
হইবে সহায় তব এই মহারণে,
কহিবে লঙ্কার সব সুগুপ্ত বারতা,
কহিবে উপায় তোমা রাবণ নিধন।
করিয়া তোমায় চুরি রাবণ নন্দন,
রাখিবে পাতাল পুরে নাগপাশে বান্ধি' ;
উদ্ধারিবে তোমা রাম পবন আত্মজ,
সমূলে নির্ম্মূল করি রাবণ আত্মজে।
ছলি লঙ্কা অধিশ্বরী রাণী মন্দোদরী,
রাবণের মৃত্যুবাণ হরিবে মারুতি।
মরিবে তোমার করে আপনি লঙ্কেশ,
মহাবীর কুম্ভকর্ণে বধিবে রাঘব ;
অতিকায় মেঘনাদে মারিবে লক্ষ্মণ।
মহাবাহু বীরবাহু চিত্রাঙ্গদা সুত,
মরিবে তরণী সেন সরমা নন্দন,
মরিবে রাঘব শরে অক্ষয় কুমার।
লক্ষ পুত্র রাবণের পৌত্র শত লক্ষ,

মরিবে তোমার শরে রথী লক্ষ লক্ষ ;
সবংশে নির্ব্বংশ করি রাক্ষস পতিরে,
উদ্ধারিবে জানকীরে রঘুধুরন্ধর।
অগ্নি পরীক্ষায় শুদ্ধ করিয়া সীতায়,
ফিরে যা'বে অযোধ্যায় দশরথ সুত ;
পাদুকা তোমার রাখি' সিংহাসন পর,
শাসি'ছে অযোধ্যা রাজ্য কৈকেয়ী নন্দন।
দিবে ছাড়ি রাজ্যধন দিবে রাজ পাট,
রঘুপতি রাম হ'বে অযোধ্যার পতি।
দাও শিরে পদরজ, মুখে রাম নাম,
জটায়ুরে কর দয়া বিষ্ণু অবতার !
কর দয়া লক্ষ্মীপতি অরুণ নন্দনে,
দাঁড়াও যুগল হ'য়ে মদন মোহন !
বৈকণ্ঠে বিরাজ তুমি বৈকণ্ঠ ঈশ্বর।
বক্ষে রাখ পাদপদ্ম পদ্মনাভ হরি !
জটায়ুরে কর দয়া হে বংশী বাদন !
অন্তিমেতে পার কর কৌশল্যা নন্দন,
কেটে দাও সীতানাথ জীবন বন্ধন।

রাম। অরুণ নন্দন ! বীর ধার্ম্মিক সুজন,
রঘুকুল বন্ধু তুমি মহা পুণ্যবান,
রঘুরাজ প্রাণ সখা বিহঙ্গের পতি !
ধন্য পর হিতে দিলে আত্মবলি দান,

বীর গতি লাভ কর বীর চূড়ামণি !
অক্ষয় স্বর্গেতে যাও খগেন্দ্র আপনি

নির্য্যাতন।

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী জগত গৌরব ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র ঘাতী কুরুক্ষেত্ররূপ মহা প্রলয় নিবারণ করণোদ্দেশ্যে ভূভার হারী ভগবান বাসুদেব পাণ্ডবের দূত রূপে কৌরব সভায় গমন করতঃ কুরুপতি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ও বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ঘটনার বর্ণনা করা গেল।

দুর্য্যোধন। যাদবেন্দ্র !
অনর্থক আসিয়াছ কুরুপুরে তুমি,
বৃথা এই অনুরোধ, উপরোধ তব,
সন্ধি নাহি হবে কভু পাণ্ডবের সনে ,
অটল সংকল্প মোর সুদৃঢ় কল্পনা।
প্রতিজ্ঞা আমার শোননিকি যদুনাথ !
"সূচ অগ্রে যতটুক উঠিবেক ভূমি,
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষত্রকুল চূড়াবীর রাজা সুযোধন!
জ্ঞানী তুমি, একি ভ্রান্তি তব? কিবা ইষ্ট
লাভ হ'বে অনর্থক জ্ঞাতি বিরোধেতে?
বিশাল কৌরব রাজ্য, কৌরব পাণ্ডব
দুই ভাই, এদু'য়ের হয়না কি স্থান?
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতা তরে,
চাহিতেছে ভিক্ষা মাত্র পঞ্চখানি গ্রাম,
ছেড়ে দাও পঞ্চ গ্রাম কৌরব অধিপ,
ক'রোনা বিরোধ তুমি ভ্রাতৃগণ সনে।
ধৌত কর কুরু শ্রেষ্ঠ! বাৎসল্য সলিলে,
হিংসা, দ্বেষ, দুর্ব্বলতা হৃদয়ের গ্লানি,
স্নেহ চক্ষে চাও রাজা পঞ্চভ্রাতা পানে।
মহাকুল কুরুকুল হইবে দুর্ব্বল,
হাসিবেক শত্রুগণ করিলে বিরোধ;
জন্ম তব মহাকুলে রাজা সুযোধন!
বংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর কুরুপতি!
বীর তুমি হীনতার দিওনা প্রশ্রয়।

দুর্য্যোধন। অটল সংকল্প মোর শোন যদুনাথ!
বিভক্ত হ'বেনা এই কুরুরাজ্য কভু;
পাণ্ডবের নাহি স্থান হস্তিনা নগরে;
দুর্য্যোধন উষ্ণ রক্তে না রঞ্জিয়া অসি,
সূচাগ্র মেদিনী কভু পাবেনা পাণ্ডব।

শ্রীকৃষ্ণ। রাজা সুযোধন! এ সংসার প্রান্থ শালা,
কৌরবেন্দ্র! দু'দিনের অতিথি মানব,
অতিক্ষুদ্র, ক্ষীণজীবী অতীব অস্থায়ী,
পদ্ম পত্রে নীর যেন সতত অস্থির,
মানবের প্রাণ পাখী এদেহ পিঞ্জরে।
জীবন যৌবন কিছু নহে চিরস্থির,
চিরস্থির নহে নীর এ জীবন নদে;
ধনের গরব আর বলের গরব,
উড়ে' যায় সংসারের এক ঝঞ্ঝাবাতে।
কিবা কাজ বিরোধেতে, কেন রক্ত পাত,
কেন কর আত্মঘাতী ক্ষত্রিয় জগত,
কেন কর আত্মঘাতী মহা কুরুকুল?
সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারত;
করো'না রঞ্জিত রাজা! ক্ষত্রিয় শোণিতে;
জ্ঞাতি রক্তে, জাতি রক্তে, ভ্রাতৃ রক্তে আর,
করিওনা কুরুশ্রেষ্ঠ! কলঙ্কিত কর।
ছেড়ে দাও পঞ্চগ্রাম রাজা সুযোধন!
হ'ক শান্তি সংস্থাপিত শক্তি দৃঢ়তর,
কুরু পাণ্ডবের জয় গাহুক ভারত,
যশ তব রাষ্ট্র হ'ক দেশ দেশান্তরে।
ন্যায় মত, শাস্ত্র মত ভ্রাতা পঞ্চ জন;
অর্দ্ধ অংশীদার এই কৌরব রাজ্যের।

দুর্য্যোধন। মিথ্যা কথা যাদবেন্দ্র ! কোন অধিকার,
নাই পাণ্ডবের এই কুরু সিংহাসনে ;
বসুমাতা শক্তির সেবিকা, রাজলক্ষ্মী
শক্তি অনুগতা, "জোর যার রাজ্য তা'র"
"যা'র লাঠি তা'র মাটি," শোন যদুরায়।
বাহুবলে শাসিতেছি কুরুরাজ্য আমি,
এরাজ্যেতে আর কা'রো নাই অধিকার,
দুর্য্যোধন দেহে যতক্ষণ আছে প্রাণ,
যতক্ষণ ধমনীতে আছে রক্ত তা'র,
স্কন্ধের উপর যতক্ষণ আছে শির।
বিশাল কৌরব রাজ্য, কুরু সিংহাসন,
পারে যদি বাহু বলে ল'ক তা'রা কেড়ে;
অথবা ঘুচা'য়ে দি'ক পথের কণ্টক,
মরিয়া আমার করে কাপুরুষ গণ।
ভিক্ষা নাহি দিবে রাজ্য কভু দুর্য্যোধন,
মরুক আমার করে, মারুক আমায়,
শক্তির পরীক্ষা হ'ক কুরুক্ষেত্র রণে।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষত্রকুল হিমাচল কুরু কুল চূড়া !
দয়া কর ক্ষমা কর ভ্রাতৃগণে তব,
করো'না অধর্ম্ম তুমি রাজা সুযোধন !
একবার ভাব দেখি কৌরব অধিপ,
করহ জিজ্ঞাসা রাজা ! আপন বিবেকে,

করিতেছ যাহা তাহা ন্যায় কি অন্যায়।

দুর্য্যোধন। জানি আমি হে কেশব! করিতেছি যাহা,
মহা পাপ, অনর্থক জ্ঞাতি নির্য্যাতন,
এপারে অনন্ত নিন্দা ও পারে নিরয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য আছে মোর জ্ঞান,
অন্ধ নয় দুর্য্যোধন শোন যদুনাথ!

শ্রীকৃষ্ণ। জান যদি কুরুরাজ! কেন কর পাপ,
কেন কর শান্তি বিঘ্ন ক্ষত্রিয় জগতে?
ভারতের মহাকুল এই কুরু কুলে,
কেন ডুবাইছ রাজা পাপ পারাবারে,
কেন কর অন্ধকার ভাগ্য ভারতের?
ভেবে দেখ কুরু শ্রেষ্ঠ রাজা সুযোধন!
আপনার ভবিষ্যৎ করি'ছ আন্ধার,
কৌরবের রাজলক্ষ্মী করি'ছ চঞ্চলা,
অনর্থক করিতেছ জ্ঞাতি নির্য্যাতন;
এন'হে কর্ত্তব্য তব ক্ষত্র কুলোত্তম!
ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি হেতু যে পাপের পথে'
হইতেছ অগ্রসর কৌরব অধিপ!
ভীষণ ভীষণতর এর পরিণাম।
জ্বলিবে সমরানল, মরিবে পুড়িয়া
ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র গ্রাম জগত গৌরব,
নর রক্তে হ'বে রাজা পৃথিবী প্লাবিত,

বসুধা হইবে স্নাত ক্ষত্রিয় শোণিতে,
কুরুক্ষেত্রে নরমেধ হ'বে অভিনয়।
তুচ্ছ পঞ্চ গ্রাম হেতু ক্ষত্র কুল চূড়া!
কেন হও নিপাতিত এ অধর্ম্মে তুমি?

দুর্য্যোধন। হয়না প্রবৃত্তি ধর্ম্মে শোন হৃষীকেশ!
করে'ছি অধর্ম্ম তাই আমি দুরাচার;
নারায়ণ! শোন তুমি প্রতিজ্ঞা আমার:—
নাদিব সূচাগ্র ধরা বিনা যুদ্ধে কভু,
যা'ক রাজ্য ছারে খারে ভস্ম হ'ক দেশ,
ডুবে' যা'ক কুরু রাজ্য, কুরু সিংহাসন,
উঠুক পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিম গগনে,
শুষুক সমুদ্র বারি ক্ষুদ্র মক্ষিগণ,
চূর্ণ হ'ক শৈলেশ্বর, ডুবে' যা'ক ধরা,
রবি, শশী যা'ক খসি মরুক অমর
প্রতিজ্ঞা আমার কভু হবে'না লঙ্ঘন।
পাণ্ডবের সখা ওহে যাদব ঈশ্বর!
আমন্ত্রণ করে তোমা রাজা দুর্য্যোধন,
পাণ্ডবের সনে রণে এসো কালাচাঁদ!
পাণ্ডব, পাঞ্চাল সেনা, সেনা নারায়ণী,
করিও চালনা তুমি নিজে নারায়ণ!
পীতাম্বর! পীতাম্বরে সাজিয়ে সুন্দর,
রসরাজ বনমালি! বনমালা গলে,

শিরে ময়ূরের পাখা, অঙ্গে পীতধড়া,
করেতে মোহন বাঁশী হে বংশী বাদন !
এসো রণে চক্রপাণি ত্রিভঙ্গ মুরারি !
ব্রজের কিশোরী তব সঙ্গে লয়ে' রাই,
ধরিয়ে যুগল মূর্ত্তি নব নটবর !
গদাপাণি দুর্য্যোধন ভেটিবে তোমায়।

শ্রীকৃষ্ণ। রাজা সুযোধন ! বুঝিলাম এতদিনে,
দাঁড়াইছে মহাকাল শিয়রে তোমার,
নির্ব্বংশ হইবে তুমি উঠিছে লক্ষণ।
ডুবে' যা'বে কুরুকুল সুধু তব পাপে,
ক্ষীণ পতঙ্গের প্রায় সমর অনলে,
মহাকুল কুরুকুল হ'বে ভস্ম রাশি,
জ্ব'লে যা'বে ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্ম খাণ্ডব,
শেষ হ'বে সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ !
হলপাণি প্রিয় শিষ্য রাজা দুর্যোধন,
কুরুকুল হিতাকাঙ্খী কৃষ্ণ, বলরাম,
হলধর আদেশেতে এসেছিনু আমি,
সামঞ্জস্য করিবারে কৌরব পাণ্ডবে,
বাঁচা'তে ক্ষত্রিয় কুলে, বাঁচা'তে কৌরবে,
রক্ষিতে অনন্ত শান্তি ক্ষত্রিয় জগতে।
বুঝিলাম এত দিনে ব্যর্থ সে সাধনা,
গত জীব তুমি রাজা, আয়ু শেষ তব,

দংশিছে উদয় কাল শিরেতে তোমার,
রক্ষিতে অশক্ত তোমা আপনি শঙ্কর ;
চলিলাম দ্বারাবতী ব্যর্থশ্রম আমি,
ঘটুক যা' আছে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডুকুলে
মৃত্যুকালে রোগী কভু ঔষধ না খায়,
সেই দশা আজ তব রাজা দুর্য্যোধন !

দুর্য্যোধন। ভেবেছ পালাবে তুমি কুচক্রী কুটিল,
পূর্ণ নাহি হ'বে কৃষ্ণ সে আশা তোমার ;
ব্যর্থশ্রম বনমালি ! ব্যর্থ আকিঞ্চন।
নহে এই বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা.
অনূঢ়া গোপীর সনে নহে কাম খেলা,
রাসলীলা নহে এই ব্রজবালা সনে,
গোপ গৃহে ননী চুরী নহে কালাচাঁদ !
বস্ত্র চুরি, জলে স্থলে লাম্পট্য তোমার।
আসিয়াছ কুরু পুরে ভুলো'না কেশব !
বাক্যালাপ করিতেছ দুর্য্যোধন সনে ;
অঙ্গপতি ! বাসুদেবে করহ বন্ধন,
কেড়ে লও সুদর্শন, কেড়ে লও বাঁশী,
রাখ কুরু কারাগারে প্রহরী বেষ্টিয়া,
যত দিন নাহি হয় অদৃষ্ট পরীক্ষা,
কুরুক্ষেত্র মহারণে কুরু পাণ্ডবের।

শ্রীকৃষ্ণ। রাজা দুর্য্যোধন ! বান্ধিবে কেশবে তুমি,

বান্ধ যদি শক্তি থাকে তব ; কাট শির,
কৌরব কৃপাণ যদি এত তীক্ষ্ণ রাজা !
ভেবে'ছ কি কুরুপতি ! নিরস্ত্র কেশব,
অসহায় বাসুদেব কৌরব পুরীতে ;
এ মুহূর্ত্তে ডুবাইব কৌরব নগর,
সুদর্শনে খণ্ড খণ্ড করিব হস্তিনা,
ভুলে'ছ কি দুর্য্যোধন ! লক্ষণা হরণ ?
সেই অভিনয় পুন হবে অভিনিত।
কুরুক্ষেত্র বহুদূর নীতি নিয়ন্তার,
মজা'বে কৌরব কুল আজই কেশব ;
ভুজঙ্গের পুচ্ছে রাজা করো'না আঘাত।

কর্ণ। স্তব্ধ হও যাদবেন্দ্র ! ছাড় বাচালতা,
বন্দী তুমি কুরুপুরে কুরুপতি করে ;
অস্ত্র ত্যাগ কর কৃষ্ণ ! সুদর্শন তব,
রাখ তুমি যদুনাথ ! কুরুনাথ পদে,
কুরুরাজ পদরজ ধর হরি শিরে।
আদেশ আমার যদি না কর পালন.
নিরস্ত্র করিব তোমা শোন বাসুদেব !
কেড়ে ল'ব চক্র তব, কেড়ে ল'ব বাঁশী,
চূর্ণ করে' ফেলে' দেব ধড়া চূড়া তব।

বিদুর। সংবর সংবর মূঢ় সূতের নন্দন !
কি করি'ছ দুর্য্যোধন ! কুরু কুলাঙ্গার,

অন্ধ তুমি, পার নাই চিনিতে কেশবে,
এখনও ক্ষান্ত হও, থাকিতে সময়,
মহাকুল কুরুকুল করো'না নির্ম্মূল।

দুর্যোধন। কাপুরুষ ভিক্ষাজীবী ব্যাসের নন্দন!
কিবা প্রয়োজন তব রাজ সভা মাঝে?
সরে' যাও কোন কথা চাহিনা শুনিতে।
অঙ্গপতি! পিতৃব্যেরে করহ বিদায়,
কুরুপুরে কৃষ্ণ ভক্ত ভণ্ড দাসী সুত,
কৌরবের গুপ্ত শত্রু ভুজঙ্গ বিদুর,
জারজ ব্যাসের পুত্র ভণ্ড দুরাচার।
কৃষ্ণ ভক্ত নহে কভু কুরুকুল পতি,
দুর্যোধন নাহি শুনে হিতবাণী কা'র।

কর্ণ। সরে, যাও খুল্লতাত! করো'না অপেক্ষা
হেথা তুমি। রাজ আজ্ঞা করিব পালন,
বান্ধিব কেশবে আমি সুদৃঢ় শৃঙ্খলে।

বিদুর। কুলাঙ্গার গণ! মজাইবে কুরুকুল,
নির্ব্বংশ হইবে তা'র উঠে'ছে লক্ষণ,
স্বহস্তে করি'চ পান মহা হলাহল,
ডুবিতেছ মহাপাপে মহা পাপীদ্বয়।
অকৃতজ্ঞ, নরপশু তুমি বৈকর্ত্তন!
অতিথির বেশে পশি কৌরবের গৃহে,
ডুবাইছ মহাপাপে মহাকুরু কুল,

জ্বালাইছ দাবানল রম্য উপবনে,
কাটিতেছ মূল তুমি আশ্রয় তরুর,
করিতেছ বিষ দান দুগ্ধ বিনিময়ে,
কৃতঘ্ন, চণ্ডাল তুমি বিশ্বাস ঘাতক।
ভাল বেসে দুর্য্যোধনে নিতেছ টানিয়া,
মহা নরকের পথে তুমি দুরাচার,
বন্ধুকে দিতেছ তুমি কালকূট বিষ;
আমন্ত্রিছ মহাকালে কৌরব নগরে।
পাপের পাবক শিখা পাপী দুর্য্যোধন,
তুমি সূত পুত্র তাহে' পাপ প্রভঞ্জন।
কেশব! করুণা সিন্ধু ভবভয় হারি!
সকলি তোমার লীলা ওহে লীলাময়!
দয়া কর দুর্য্যোধনে হে মধুসূধন!
দাও তা'রে ধর্ম্মে মতি দেবকী নন্দন!
মহাপাপে ডুবিতেছে মহা কুরুকুল,
রক্ষা কর কুরুকুল ওহে বিশ্বম্ভর!
রক্ষা কর হে শ্রীপতি কৌরব অধিপে,
দয়াময়! কর দয়া কৌরবের প্রতি,
ক্ষমাময়! কর ক্ষমা রাজা দুর্য্যোধনে।

শ্রীকৃষ্ণ। কুরুকুল রত্ন শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক বিদুর!
কুরু পাণ্ডবের আমি হিতাকাঙ্খী সদা,
এসেছিনু সামঞ্জস্য করিতে দোঁহায়,

নিবারিতে নরমেধ কুরুক্ষেত্র রণে ;
অকারণ দুর্য্যোধন বান্ধে যদি মোরে,
অবিচারে করে কিংবা প্রাণ দণ্ড আজ,
কোন দুঃখ নাই তা'হে শোন হে বিদুর !
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি কুরু ভবিষ্যৎ,
নাচি'ছে অদৃষ্ট দেবী নির্ম্মম হৃদয়,
কৌরবের রাজ লক্ষ্মী হয়ে'ছে চঞ্চলা,
কুরুবংশ ধ্বংস হ'বে দুর্য্যোধন পাপে,
জ্বলে' যা'বে শরানলে অধর্ম্ম খাণ্ডব,
কৌরবের ধ্রুব মৃত্যু অতি সন্নিকট।
আমার রক্তেতে যদি হয় প্রতীকার,
বাঁচে যদি কুরুকুল কৃষ্ণের শোণিতে,
কুরু হিতে আত্মবলি দিবে বাসুদেব,
লও তীক্ষ্ণ তরবারি রাজা দুর্য্যোধন !
কৃষ্ণের রক্তেতে সব দাও ভাসাইয়া।

ব্যাস। ক্ষান্ত হও দুর্য্যোধন ! সংবর রাধেয় !
ছেড়ে দাও পঞ্চ গ্রাম, করো'না বিরোধ,
এখনো সময় আছে, রাখ মোর কথা,
বাঁচাও কৌরব কুল, বাঁচাও আপনা।

দুর্য্যোধন। যজ্ঞ ব্যবসায়ী ঋষি ! কাপুরুষ তুমি,
বনবাসি, ভিক্ষাজীবী পরাশর সুত !
রাজনীতি ক্ষেত্রে তব কিবা প্রয়োজন ?

নাহি শোনে দুর্য্যোধন হিতবাণী কা'র,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রণ কি বুঝিবে তুমি ?
রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের, নহে তপোবন ;
বান্ধ কর্ণ ! বাসুদেবে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে ।

বিদুর । পিতৃদেব, পিতৃদেব ! রক্ষা কর তুমি,
আপনার কুল ঋষি ! মহাপাপ হ'তে,
অনন্ত নিরয়গামী হ'ল দুর্য্যোধন,
ডুবে গেল কুরুরাজ্য কুরু সিংহাসন,
মহা কুরুকুলে হ'ল যবনিকা পাত ।

ব্যাস । কুরুকুলরত্নোত্তম ধার্ম্মিক বিদুর !
কৌরবের ভবিষ্যৎ করেছি বিচার,
যেই দিন ধৃতরাষ্ট্র লভেছে জনম ;
ডুবে' যাবে কুরুকুল ধৃতরাষ্ট্র পাপে'
কর্ণ দুর্য্যোধন তা'য় হইবে সহায় ।
দেখিয়াছি যোগ বলে শোন পুত্র তুমি,
কৌরবের আয়ুঃ শেষ, শেষ তা'র দিন,
পাপের সাকার মূর্ত্তি অন্ধ দুর্য্যোধন,
ডুবাইবে কুরুকুল কুরুক্ষেত্র রণে,
কৌরবের বাহুরূপে পাপী বৈকর্ত্তন,
হইবে সহায় তা'র অঙ্গ অধিপতি ।
দুষ্টেরে করিয়ে নষ্ট পালিতে শিষ্টেরে,
নররূপী নারায়ণ দেবকী নন্দন,
লাঞ্ছিত কৌরব করে জগতের পতি ।

সকলি তোমার চক্র, চক্রধর হরি !
নবরূপি, মররূপি, বহুরূপি তুমি !
বঞ্চাইছ প্রপঞ্চেতে এবিশ্ব সংসার।

পরিচয়।

কৌরবের অন্যতম সেনাপতি অঙ্গপতি মহারথী দাতাকর্ণ কুন্তীর উদরজাত, পাণ্ডব ভ্রাতৃত্রয়ের সহোদর একথা মহাভারতজ্ঞ হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। কৌরব পাণ্ডব এমন কি দাতাকর্ণ নিজে পর্য্যন্ত নিজেকে সূতপুত্র বলিয়া জানিতেন। কর্ণ করে পাণ্ডব প্রাণ সঙ্কটাপন্ন জানিয়া কুরুক্ষেত্র মহা সমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাণ্ডব জননী কুন্তী দেবী কর্ণের শিবিরে গমন করিয়া নিজ পুত্রকে পরিচয় প্রদান করেন ও কর্ণের নিকট পঞ্চ পাণ্ডবের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লন। কুন্তী ও কর্ণের পরিচয় এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা গেল। এই পরিচয় সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও সমালোচকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে; আমি অমর কবি গিরীশচন্দ্রের সুরে সুর মিলাইয়াছি।

কুন্তী। আশীর্ব্বাদ করে কর্ণ ! প্রসূতি তোমার।

কর্ণ। প্রসূতি আমার ?

কুন্তী। প্রসূতি তোমার।

কর্ণ। প্রসূতি আমার ? কে ?

কুন্তী। কুরুকুল বধূ কুন্তী, ভোজরাজ সুতা,
পাণ্ডুর গৃহিণী কর্ণ ! প্রসূতি তোমার।

কর্ণ। কে তুমি ? দেবি কি মানবি ? কিংবা মায়াবি
পিশাচি কে ? এ ঘোর নিশা কালে, কোন
প্রয়োজনে আসিয়াছ কর্ণের শিবিরে ?
কেন এই প্রবঞ্চনা ? কেন এ ছলনা ?
ভোজ সুতা কুন্তী তুমি ? কিংবা মায়ারূপে,
আসিয়াছ মায়াবিনী পিশাচিনী কেহ ?
নিদ্রা কিবা জাগরণ পারিনা বুঝিতে,
অপূর্ব্ব স্বপন কিবা চিন্তার অতীত,
কল্পনা অতীত এ রহস্য মনোহর,
অচিন্ত্য স্বপন এই স্বপ্নের অতীত।
কোন অপরাধে কর্ণ অপরাধী পদে,
কেন কর প্রবঞ্চনা, কেন এ ছলনা ?
রণক্ষেত্র যাত্রী আমি দেহ পরিচয়,
কেবা তুমি, আসিয়াছ কোন প্রয়োজনে,
কিবা তব অভিপ্রায় কহ ব্যক্ত করি।

কুন্তী। এ ন'হে ছলনা পুত্র ! নহে প্রবঞ্চনা,

দাঁড়া'য়ে সম্মুখে দেখ জননী তোমার,
ভোজের নন্দিনী কুন্তী পাণ্ডুর গৃহিণী,
রত্নগর্ভা, বীর প্রসবিনী, গর্ভে ধরে'
রথীশ্রেষ্ঠ দাতা কর্ণে, ক্ষত্রিয় গৌরব,
দুর্ব্বার সমরে কর্ণ অঙ্গ অধিপতি।

কর্ণ। কেন প্রবঞ্চিছ দাসে, ভোজের নন্দিনি!
বীর মাতা, বিশ্বপূজ্যা পাণ্ডব জননি?
ভারতের মহাকুল কুরুকুল বধূ,
এ ন'হে কর্ত্তব্য তব। কেন এ ছলনা?

কুন্তী। ক্ষত্রিয়ের চূড়া পুত্র কর্ণ! মহারথি,
জননীর প্রতি কেন এ সন্দেহ তব?
অবিশ্বাস করিওনা আপন মায়েরে,
ভোজ সুতা শেখে নাই ছলনা কখন,
পাণ্ডুর গৃহিণী কুন্তী মিথ্যা নাহি জানে,
প্রবঞ্চনা নাহি জানে কুরুকুল বধূ,
না'হি জানে চতুরতা কর্ণের প্রসূতি।
মিথ্যা না'হি জানে যুধিষ্ঠিরের জননী,
বঞ্চনা জানেনা কভু ধনঞ্জয় মাতা,
বৃকোদর প্রসবিত্রী জানেনা ছলনা,
প্রবঞ্চনা নাহি জানে ব্যাস পুত্রবধূ,
বিদুরের ভ্রাতৃবধূ অধর্ম্ম না জানে,
পারেনা ছলিতে পুত্র! প্রসূতি সন্তানে,

পারেনা বঞ্চিতে মাতা নিজ তনয়েরে,
তুমিয়ত পুত্রবান পুত্র ! মহারথি !
জাননা কি অপত্যের পবিত্র বন্ধন ?
জাননা কি কর্ণ ! তুমি সন্তানের মায়া,
দাঁড়ায়ে সম্মুখে দেখ প্রসূতি তোমার।

কর্ণ। বীরমাতা ! কেন পাত মায়াজাল ? কোন
প্রয়োজনে, আসিয়াছ পাণ্ডব জননি ?
কি তব প্রার্থনা দেবি ! সূত পুত্র পাশে,
কিবা তব আকিঞ্চন কহ ব্যক্ত করি।

কুন্তী। রত্নগর্ভা ভোজসুতা কর্ণের জননী,
আসিয়াছে দেখিবারে বীর পুত্রে তা'র,
আসিয়াছে আশীর্ব্বাদ করিতে কর্ণেরে,
আসিয়াছে জুড়াইতে তৃষিত পরাণ,
স্নেহ ভরে বক্ষে ধরে প্রথম সন্তানে।

কর্ণ। বীর মাতা ! সত্য যদি বচন তোমার,
ভেঙ্গে দাও এ কুহক ; উন্মোচন কর
যবনিকা, ছিন্ন কর ভ্রান্তি জাল, খোল
আবরণ, কহ দয়াময়ি ! কেবা তুমি,
কিবা কুজ্ঝটিকা আচ্ছন্ন রাখি'ছে তোমা,
কেবা আমি, কেন তুমি অজ্ঞাতা আমার।
কেন প্রহেলিকাময় আমার জীবন,
কোন নিয়তির বশে, অদৃষ্টের কিবা

তাড়নায়, দূর দূর জননী সন্তান।
কেন কর্ণ সূত গৃহে লালিত বৰ্দ্ধিত,
কেন কোকিলের শিশু বায়সের নীড়ে,
কেন ভোজবালা, করে নাই দুগ্ধ দান
লয় নাই কোলে, প্রথম সন্তানে তা'র;
কোন পাপে মহারথী অঙ্গদেশ পতি,
সূত পুত্র এই কথা বিদিত জগতে।
পাণ্ডব জননি! করিও না প্রবঞ্চনা,
রাখিওনা অন্ধকারে অঙ্গেশ্বরে আর,
দেহ সত্য পরিচয় কে তুমি কে আমি।

কুন্তী। করহ বিশ্বাস পুত্র! জননী তোমার,
নাহি জানে মিথ্যা নাহি জানে প্রবঞ্চনা।
ক্ষত্র কুল চূড়া বীর অঙ্গ অধিপতি,
দুর্ব্বাসার মন্ত্রপুত্র পুত্র সবিতার,
ধরে ছিল গর্ভে তোমা এই হতভাগী।
কুন্তীর কানীন পুত্র দাতা কর্ণ তুমি,
কুমারী জননী তব লোক লজ্জা ভয়ে
করে'ছিল তোমা পুত্র সলিলে ক্ষেপন।
মৃত পাত্রে ভাসাইয়া আপন সন্তানে,
কন্যা কালে ভোজ সুতা রাক্ষসী আচারে,
অকলঙ্ক রেখে ছিল নিজ পিতৃকুল,
অক্ষত রাখিয়া ছিল নিজ পবিত্রতা।

নহ তুমি সূত সুত, সুত ক্ষত্রিয়ের,
অধিরথ ন'হে পিতা, মাতা ন'হে রাধা।
দেব শিশু তুমি পুত্র! জন্ম ঋষি বরে,
পিতা তব প্রভাকর দেব অংশুমালী,
পাণ্ডুর গৃহিণী কুন্তী জননী তোমার,
দুঃখিনীর পঞ্চ শিশু সহোদর তব।
অভাগীর অনুরোধে, দুর্ব্বাসা আজ্ঞায়,
করে'ছে পালন তোমা ব্যাধ অধিরথ,
পুত্র স্নেহে পালিয়াছে দয়াবতী রাধা,
জননী তোমার পুত্র! না হয় কুলটা,
না'হি জানে মিথ্যা নাহি জানে প্রবঞ্চনা।

কর্ণ। স্বপ্নময় এ জীবন হইতেছে জ্ঞান,
কতই দেখে'ছি স্বপ্ন, দেখিতেছি কত,
অনিদ্রায় দেখিতেছি কত বিভীষিকা,
কি স্বপ্ন পাণ্ডব মাতা! এলে দেখাইতে।

কুন্তী। এন'হে স্বপন পুত্র, নহে ইন্দ্রজাল,
এক বর্ণ মিথ্যা নয় উক্তির আমার;
দেখহ আপন দেহে ধমনী ভিতর,
বহি'ছে কুন্তীর রক্ত, রক্ত সবিতার।
লও বীর পুত্র। তব শাণিত কৃপাণ,
বজ্র হাতে চিরে ফেল বক্ষ জননীর,
করহ বাহির তা'র রক্ত মাখা প্রাণ,

দেখ তাঁহে স্মৃতি তব অঙ্গ অধিপতি।
মরমের মর্ম্মস্থলে সুগুপ্ত প্রদেশে,
হাসিছে দেখহ তব শিশু মুখ খান ;
হৃদয়ের পরতে পরতে দেখ নিজ
প্রতিবিম্ব, প্রতি দীর্ঘশ্বাসে, দেখ কিবা
প্রাণের উচ্ছ্বাস সদা কর্ণ কর্ণ বলি,
প্রতি অশ্রু বিন্দু মাখা স্মৃতিতে কর্ণের ।
দেখহ কুন্তীর প্রাণ শুষ্ক মরুময়,
বিনা এক কর্ণ তা'র প্রথম সন্তান ;
দেখহ কুন্তীর ভুজ বুক ছিড়ে তা'র,
হ'তেছে ধাবিত কর্ণে দিতে আলিঙ্গন ;
কুন্তীর বদন হইতেছে অগ্রসর,
বুকে তুলে' পুত্রে তা'র করিতে চুম্বন।
কুরু পিতা ভীষ্মদেব, ভগবান ব্যাস,
যদুপতি বাসুদেব, মহর্ষি দুর্ব্বাসা,
জ্ঞাত আছে এ রহস্য, বীর অঙ্গপতি,
কুন্তীর গরভজাত দৌহিত্র ভোজের।
জননী তোমার! পারে নাই করিবারে,
কন্যা কালে উন্মোচন এই যবনিকা ;
যৌবনেতে স্বামী ভয়ে করে'নি প্রকাশ।
বুকে লয়ে' মাতৃ প্রাণ ভোজের নন্দিনী,
জ্বলিয়াছে, পুড়িয়াছে বিরহে কর্ণের,

নিরঞ্জনে করিয়াছে তপ্ত অশ্রু পাত,
লুকা'য়ে কেঁদেছে কত প্রাণের ব্যথায় ;
আসিয়াছে আজ পুত্র ! অপরাহ্ন বেলা,
ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা নিবারিতে তা'র,
স্নেহ ভরে বক্ষে ধরে' আপন সন্তানে,
বালিকা কুন্তীর কোলে শিশু কর্ণ যেন।
মনে পড়ে সেই দিন অস্ত্র পরীক্ষায়,
কৌরব সভায় সেই রঙ্গ মঞ্চ পরে,
ধনঞ্জয় সনে দেখি বিরোধ তোমার,
মহারুষ্ট দেখি গদাপাণি বৃকোদরে,
মুর্চ্ছিতা হইয়াছিল জননী তোমার ;
পারে নাই দেখিবারে মায়ের পরাণ,
সন্তানে সন্তানে দ্বন্দ্ব,পুত্রে পুত্রে রণ।
দেখি অভাগীর দশা গঙ্গার নন্দন,
সভা ভঙ্গ করেছিলা কুরুকুল পিতা,
নিবারিতে বৃকোদরে নিবারিতে তোমা ;
ভারত বিদিত রথী অঙ্গদেশ পতি,
কুন্তীর প্রথম পুত্র, দেবের ঔরস।

কর্ণ। (স্বগত) জননি ! জননি ! হায় পাষাণ প্রতিমা !
কি করিলে ? অস্ত্রহীন করিলে কর্ণেরে,
রাক্ষসিনি ! ভুজবল করিলে হরণ,
আবরিলে কর্ণ অসি স্নেহ আবরণে,

কেড়ে নিলে ধনুঃশর, তীক্ষ্ণতম বাণ,
দুর্জ্জয় কর্ণের ভুজ করিলে অসাড়,
হরিলে অসির ধার, একাগ্নির তেজ,
কোষবদ্ধ হ'ল আজ কর্ণের কৃপাণ।
বুঝিলাম এতদিনে নিয়তি আমার,
নিশ্চিৎ মরণ মোর ধনঞ্জয় করে,
ফুরা'ল কর্ণের লীলা, রণ অভিনয়,
মিটে গেল এতদিনে সাম্রাজ্য পিপাসা,
মিটে গেল রাজ্য আশা সুত নন্দনের।
হায় ভগবন! কুন্তীর তনয় কর্ণ,
যাহার কৌশলে কুন্তী, কুন্তী পুত্রগণ
ভুঞ্জি'ছে দুর্গতি এত; কুন্তীর তনয়
সেই পাপী, সহোদর পঞ্চ পাণ্ডবের।
যা'র ভয়ে কুন্তী আর কুন্তী পুত্রগণ,
প্রাণ ভয়ে নিরন্তর ভ্রমিতেছে বনে;
রাজ্যহীন, ধনহীন, আশ্রয় বিহীন,
যাহার কৌশলে হায় ভ্রাতা পঞ্চজন,
বন হ'তে ভ্রমিতেছে বনান্তরে সদা।
হা বিধাতঃ নিরাশ্রয়া কর্ণের জননী,
বনবাসী, ভিক্ষাজীবী কর্ণের সোদর।
বুঝিলাম এত দিনে সূত নন্দনের,
কেন এত ভুজবল, কেন রাজ্য আশা,

কেন তা'র এ জীগীষা পিপাসা দারুণ,
ভারতের সিংহাসন আকাঙ্খা তাহার।

কুন্তী। ভুবন বিদিত পুত্র! দাতা কর্ণ! মোর,
ভিক্ষা হেতু আসিয়াছে জননী তোমার,
অনাথিনী বিধবারে করো'না নিরাশ।

কর্ণ। অকপটে কহ মাতা! কিবা আকিঞ্চন,
কিবা সাধ, কোন ইচ্ছা অতৃপ্ত তোমার;
কিবা ভিক্ষা চাহ তুমি কর্ণের জননি!
করহ আদেশ মাতা সন্তানে তোমার।
দিব রাজ্য, দিব ধন, দিব রাজ পাট,
বাহুবলে জিনে দেব আসমুদ্র ধরা,
কুবেরের ধনাগার করিব লুণ্ঠন,
অলকার ভাণ্ডার খুলিব ভুজবলে,
ভুজবলে রত্নাকর করিয়ে মন্থন,
প্রবাল কাঞ্চনরাজি অর্পিব তোমায়,
কিংবা যদি কর আজ্ঞা সন্তানে তোমার,
কাটিয়ে আপন শির প্রদানিবে পদে,
ত্যজিবনা অস্ত্র শুধু কুরুক্ষেত্র রণে,
বীর মাতা! ও আদেশ করো'না দাসেরে।
দিয়েছি প্রতিজ্ঞা আমি রাজা সুযোধনে,
করিব ভীষণ রণ জিনিব বসুধা;
রাজ চক্রবর্ত্তী হ'বে কৌরব অধিপ,

হস্তিনার পতি হ'বে ভারত ভূপতি।
সসাগরা ধরা গা'বে কৌরবের জয়,
প্রদানিবে রাজকর কৌরব ভাণ্ডারে ;
ভারত সাগরে যথা দান করে কর,
যমুনা, জাহ্নবী আদি যত গিরি সুতা।
ধরার ভূষণ হ'বে নগরী হস্তিনা,
ভয়ে ভীত ভারতীয় রাজন্য মণ্ডল,
রাখিবে মুকুট সব কুরুরাজ পদে,
কৌরবের বীরদাপে, অসির ঝঙ্কারে,
অদ্রিপতি, সিন্ধুপতি হইবে কম্পিত,
ভয়ে ভীতা ভাগীরথী বহিবেন ধীরে।

কুন্তী। অনাথিনী, ভিখারিণী জননী তোমার,
নাহি চায় রাজ্য ধন, না চায় বসুধা,
মণি, কাঞ্চনেতে তা'র নাই প্রয়োজন ;
ভিক্ষা চায় দুঃখিনীর পাঁচটি সন্তান,
ভিক্ষা চায় কুন্তী পঞ্চ পাণ্ডবের প্রাণ।
কিনা তুমি জান বাছা! চির অনাথিনী
বিধবা জননী তব করে'ছে পালন
কত দুঃখে, কত কষ্টে পঞ্চ শিশু তা'র ;
কি দুঃখেতে ভ্রমিয়াছে ভোজের নন্দিনী
বনে বনে বুকে করে শিশু পুত্র গণে।
কৌরবের ভয়ে সদা কুন্তী পুত্র গণ,

শুনিয়াছে নিরবধি শমনের ডাক,
দেখিয়াছে অনিবার মৃত্যু বিভীষিকা,
সহিয়াছে কত ঝড়, কত বা তুফান,
অত্যাচার, অবিচার, কত নির্য্যাতন।
সপত্নী মদ্রের সুতা সতী কুলেশ্বরী
ত্যজিয়াছে জীবন পতি শোকে ; সহমৃতা
হয়েছে পতির। বেঁচে আছে অভাগিনী
দেখি তা'র পুত্র পঞ্চ জনে ; পুত্র প্রাণা
ভোজের নন্দিনী। আমার জীবন কালে
অস্ত্রাঘাতে প্রাণ অন্ত হয় যদি কা'র,
দুঃখিনী জননী বাছা ! বাঁচিবেনা তোর।
একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরব বাহিনী,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ বিনা প্রতিদন্দ্বী কেহ,
নাই মোর পুত্রদের ; তাই ভিক্ষা চাই,
জননীরে ভিক্ষা দাও পাঁচটি পরাণ
দাতাকর্ণ ! দয়াকর সহোদর গণে।
জাগিতেছে সদা ভয়, সদা বিভীষিকা,
অমঙ্গল অশ্রুধারা আসিছে নয়নে,
দয়া কর, ক্ষমা কর জননীরে তব,
ভিক্ষা দাও কর্ণ ! পঞ্চ সহোদর প্রাণ।

কর্ণ। ভিষ্ম কিংবা দ্রোণ অস্ত্রে মরে যদি কেহ,
কি করিবে কহ কর্ণ কর্ণের জননি !

কুন্তি। কুরুপিতা ভীষ্মদেব শান্তনু তনয়,
কৌরব পাণ্ডব তুল্য নয়নে তাহার ;
সমধিক স্নেহবান তিনি, অভাগীর
পঞ্চ শিশু প্রতি ; ঘটাবেনা অমঙ্গল।
ধর্ম্ম বলে বলীয়ান পুত্রগণ মোর,
ভীষ্মদেব করিবেনা অধর্ম্ম কখন :
গঙ্গাসুত হরিবেনা দুঃখিনীর ধন,
ভাসাবেনা বিধবারে অকূল সাগরে।
অস্ত্রগুরু ভরদ্বাজ করুণ হৃদয়,
সরল অপক্ষপাতী সদা স্নেহবান,
নিবেনা কাড়িয়া কভু কাঙ্গালের ধন,
অভাগীর শেষ আশা, দরিদ্র কাঞ্চন,
জীবন সর্ব্বস্ব ধন ভোজ নন্দিনীর।
ডরি তব বাহুবলে, শাণিত কৃপাণে,
ডরি পুত্র! দেখি তব যুগজিহ্ব শর,
কালানল উদ্গীরণ এলাগ্নি কৃপাণে,
দেখি কর্ণ! হয় প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার।

কর্ণ। তথাস্তু জননি! পূর্ণ হ'ক ইচ্ছা তব,
অতি তুচ্ছ, ক্ষীণজীবী, পতঙ্গ দুর্ব্বল,
কর্ণ অস্ত্র যোগ্য নয় পুত্র তব চার,
প্রবৃত্তি না হয় মম পিপীলিকা নাশে,
প্রাণান্তক ক্ষুধাতেও মৃগেন্দ্র কেশরী,

ক্ষীণজীবী মুষিকেরে করেনা সংহার।
এক মাত্র ধনঞ্জয় প্রতিদ্বন্দ্বী মোর,
করিব ভীষণ রণ ফাল্গুনের সনে,
অদ্রিপতি সনে যোঝে ঝঞ্ঝাবায়ু যথা ;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রে কিংবা বাজে যথা রণ ;
অকর্ণ হইবে ধরা কুরুক্ষেত্র রণে,
কর্ণ অস্ত্রাঘাতে কিংবা মরিবে অর্জ্জুন,
পুত্র পঞ্চজন মাতা ! রহিবে তোমার।

কুন্তী। কর্ণ ! কর্ণ ! ক্ষমা কর জননীরে তোর,
ভুলে যা ভুলে যা বাছা ! ভ্রান্তি মুহূর্ত্তের,
পুত্র নয় পঞ্চ মোর পুত্র ষষ্ঠ জন।
পারিবেনা দেখিবারে বিধবা দুঃখিনী,
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সন্তানের, পুত্রে পুত্রে রণ ;
পারিবেনা সহিবারে ভোজের নন্দিনী,
ধনঞ্জয় কর্ণে এই বিরোধ ভীষণ ;
পারিবেনা সহিবারে বিধবার প্রাণ,
সন্তানের রক্তপাতে, সন্তান কৃপাণে।
কাটিবি স্বহস্তে তুই ! ধনঞ্জয় শির,
কিংবা তুই দিবি প্রাণ ফাল্গুনের করে,
এই যদি সঙ্কল্পরে তোর ! দাতাকর্ণ !
বজ্র হাতে কেটে ফেল জননীর শির,
ভৃগুরাম শিষ্য তুই জানুক সংসার,

লও বীর পুত্র তব শাণিত কৃপাণ,
আমূল বসায়ে দিয়ে বক্ষেতে কুন্তীর,
লঙ্ঘি' মৃত দেহ তা'র প্রলয়ের কাল,
প্রাণ ভরে কর গিয়ে ভ্রাতৃ রক্ত পান ;
নর রক্তে কর গিয়ে পৃথিবী প্লাবিত।

কর্ণ। নাহি ফেরে বাক্য মোর, ফিরে যাও মাতা !
করো'না প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট কর্ণকে তোমার,
করো'না নিরয়গামী আপন সন্তানে।
দিয়েছি প্রতিজ্ঞা আমি রাজা দুর্য্যোধনে,
একাগ্নিতে ঘুচাইব ধনঞ্জয় নাম ;
অথবা কর্ণের মুণ্ড লোটাবে ধরণী,
বিশ্ব ত্রাস গাণ্ডীবীর মৃতজিহ্ব শরে।
পারিবেনা অর্জ্জুনেরে বাঁচা'তে কেশব,
কিংবা তব নাই শক্তি রক্ষিতে আমায় ;
ঘুচে যা'বে ভারতের ইতিহাস হ'তে,
চির তরে কর্ণ কিংবা অর্জ্জুনের নাম ;
পুত্র পঞ্চজন মাতা রহিবে তোমার।
সেই দাতাকর্ণ আমি ভুলো'না জননি !
রক্ষিতে প্রতিজ্ঞা যেবা তুলে' ছিল অসি,
হাসি মুখে কেটে ছিল বৃষকেতু শির।

অভিশাপ।

প্রত্যক্ষ দর্শী সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করেন যে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অন্যতম কারণ কর্ণ ও দুর্ব্বাসা। কর্ণের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া দুর্যোধন এই নরমেধের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কর্ণ ও দুর্ব্বাসার কূট মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া করধৃত জড় পুত্তলিকা প্রায় কৌরব সভায় মহাপাপের অভিনয় করিয়া এই মহা দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। ভূভারহারী বাসুদেব কৌরব সভায় নির্য্যাতিত ও কুরু পাণ্ডবে সন্ধি সংস্থাপনে বিফল মনোরথ হইয়া কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও কর্ণের বাদানুবাদ এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঘটনা অনৈতিহাসিক, মহাভারত ভক্ত হিন্দুগণ ক্ষমা করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ। আর কেন অভিমান বীর অঙ্গপতি !
প্রাণে প্রাণে মিলে' যাও ভ্রাতৃগণ সনে ;
ধর্ম্মবন্ত, গুণবন্ত ধর্ম্মের তনয়,
হ'বে তব অনুগত রাজা যুধিষ্ঠির,
গদাপাণি ভীমসেন দ্বিতীয় পাণ্ডব,
ক্রীত কিঙ্করের মত সেবিবে তোমায়,
পদানত হ'বে তব পাণ্ডব পাঞ্চাল।
ভুবন বিজয়ী রথী কার্ত্তবীর্য্য সম,
লইয়া তোমায় বীর ! কপিধ্বজ রথে,
ত্রৈলক্য ভ্রমিবে পার্থ আদেশিলে তুমি।

পাণ্ডব চতুর্থ রথী ভুবন মোহন,
কন্দর্প জিনিয়া রূপ নকুল সুমতি,
সেবিবে চরণ তব মাদ্রির তনয়।
বিজ্ঞবান সহদেব কনিষ্ঠ পাণ্ডব,
যুধিষ্ঠির সভামন্ত্রী সর্ব্ব গুণাধার,
অশ্বিনী কুমার পুত্র নত হ'বে পদে।
হরিকুল, যদুকুল, ভোজ বৃষ্ণি আর,
সঙ্গে লয়ে বাসুদেব হ'বে পদানত,
পূজিবে চরণ তব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে সদা।
পুরোবাসী, পুরোনারী, কৌরব বনিতা,
সর্ব্বরত্ন সম্ভারেতে সর্ব্বৌষধি জলে,
ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষেক করিবে তোমায়।
সুবিমল কীর্ত্তি তব ছাইবে গগন,
গাহিবেক বন্দিগণ তব স্তুতি গান,
যশ তব রাষ্ট্র হ'বে দেশ দেশান্তরে,
অঙ্গ অধিপতি হ'বে সসাগরা পতি।
নত শির হ'বে সব রাজন্য মণ্ডল,
যোগাইবে রাজকর আসমুদ্র ধরা,
নত হ'বে পদে তব কৃষ্ণ, বলরাম,
গাণ্ডীব ও সুদর্শন হ'বে আজ্ঞাবহ।
এ ইন্দ্রত্ব, এ গৌরব অমর বাঞ্ছিত,
ইন্দ্রের দুর্লভ কর্ণ ঠেলিওনা পায়;

চেয়ে দেখ দাতাকর্ণ ! নহে দিন দূর,
প্রসন্না প্রসন্নময়ী ভাগ্য লক্ষ্মী তব,
ভারতের সিংহাসন শূন্য তব তরে।

কর্ণ। বাসুদেব ! ধ্রুব সত্য বচন তোমার,
মিলিলে পাণ্ডব সনে অঙ্গ অধিপতি,
ভারতের সিংহাসন করায়ত্ত তা'র।
মিলিলে পাবক সনে ভীম প্রভঞ্জন,
পোড়াইতে পারে বিশ্ব চক্ষের নিমিষে,
সমগ্র সাগর বারি পারেনা রোধিতে,
সম্মিলিত মহাশক্তি অগ্নি মরুতের।
পাণ্ডব বীর্য্যের সনে হইলে মিলিত,
দাতাকর্ণ ভুজবল ; গাণ্ডীবের সনে
হইলে মিলিত মোর একাগ্নি কৃপাণ,
কেহ নাই বসুধায় রোধিতে আমায় ;
কেহ নাই ভুজবল রোধিতে কর্ণের।
আসমুদ্র করগ্রাহী হ'বে অঙ্গপতি,
কাঁপিবে কর্ণের দাপে সসাগরা ধরা,
ভেদিবে কর্ণের কীর্ত্তি নীল নভোস্থল,
কর্ণের যশেতে ম্লান হ'বে রবি শশী,
রাধেয়ের সিংহনাদ অসির ঝঙ্কারে
আতঙ্কে উঠিবে কাঁপি মহী, সিন্ধু, ব্যোম
ভয়ে ভীত ভারতীয় রাজন্য মণ্ডল,

নত শির হ'বে সব পাণ্ডবের পদে,
বৈকর্ত্তন পদ রজ ধরিবে মাথায়।
সেই পথে আছে এক ঘোর অন্তরায়,
জাননা কি যদুপতি তুমি বাসুদেব!
কেন রাধেয়ের অসি কোষবদ্ধ আজ,
বিরত কৃপাণ কেন মৃত্যু বরষণে?
কুরুরাজ সুযোধন উপকারী মোর,
রাধেয়ের প্রাণ সখা কৌরব অধিপ,
কর্ণের আশ্রয় দাতা কুরুকুল পতি।
রাজা সুযোধন মোরে দিয়াছে আশ্রয়,
করিয়াছে দান মোরে রাজ্য সিংহাসন;
যা'র জন্য বৈকর্ত্তন অঙ্গ অধিপতি,
দয়াতে রাধেয় যা'র কৌরবের বাহু;
যা'র জন্য সূতপুত্র কুরু সেনাপতি,
ত্যজিব তাহারে আজ বিপত্তি সময়,
এ ন'হে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শোন হে কেশব!
উত্তাল তরঙ্গময় রণ পারাবারে,
জীবন মৃত্যুর এই মহা সন্ধি স্থলে,
ঘোর মেঘাচ্ছন্ন এই অমা নিশাকালে,
অসহায় ভাবে একা রেখে দুর্য্যোধনে;
কেশব! জাননা তুমি কত নিরাশ্রয়,
কত অসহায়, হতভাগ্য দুর্য্যোধন;

আপন বলিতে তার কেউ নাই ভবে,
কেহ নাহি দেখে তা'রে প্রীতির নয়নে।
ঘোর কৃতঘ্নতা এই, ঘৃণ্য চণ্ডালের,
ভীরু ফেরুদের যোগ্য এই আচরণ,
নহে বীর ধর্ম্ম কভু, ধর্ম্ম দেশবীর।

শ্রীকৃষ্ণ। বীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গপতি! উপকারী জন
হয় যদি পাপে রত, পাপ পথগামী,
ত্যাজ্য সেই শাস্ত্র বিধি মতে; কুষ্ঠব্যাধি
গ্রস্ত অঙ্গ ত্যাগ সদা করে বুধগণ,
রক্ষিতে সমস্ত দেহ ব্যাধি কোপ হ'তে।
বন্ধু যদি লিপ্ত হয় মহাপাপে কভু,
নিবারিব যথাসাধ্য করি প্রাণপণ,
না পারি রহিব দূরে ব্যথিত অন্তরে,
অথবা ধরিব অসি বিরুদ্ধে তাহার,
করিতে পাপের দণ্ড শোন অঙ্গপতি!
এই কৃতজ্ঞতা, এই ধর্ম্ম সনাতন,
এই প্রতি উপকার উপকারী প্রতি।
মহা পাপে প্রবর্ত্তিত দুষ্ট দুর্য্যোধন,
না করি পাপের দণ্ড হইবে সহায়,
এ নহে কর্ত্তব্য তব ক্ষত্রকুলোত্তম।
নিপীড়িত দেখ তব সহোদরগণ,
রাজ্যহীন, ধনহীন, আশ্রয় বিহীন,

বনে বনে কাঁদিতেছে বিধবা জননী।
চাও পুত্রগণ পানে অঙ্গ অধিপতি!
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রে দেখ একবার,
অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, ননীর পুতুল,
যেতেছে গলিয়া কর্ণ! সংসার আতপে,
শীর্ণ দেহ, জীর্ণ বাস কুরুকুল শিশু।
দেখ তব ভ্রাতৃ বধূ দ্রুপদ বালায়,
লাঞ্ছিতা কৌরব করে সম্মুখে তোমার;
নর পশু দুঃশাসন ক্ষত্রকুল গ্লানি,
রাজ সভা মাঝে গুরু জনের সম্মুখে,
করিতে বিবস্ত্রা তা'রে করে'ছে প্রয়াস,
করিয়াছে পাঞ্চালীর কেশ আকর্ষণ,
পাপের সাকার মূর্ত্তি পাপী দুর্যোধন,
রজস্বলা সৈরিন্ধ্রীরে দেখাইতে উরু,
করিয়াছে নির্য্যাতন তব ভ্রাতৃবধূ।
দেখে'ছ স্বচক্ষে তুমি সে তাণ্ডব লীলা,
কৌরবের নারকীয় সেই অভিনয়,
পৈশাচিক অট্ট হাসি মহা পাপীদের,
এখনো সহায় হ'বে দাতা কর্ণ! তুমি?
দুর্য্যোধন প্রতি এই নহে ভালবাসা,
প্রতি উপকার নয় উপকারী প্রতি,
প্রেম নয় হলাহল, কালকূট বিষ,

স্বহস্তে দিতেছ তুমি বন্ধুকে তোমার ;
আকর্ষিছ দুর্য্যোধনে মরণের পথে,
ডুবাইছ মহা পাপে মহা কুরুকুল ;
জ্বালাইছ দাবানল রম্য উপবনে,
আমন্ত্রিছ মহাকালে কৌরব নগরে।
এখনো সময় আছে ফের অঙ্গপতি !
রক্ষা কর নিজ কুল স্বজন বান্ধবে,
রক্ষা কর চন্দ্র বংশ, বিধু বংশধর !
ডুবা'ওনা ধার্ত্তরাষ্ট্রে পাপ পারাবারে,
কৌরবের ভবিষ্যৎ করোনা আন্ধার ;
করিওনা ছায়াময় ভাগ্য ভারতের।

কর্ণ। বাসুদেব ! ক্ষত্রিয়ের মাতা পিতা কেবা,
কেবা তা'র আত্ম পর, স্বজন, বান্ধব,
কেবা পুত্র, কেবা মিত্র, শত্রু কেবা তা'র।
ক্ষত্রিয়ের মহা ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা পালন,
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আশ্রিতে রক্ষণ
ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব মনুষ্যত্ব তা'র
মানবের মনুষ্যত্ব চরিতার্থতায়,
কৃতজ্ঞতা মহাপুণ্য, কৃতঘ্নতা পাপ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পূণ্য জানিনা কেশব !
উপকারী দুর্য্যোধন এই মাত্র জানি,
অন্নদাতা কুরুপতি এই মাত্র মানি।

পাপী হ'ক, তাপী হ'ক, হ'ক অধার্ম্মিক,
হউক ব্রাহ্মণ, শূদ্র অথবা চণ্ডাল,
মানব, দানব হ'ক, হউক পিশাচ,
অত্যাচারী, অনাচারী, হ'ক পরদারী,
হ'ক সেই নরপশু অথবা ঘাতক,
হ'ক সেই প্রাণ হীন নির্জীব পাষাণ ;
ব্রহ্মহন্তা, গুরুহন্তা, হ'ক দুরাচার,
ভ্রাতৃ দ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাস ঘাতক,
রাজদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী হ'ক সেই জন,
হ'ক সেই কলুষিত নরকের কীট,
বন্ধু যেই বুকে তা'রে রাখি অনুক্ষণ ;
শত্রুর শিরেতে মারি সোজা খড়গাঘাত।
নাহি চাই রাজ্য ধন, বিভব বিষয়,
ভারতের সিংহাসন কি ছার কেশব !
পৃথিবীর সিংহাসন নহে কাম্য মোর,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পারি দলিতে চরণে।
নাহি চাই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সহোদর,
দারা, সুত, পরিবার, স্বজন বান্ধব ;
নাহি চাই যশ মান, কীর্ত্তি, অমরতা,
না চাই বৈকুণ্ঠ আমি চাই না কৈলাস,
চাই না অমরাবতী, অমর সম্পদ,
মুক্তি আমি নাহি চাই পরপারে কভু,

আশ্রয় দাতারে ত্যজি সঙ্কট সময়ে ;
বিপত্তি সময়ে ত্যাগ করি দুর্য্যোধনে।
আদেশ আমায় যদি করে কুরুপতি,
হানিব আপন অসি আপনার শিরে ;
কাটি এই শির দিব কুরুরাজ করে,
সৌহৃদ্যের বিনিময়ে প্রীতি-উপহার।

শ্রীকৃষ্ণ। অঙ্গপতি! একবার জ্ঞানের নয়নে,
ভারতের চারিদিক কর নিরীক্ষণ,
ভারতের ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্ট আকাশে,
দেখ কিবা কাল মেঘ হয়ে'ছে সঞ্চার,
অধর্ম্মের ঘনঘটা দেখ কি ভীষণ।
আসিবে প্রলয় ঝড়, ভীম দুর্নিবার,
হ'রে ঘোর ভূমিকম্প, প্রলয় হুঙ্কার,
বজ্রপাত, উল্কাপাত, অগ্নি বরষণ।
কৌরবের লোভ হ'তে বাঁচাতে বসুধা,
বাজিবে সমর ভেরী জুড়িয়া ভারত,
জ্বলিবে সমরানল, বাড়ব অনল,
পুড়ে যা'বে ক্ষত্রকুল, অধর্ম্ম খাণ্ডব ;
পতঙ্গ পাল মত সব দেখ অঙ্গেশ্বর!
মিলি'ছে বীরেন্দ্র বৃন্দ হস্তিনা নগরে।
নরহত্যা মহা পাপ করিতে নিবার,
নিবারিতে ক্ষত্র মেধ কুরুক্ষেত্র রণে,

রক্ষিতে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষত্রিয় জগৎ,
সন্ধির প্রস্তাব লয়ে গিয়াছিনু আমি,
পাণ্ডবের দূত রূপে কৌরব সভায় ;
ভেবেছিনু সামঞ্জস্য করিব দোঁহায়,
জ্ঞাতি হত্যা পাপ হ'তে বাঁচাব পাণ্ডবে।
বিশাল কৌরব রাজ্য ; ন্যায় মত তা'র,
অর্দ্ধ পাণ্ডবের। চাহে নাই অংশ তা'রা,
ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতা পঞ্চ তরে,
চাহিয়াছে ভিক্ষা মাত্র পঞ্চ খানি গ্রাম।
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী"
শুনেছ লোভীর সেই প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
চির দিন হিতাকাঙ্ক্ষী আমি কৌরবের,
সভা মধ্যে কহিলাম হিত যে বচন,
নিবৃত্ত হইতে এই জ্ঞাতি বিরোধেতে ;
অকারণ নির্যাতন করিল আমায়,
বান্ধিল কৌরব পতি সুদৃঢ় শৃঙ্খলে,
কহিল মহর্ষি ব্যাসে কর্কশ বচন,
রূঢ় আচরণ কৈ'ল বিদুরের সনে,
কুরুপিতা ভীষ্ম দেবে কৈ'ল অপমান,
না শুনিল জ্ঞান বৃদ্ধ দ্রোণের বচন,
কহ কর্ণ ! যুদ্ধ বিনা কি আছে উপায় ?
বুঝিলাম এতদিনে অনিবার্য্য রণ,

করিবে ভারতভাগ্য চির ছায়াময়।
কৌরবের ভুজ তুমি অঙ্গ অধিপতি !
তুমি যদি না হও সহায় ; হইবেনা
দুর্য্যোধন এই পাপে রত। কুরুক্ষেত্র
ডুবিবেনা, ক্ষত্রিয়ের শোণিত সাগরে।
ভারত সমর হ'বে ক্রীড়া হাস্যকর,
উত্তর গোগৃহে সেই গোধন হরণ।
ভীষ্ম, দ্রোণ, উভয়ের স্নেহশ্লথ কর,
কৌরব পাণ্ডব তুল্য তা'দের নয়নে ;
মদ্রপতি, সিন্ধুপতি, কুটুম্ব উভয়,
হইবে নিরস্ত দোঁহে দেখিলে সঙ্কট ;
মহারথী বৃহদ্বল, ভগদত্ত বীর,
দিবেনা কখনো রক্ত কৌরবের তরে ;
কুরু পাণ্ডবের গুরু কৃপাচার্য্য রথী,
লিপ্ত নাহি হ'বে কর্ণ ! এই পাপে কভু ;
চাটুকর সভাসদ গান্ধার নন্দন,
কৌরবের হিতাকাঙ্ক্ষী নহে কোন দিন,
ধরিবেনা অস্ত্র দ্রৌণি, যতক্ষণ দ্রোণ,
নাহি হন সেনাপতি কুরুক্ষেত্র রণে ;
ভালরূপে জানে তাহা রাজা দুর্য্যোধন।
নির্ভর করিয়ে শুধু বাহু বলে তব,
হইতেছে কুরুপতি রণে অগ্রসর ;

কৌরবের বাহু তুমি অঙ্গদেশ পতি !
দুর্য্যোধন ভুজ বল দাতা কর্ণ ! তুমি।
রাখ মোর অনুরোধ বীরেন্দ্র কেশির !
করিওনা আত্মঘাতী ক্ষত্রিয় জগৎ,
নির্ম্মূল করো'না তুমি মহা কুরু কুল।
ভ্রাতৃরক্তে, জ্ঞাতিরক্তে, জাতিরক্তে আর,
করিওনা দাতাকর্ণ ! কলঙ্কিত কর ;
ভাসাওনা জননীরে শোক সিন্ধু নীরে,
পুত্র গণে করো'না অনাথ অঙ্গপতি !
পূরিওনা হাহাকারে আপন আবাস।
কন্যাগণে, ভগ্নীগণে, পত্নীগণে আর,
পরাওনা হে বীরেন্দ্র ! বৈধব্যের ফাঁস ;
কৌরব, পাণ্ডব, রক্তে, রক্তে পাঞ্চালের,
করো'না রঞ্জিত তুমি সোনার ভারত।
রাখ মোর অনুরোধ ; দাতাকর্ণ ! তুমি,
ভারতের সিংহাসন ঠেলিওনা পায়,
অঙ্গপতি ! এ ইন্দ্রত্ব করিওনা ত্যাগ,
দলিওনা চরণেতে ভাগ্য লক্ষ্মী তব,
ভেঙ্গো'না মঙ্গলঘট করি পদাঘাত।

কর্ণ। কুটিল, কুচক্রী, তুমি খল চূড়ামণি !
খেলি'ছ নিষ্ঠুর খেলা নিষ্ঠুর পাষাণ !
সকলি তোমার চক্র ওহে চক্রধর !

সকলি তোমার লীলা লীলাময় তুমি।
জগত ছলি'ছ তুমি হে ছলনাময়!
কর্ণকেও চাহ কি ছলিতে? ভেবে'ছ কি
অন্ধ তুমি মহারথী অঙ্গ অধিপতি?
অর্জ্জুন কৃপাণ করে কৌশলে কেশব!
বিনাশিয়া ক্ষত্রকুল ক্ষত্রিয় জগত;
উপাড়ি' অধর্ম্মরূপ মহা মহীরুহ,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ্য তব,
কৃষ্ণ অবতার এই শেষের দ্বাপরে;
নররূপি, নররূপি, বহুরূপি, হরি!
কুটিল ছলনাময়, কুসুমে পাষাণ,
পার নাই ছলিবারে দাতা কর্ণে তুমি।
অধর্ম্মের মহাদ্রুম দুষ্ট দুর্য্যোধন,
মূল তা'র ধৃতরাষ্ট্র, অম্বিকা তনয়,
মহাস্কন্ধ মহাপাপী অঙ্গ অধিপতি,
শাখা দুষ্ট দুঃশাসন, শকুনি দুর্ম্মতি,
ফলপুষ্প পাপাসক্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
অসংখ্য বীরেন্দ্র বৃন্দ আশ্রিত তাহার,
বহুরথী, মহারথী, বিশ্বাস ঘাতক,
মদ্রপতি, সিন্ধুপতি, ভগদত্ত পাপী,
ভারতের অধার্ম্মিক নৃপতি মণ্ডল;
সেই দ্রুম মূলে সদা সেচিছে সলিল,

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য কুরু বৃদ্ধগণ।
না ধরিলে অস্ত্র আমি কুরুক্ষেত্র রণে,
এ অধর্ম্ম মহীরুহ হ'বে না বিনাশ,
ব্যর্থ হ'বে লীলা তব কৃষ্ণ অবতার,
জীবনের ব্রত তব হইবে নিষ্ফল।
পশিয়াছি কুরুগৃহে আগুনের প্রায়,
ভস্মিতে কৌরব কুল, ভস্মিতে আপনা;
কোন্ পাপ করি নাই কহ হে কেশব,
কোন্ পাপে আত্মা আমি করি'নি পাতিত?
নির্ব্বোধ অদূরদর্শী, মূঢ় দুর্য্যোধন,
দুগ্ধ দানে পুষিয়াছে কাল ভুজঙ্গেরে,
বস্ত্র মাঝে রাখিয়াছে জ্বলন্ত অঙ্গার,
অমৃত জ্ঞানেতে পান করিয়াছে বিষ,
করিয়াছে আত্মদান কৃতঘ্ন ঘাতকে,
পশি'ছে অনল মাঝে ভাবি রম্য বন।
জানি আমি বাসুদেব! নিয়তি আমার,
চালাব স্বহস্তে আমি কৌরব বাহিনী,
পোড়াইব শরানলে ক্ষত্রিয় জগৎ,
করিব শ্মশান আমি সমগ্র ভারত;
বহাব রক্তের ঢেউ কুরুক্ষেত্র রণে,
কৌরব, পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী,
ডুবে' যা'বে নারায়ণ! শোণিত সাগরে,

মিলিবে কর্ণের রক্ত সেই রক্ত সনে।
কঠোর নিয়তি মোর শোন চক্রপাণি!
রণক্ষেত্রে দিব প্রাণ ধনঞ্জয় করে,
ভৃগুরাম শাপ কভু হবে না লঙ্ঘন,
গ্রাসিবেন রথচক্র মাতা বসুন্ধরা,
জামদগ্ন্য শিক্ষা আমি হইব বিস্মৃত।
সমর ক্ষেত্রেতে দেখি কনিষ্ঠ সোদরে,
গলে যা'ব স্নেহে আমি শোন হে কেশব!
শ্লথ কর হ'তে অসি পড়িবে খসিয়া,
ফেলে দেব ধনুঃশর, তীক্ষ্ণতম বাণ;
ফেলে দেব খরশান, শাণিত কৃপাণ।
পশিবে পার্থের শর কর্ণের গ্রীবায়,
কাটা মুণ্ড রাধেয়ের লোটাবে ধরণী।
ফাল্গুনের খড়গাঘাতে সমর প্রাঙ্গণে
ফুরা'বে কর্ণের লীলা; তৃতীয় পাণ্ডব
অজ্ঞাতে কাটিবে নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদরে;
কুন্তী পুত্র মরিবেক কৌন্তেয়ের করে।
পার নাই বঞ্চাইতে নর নারয়ণ!
বহু পূর্ব্বে অঙ্গপতি চিনে'ছে তোমায়;
সাজিয়ে সারথী তুমি অর্জ্জুনের রথে,
করিবে ক্ষত্রিয় নাশ নির্ম্মম হৃদয়!
বহিবে প্রলয় ঝড় ক্ষত্রিয় জগতে,

উপাড়িত হ'বে মহা মহীরুহ গণ,
ভেঙ্গে চুরে, দলে পিশে, ক্ষত্রিয় সংসার,
ভূমি কম্পে সমভূমি হইবে ভারত ;
উপলক্ষ্য মাত্র তায় কৌরব পাণ্ডব,
নিমিত্তের ভাগী মাত্র কর্ণ দুর্যোধন,
শীর্ষ অভিনেতা তুমি খল চুড়ামণি !
মাতিবে সমর মদে দুষ্ট ক্ষত্রগণ,
বীর দাপে সিংহ নাদে কাঁপা'বে মেদিনী,
উড়ে' যা'বে অস্ত্র মুখে ধূলি মুষ্টি প্রায়।
ধর্ম্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র ক্ষেত্র অদ্বিতীয়,
অদৃষ্ট পরীক্ষা করি কুরু পাণ্ডবের,
ধরিবে শ্মশান মূর্ত্তি অষ্টাদশ দিনে।
গৃধিনী, শকুনী, কাক, শালিকের দল,
মাংসাহারী জীবগণ তাণ্ডব উল্লাসে,
অভিন্ন জীবিত মৃতে করিবে ভক্ষণ।
পতি শোকে, পুত্র শোকে, ভ্রাতৃ শোকে আর
আত্মীয়, বান্ধব শোকে, স্বজন বিয়োগে,
ভারতের প্রতি গৃহে উঠিবে ক্রন্দন,
কাঁদিবে অনাথ শিশু হ'য়ে নিরাশ্রয়।
সমুদ্র কল্লোল প্রায় ক্ষত্রিয় সংসারে,
উঠিবেক হাহাকার করুণ চীৎকার ;
বিধবার আর্ত্তনাদ ভেদিবে গগন।

লক্ষ চিতা এক সঙ্গে উঠিবে জ্বলিয়া,
সমগ্র ভারত হ'বে প্রকাণ্ড শ্মশান,
উলঙ্গ কৃপাণ করে নাচিবে ডাকিনী,
হাসিবে তাণ্ডব হাসি প্রেতিনী সকল।
সেই শ্মশানের ভস্ম মাখি নটবর!
পিশাচের মত তুমি বেড়া'বে নাচিয়া;
বাজা'বে মোহন বাঁশী হে বংশীবাদন!
সরে' যাও চক্রধর! ও চক্রে তোমার,
ভুলিবেনা কভু কর্ণ ভকত বৎসল!
বঞ্চাইছ প্রপঞ্চেতে সমগ্র জগৎ,
মিলিয়া নরের সনে হে চির অমর!
ছলিতেছ নিরন্তর ভক্ত জনে তুমি।
বিনাশিয়া ক্ষত্র কুল নির্ম্মম পাষাণ!
রঞ্জিয়া ভারত বক্ষ ক্ষত্রিয় শোণিতে,
নর রক্তে করি তুমি পৃথিবী প্লাবিত,
নাশিয়া বীরেন্দ্র বৃন্দ জগত গৌরব,
চির তরে ডুবাইয়া মহা কুরুকুল,
কৌরব কৃপাণে তুমি নাশিয়া কৌরবে,
কণ্টক সহায়ে করি কণ্টক উদ্ধার,
নাশিয়া বিষের ক্রিয়া দিয়া হলাহল,
এ ভারতে ধর্ম্ম রাজ্য করিবে স্থাপন,
বিলাইবে কৃষ্ণ নাম প্রতি ঘরে ঘরে।

ভাব কি পাষাণ ! পূর্ণ হ'বে তব আশা ?
যদি অঙ্গ অধিপতি হয় কভু বীর
দাতা কর্ণ হয় যদি কৃষ্ণ ভক্ত কভু,
চিনে থাকে যদি তোমা রাধেয় কখন,
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় যদি কর্ণ হয়,
দেব, দ্বিজে, ভক্তিমান যদি বৈকর্ত্তন,
লও তুমি অভিশাপ কুচক্রী কুটিল !
ব্যর্থ হ'বে লীলা তব ওহে লীলাময় !
এ ধর্ম্ম সাম্রাজ্য তব হইবে স্বপন,
যত দিন যদুকুল না হয় নির্ম্মূল,
সিন্ধু জলে দ্বারাবতী নাহি যায় ডুবে,
কৌশলে করে'ছ তুমি যত রক্ত পাত,
প্রাণ হারাইবে কৃষ্ণ গুপ্ত অস্ত্র ঘাতে,
সাঙ্গ হ'বে তব খেলা ওহে খেলাময় !
হীন ভাবে বনমালি ! হত ব্যাধ শরে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় বীর অঙ্গপতি !
নিশ্চয় ফলিবে শাপ দাতা কর্ণ তব,
সুকৌশলে যদুকুল করিয়া নির্ম্মূল,
ডুবাইয়া দ্বারাবতী জলধির জলে,
একা আমি নিম্ব বৃক্ষে রহিব যখন,
বালির নন্দন ব্যাধ বধিবে তখন ;

রক্তের টান।

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কুরুরাজাদেশে পঞ্চ পাণ্ডবকে হত্যা করিতে গিয়া পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রকে হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড কুরুক্ষেত্রে ভগ্নউরু অন্তিমশয্যাশায়ী কুরুরাজ দুর্য্যোধন সমীপে আনয়ন করেন। কুরুপতি ঘোর ঈর্ষা বশতঃ ভীমের মস্তক স্থানে ভীমের পুত্রের মস্তকে পদাঘাত করিলে ঐ মস্তক চূর্ণীকৃত হয়; তখন ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া তিনি কুরুবংশ ধ্বংশকারী শিশুহন্তা অশ্বত্থামাকে রূঢ় ভাষায় তীরস্কার করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামার বাকবিতণ্ডা বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনায় জানা যায় পাঞ্চাল রাজনন্দিনীর পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত অভেদ মূরতি ছিলেন। অপ্রতিদ্বন্দী সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আমিও এই বর্ণণা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করি। ঐ উক্তিতে কেহ যেন মনে না করেন যে ইহা বঙ্কিম বাবুর মত বলিয়াই আমারো মত; আমি ফেউ ধরিতে জানিনা।

———

দুর্য্যোধন। গুরু পুত্র! সর্ব্বনাশ করিয়াছ তুমি,
মহা কুল কুরুকুল করেছ নির্ম্মূল,
নির্ব্বংশ করে'ছ তুমি কৌরব পাণ্ডবে,
ভারতের শেষ আশা করিয়াছ শেষ ;
ডুবাই'ছ কুরুকুল রক্ত সিন্ধু মাঝে,
কৌরবের শেষ স্মৃতি ফেলিয়াছ মুছে ;
ঘুচাই'ছ চির তরে গুরুর নন্দন !
কুরুনাম ভারতের ইতিহাস হ'তে।

অশ্বত্থামা। কুরুপতি! বজ্রসম আদেশ তোমার,
করে'ছে পালন মাত্র গুরু পুত্র তব ;
কাটিয়াছে পাণ্ডবের শির অশ্বত্থামা।
করে'ছে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ আদেশে তোমার,
পুরস্কার করিয়াছে দান পিতৃশক্র
দের ; ঘোর প্রতিহিংসা করে'ছে সাধন ;
করিয়াছে বৈর নির্য্যাতন ; লইয়াছে
পিতৃহন্তা প্রাণ ; খণ্ড মুণ্ড পাণ্ডবের
আনিয়াছে অশ্বত্থামা শূলদণ্ডে ছিঁড়ে।
ঘুচাই'ছে চিরতরে ধরা বক্ষ হ'তে,
কুরু পাণ্ডবের নাম দ্রোণের নন্দন ;
ডুবাই'ছে কুরুকুল শোণিত সাগরে ;
লইয়াছে দ্রৌণি আজ দ্রোণ হন্তা প্রাণ
বজ্র হাতে' কাটিয়াছে পঞ্চ পাণ্ডবেরে।

দুর্য্যোধন। ভ্রান্ত তুমি গুরুপুত্র রথী অশ্বত্থামা!
উন্মত্ত হ'য়েছ তুমি হারায়ে'ছ জ্ঞান;
আদেশ আমার ছিল বধিতে পাণ্ডবে,
কাটিতে পাণ্ডব শির; অন্তিম শয্যায়
ছিল সাধ দেখিবারে মুণ্ড পাণ্ডবের।
মহাকাম্য মৃত্যু মোর ছিল চিরদিন,
দেখি আগে মহাশত্রু পাণ্ডব নিধন;
পদাঘাতে চূর্ণ করি বৃকোদর শির,
অনন্ত নিদ্রায় আমি মুদিব নয়ন,
ঢেলে দিব বীরবপু মহানিদ্রা কোলে।
ছিল সাধ, ছিল আশা, সুদৃঢ় কল্পনা,
এক চিতাশায়ী হ'বে ভীম দুর্য্যোধন,
কুরু পাণ্ডবের চিতা জ্বলিবে উভয়,
এক সঙ্গে ভস্ম হ'বে দুই মহাবপু;
লেলিহান জিহ্বা তা'র করিয়া বিস্তার,
সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বনাশী, অগ্নি সর্ব্বভুক্,
মুহূর্ত্তে করিবে গ্রাস ভীম দুর্য্যোধনে
কা'র মুণ্ড খণ্ডিয়াছ নির্ম্মম ঘাতক!
এ নহে কখনো দ্রৌণি! মুণ্ড পাণ্ডবের।

অশ্বত্থামা। কুরুপতি! এই পাণ্ডবের মুণ্ড, মুণ্ড
তব শত্রুদের; বজ্র হাতে' কাটিয়াছি
আদেশে তোমার; পিতৃশত্রু করিয়াছি

শেষ। কর অনুমতি হে কৌরব পতি!
শূলদণ্ডে ছিঁড়ে' ফেলি মুণ্ড কেশবের,
ধ্বংস করি যদুকুল কৌরবের সনে,
সিন্ধু জলে ডুবাইয়া দেই দ্বারাবতী।
প্রলয়ের কাল আজ দ্রোণের নন্দন,
সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিরূপী শোকোক্ত পিতার;
ঘটা'বে প্রলয় দ্রৌণি, ডুবাবে ভারত,
শরানলে ছারখার করিবে সংসার,
করিবে অখিল বিশ্ব প্রকাণ্ড শ্মশান।
উপাড়িয়ে হিমগিরি ডুবাবে সাগরে,
ভুজ বলে রত্নাকর করিবে মন্থন;
শুষিবে লবণ সিন্ধু, ভেদিবে গগন,
চূর্ণিবে অমরাবতী, লুঠিবে কৈলাস,
উপাড়িবে নীল নভো নক্ষত্র মণ্ডল,
হরিবে রবির তেজ, বজ্র বাসবের,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিবে বিসর্জ্জন।

দুর্য্যোধন। রথীশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা গুরুর নন্দন!
পিতৃ শোকে জ্ঞান হারা উন্মত্ত যে তুমি;
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র করে'ছ নিধন,
নির্ব্বংশ করে'ছ তুমি কৌরব পাণ্ডবে;
ঘুচা'য়েছ কৌরবের পিণ্ড অধিকার।

অশ্বত্থামা। রাজা সুযোধন!

প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ব্ব হ'তে জ্ঞাত ছিল
কাপুরুষ পঞ্চ ভ্রাতা, বর্ব্বর কেশব ;
প্রাণ ভয়ে ল'য়েছিল দেব পদাশ্রয়।
রক্ষি'ছে পাণ্ডবপুরী অমর নিকর ;
দেব রাজাদেশে আজ দেব সেনাপতি,
রচি'ছে অপূর্ব্ব ব্যূহ পার্ব্বতী নন্দন,
দ্রৌণির কৃপাণ হ'তে রক্ষিতে পাণ্ডবে।
বেষ্টিয়া প্রাচীর গড় সহস্র লোচন,
বজ্র হাতে বজ্রপাণি করিছে ভ্রমণ ;
ভ্রমি'ছে কার্ম্মুক করে আপনি কুমার,
জাগ্রৎ প্রহরীরূপী দিকপাল গণ,
রক্ষিছে পাণ্ডব পুরী ইন্দ্রের আদেশে।
দুয়ারে দুয়ারী শূলী নিজে চন্দ্রচূড়,
বিশ্বনাশী শূল করে মহাকাল শিব,
রক্ষিছে গড়ের দ্বার শশাঙ্ক শেখর,
আপনি ঈশান করে প্রলয় বিষাণ।
মহীরাবণের হাতে রক্ষিতে রাঘবে,
রক্ষিতে সৌমিত্রী শূরে, বানর কটকে,
লাঙ্গুলে রচিয়াছিলা কিষ্কিন্ধা অধিপ,
দুর্ভেদ্য প্রাচীর যথা সুগ্রীব বানর,
জাগ্রৎ প্রহরী যথা বিভীষণ রথী,
রক্ষিলা গড়ের দ্বার অঞ্জনা তনয়।

তুলিলাম ভীমা অসি, তীক্ষ্ণ খরশান,
মৃত্যুশর সংযোজিত করিয়া কার্ম্মুকে,
মহারণে ত্রিলোচনে করিনু আহ্বান,
সিংহতেজে আক্রমণ করিলাম শিরে,
হাসিয়া ছাড়িলা পথ দেব দিগম্বর।
দেখিলাম কুরুপতি! গড়ের ভিতর,
কৃতান্তের দূতরূপে প্রবেশিয়া আমি,
প্রমত্ত ভ্রমর পঞ্চ এক পুষ্পে যেন,
প্রেমভরে পাঞ্চালীর অঙ্গ আলিঙ্গনে,
রয়ে'ছে নিদ্রিত সুখে ভ্রাতা পঞ্চজন।
রাজা সুযোধন! প্রলয়ের কাল আমি
সাক্ষাৎ শমন, টলে নাই মম প্রাণ,
শ্লথ হয় নাই অসি, আসে নাই স্নেহ,
হয় নাই এ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার;
মরুসম শুষ্ক প্রাণ গুরুপুত্র তব,
জ্বলিত আগ্নেয় গিরি প্রাণের ভিতর,
পিতৃশোকে অশ্বত্থামা সেজে'ছে পিশাচ,
উপাড়িয়া ফেলিয়াছে স্নেহ, দয়া, মায়া,
হৃদয়ের কোমলতা ফেলে'ছে দলিয়া,
মানবের মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, মহত্ত্ব,
বজ্র হাতে' উপাড়িয়া হৃদয় হইতে,
প্রতিহিংসা অনলেতে পোড়ায়ে'ছি আমি,

ভাঙ্গিয়া চূরিয়া প্রাণ দলিয়া পিশিয়া,
স্নেহ, দয়া, মায়া, সব দিয়া নির্ব্বাসন,
দ্রোণশোকে দ্রোণি আজ সেজে'ছে দানব ;
করিয়াছে কার্য্য শেষ একটা আঘাতে ;
এই দেখ রক্ত মাখা শাণিত কৃপাণ,
পালিয়াছে কুরুপতি ! আদেশ তোমার।

দুর্য্যোধন। ভ্রান্ত তুমি অশ্বথামা ! ছলিত নিশ্চয়,
বঞ্চনা করে'ছে তোমা দেব পঞ্চানন ;
এ ন'হে পাণ্ডব শির গুরুর নন্দন !
ভ্রান্তিবশে নাশিয়াছ পুত্রগণে তুমি.
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র করে'ছ নিধন,
করিয়াছ শিশু হত্যা উন্মত্ত ব্রাহ্মণ !
বিশ্বপূজ্য দ্রোণ গুরু পুত্র অশ্বথামা !
অপাপ শিশুর রক্তে রঞ্জিয়াছ অসি।
ব্যাধ বেশে পশি তুমি সিংহের গহ্বরে,
নাশি'ছ শাবকগণে সুপ্তা সিংহিনীর।
চোর বেশে পশি তুমি কৌরবের গৃহে,
কুরুকুল শেষ নিধি করিয়াছ চুরি।
গুরুর নন্দন ! গদাপাণি দুর্য্যোধন,
ভগ্ন উরু গদাঘাতে পদাঘাতে শির
অবশ, বিকল দেহ শোণিত ক্ষরণে,
নাহিক উঠিতে শক্তি কণ্ঠাগত প্রাণ,

অন্যথায় পেতে তুমি যোগ্য পুরস্কার,
কুরুবংশ ধ্বংসকারি ! কুরুপতি করে।
ভারতের রক্ত সিন্ধু, মহাভারতের
মহারণ কুরুক্ষেত্র হইয়াছে শেষ,
নিক্ষত্রিয় করিয়া বসুধা। থামিয়াছে
মহা ঝড়, বজ্রপাত, উল্কাপাত, অগ্নি
বরষণ, প্রলয় হুঙ্কার, ভেঙ্গে চূরে
দলে' পিষে' ক্ষত্রিয় জগত ; থামিয়াছে
ভূমিকম্প, সমভূমি করিয়া ভারত।
নিবিয়াছে দাবানল, বাড়ব অনল,
পোড়াইয়া কুরুকুল, অধর্ম্ম খাণ্ডব।
কৌরব পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী
রণশায়ী, রণশায়ী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
স্বজন, বান্ধব, আর আত্ম পরাপর,
একই শয্যায় শুয়ে শত্রু মিত্র সব ;
কেহ রহিলনা বংশে করিতে তর্পণ,
জ্বালাইতে সন্ধ্যা দীপ কুরুরাজ গৃহে,
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র ছিল শেষ আশা,
সে আশা করে'ছ শেষ নির্ম্মম ঘাতক।
প্রলয়ের কালরূপে দ্রোণের নন্দন !
অপাপ শিশুর রক্তে রঞ্জি তরবারী,
বীর বলে পরিচয় দাও কাপুরুষ,

নির্ম্মম, বর্ব্বর তুমি দ্বিজকুলকালি,
রক্তপায়ী নিশাচর রে নরশার্দ্দূল,
ঘুচা য়েছ কৌরবের পিণ্ড অধিকার।

অশ্বত্থামা। স্তব্ধ হও কুরুপতি রাজা সুযোধন!
কেটে'ছি পাণ্ডব শির আদেশে তোমার;
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র আছেন কুশলে,
মহাকুল কুরুকুল হয় নাই শেষ,
কৌরবের শেষ স্মৃতি যায় নাই মুছে'।
বীর তুমি সুযোধন ক্ষত্রিয় সন্তান!
কেন তব এই মোহ কুরুকুল পতি!
বীর প্রাণে দুর্ব্বলতা শোভে না কখন।
মোহের ছলনে তুমি কৌরবের নাথ!
হ'য়েছ উন্মত্ত দেখি জ্ঞাতি রক্তপাত।
এই দেখ কুরুরাজ! মুণ্ড পাণ্ডবের,
এই দেখ গদাপাণি! গদাপাণি শির,
চূর্ণ তব পদাঘাতে রাজা সুযোধন!
এই দেখ মিথ্যাবাদী ভীরু প্রবঞ্চক,
সাকার পাপের মূর্ত্তি বিশ্বাস ঘাতক,
বিড়াল তপস্বী ভণ্ড যুধিষ্ঠির শির,
দেখ কি বীভৎস্য মূর্ত্তি কুরুকুল চূড়া!
এই ফাল্গুনের শির চেয়ে দেখ রাজা!
বজ্র হাতে কাটিয়াছে দ্রোণের নন্দন,

গুরুহন্তা, ব্রহ্মহন্তা জারজ অর্জ্জুনে।
এই লও কুরুপতি মাদ্রি সুত শির,
কাটিয়াছে অশ্বত্থামা শাণিত কৃপাণে,
মদ্ররাজ নন্দিনীর যুগল নন্দন।

দুর্য্যোধন। ঘাতক ব্রাহ্মণ! সংবর রসনা তব,
রক্ষা কর দুর্য্যোধনে ব্রহ্মহত্যা পাপে;
ধরার ভূষণ মোর ভ্রাতা পঞ্চ জন,
রাজ ঋষি ক্ষত্রকুল রত্ন সর্ব্বোত্তম,
দেবত্বে, মহত্বে সব ত্রৈলোক্য পূজিত,
বীরত্বে, শূরত্বে, শৌর্য্যে অদ্বিতীয় ভবে,
দয়ায়, ক্ষমায়, শীলে অমর বন্দিত,
আশৈশব মহা শত্রু, আশৈশব সখা,
পারিবেনা দুর্য্যোধন সহিতে কখন,
জ্ঞাতিনিন্দা, ভ্রাতৃনিন্দা ঘাতকের মুখে,
মৃত দেহে হ'বে তার জীবন সঞ্চার;
অবশ ধমণী মাঝে বহিবে শোণিত;
মুষ্টি মধ্যে দুর্য্যোধন চূর্ণিবে তোমায়,
রঞ্জিবে কৌরবপতি দ্বৈপায়ন নীর,
শিশুহন্তা, হিংস্র পশু, বিশ্ব নিন্দকের
উত্তপ্ত শোণিতে এক বজ্র প্রহারেতে।
গুরু পুত্র! অন্তিম শয্যায় দুর্য্যোধন,
দাঁড়াইয়া মহাকাল শিয়রে তাহার,

মুহূর্ত্তেকে ফুরাইবে জীবনের খেলা,
উড়ে' যা'বে প্রাণ পাখী ভাঙ্গিয়া পিঞ্জর,
লুপ্ত হ'বে দুর্য্যোধন ধরা বক্ষ হ'তে,
চিরতরে সুপ্ত হ'বে প্রকৃতির কোলে,
লীলা শেষ, খেলা শেষ, শেষ তা'র দিন
তাহার নিয়তি পূর্ণ; জীবন নাটকে
এখনি হইবে শেষ যবনিকা পাত,
কিন্তু অশ্বথামা! স্মৃতিলোপ হয় নাই তা'র;
এখনও পূর্ণজ্ঞান রাজা দুর্য্যোধন,
যতক্ষণ না ছাড়ি'ছে শেষের নিশ্বাস,
যতক্ষণ দেহে তা'র রয়ে'ছে পরাণ,
যতক্ষণ আছে বুকে শোণিত স্পন্দন।
উন্মাদ ব্রাহ্মণ! চাহ কি ছলিতে তুমি,
মহাবল দুর্য্যোধনে অন্তিম সময়ে,
ভেবে'ছ কি হতজ্ঞান কুরুকুল পতি?
ভুলে'ছ কি দ্রোণাত্মজ! বীর বৃকোদরে,
কাঁপিত মেদিনী সদা পদভরে যার,
পদাঘাতে চূর্ণ হ'ত অটল ভূধর,
উপাড়িত মহীরুহ বাহুবলে যেবা,
লক্ষ রক্ষ বিনাশিল মুষ্টি প্রহারেতে,
পদাঘাতে চূর্ণ কৈল অস্থি কীচকের,
মুষ্টাঘাতে বিনাশিল হিড়িম্ব দুর্জ্জয়,

তৃণবৎ জরাসন্ধে ফেলিল ছিঁড়িয়া,
যা'র ভয়ে মহাভীত চেদি অধিপতি,
রণ ভঙ্গ দিয়াছিল রাজা শিশুপাল,
কর্ণ, দুর্য্যোধন ডরে যা'র সিংহনাদে,
অযুত হস্তীর বল দেহেতে যাহার,
বাসুকির দংশনেতে মরে'নি যে' জন,
গিলিয়াছে কাল কূট নীলকণ্ঠ প্রায়,
দুর্য্যোধন গদাঘাতে টলে নাই যেবা,
যা'র পদাঘাতে চূর্ণ রথ, চূর্ণ রথী,
চূর্ণ দর্প মত্তগজ সিন্ধুদেশ পতি,
আকাশে ঘূর্ণয়মান সহস্র কুঞ্জর।
যেই বীর বৃকোদর এক পদাঘাতে,
ফেলিল কর্ণের রথ যোজন অন্তর ;
কেমনে ভাবি'ছ মনে গুরুর নন্দন !
দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমে ননীর পুতুল,
ভগ্ন পদ পরশনে চূর্ণ তা'র শির ?
পিতৃশোকে হতজ্ঞান উন্মত্ত বর্ব্বর !
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র অভেদ মূরতি
পঞ্চ পাণ্ডবের সনে, ভুলে'ছ সে কথা,
কাটিয়াছ পুত্রগণে নৃশংস ঘাতক !
অপুত্রক করিয়াছ পঞ্চ সহোদরে,
কৌরবের ভাবী আশা করে'ছ স্বপন,
বিশ্বাস ঘাতক ! কৌরবের অন্নে পুষি

ও ঘৃণিত দেহ, নাশি'ছ কৌরব শিশু
হীন ব্যাধ প্রায়; কৌরবের তীক্ষ্ণ অসি
বসা'য়েছ নরপশু! কৌরবের বুকে।
কৌরব আশ্রিত হয়ে, কৌরব শোণিতে,
মিটা'য়েছ নিশাচর! শোণিত পিপাসা
দূর হও এ মুহূর্ত্তে ঘৃণিত চণ্ডাল!
মুখ দেখা'ওনা আর মনুষ্য সমাজে;
বড় দুঃখ প্রাণে মোর অন্তিম সময়ে,
বজ্র হাতে উপাড়িয়া হৃদিপিণ্ড তব,
পারিল না দুর্য্যোধন করিতে চর্ব্বণ।
লুপ্ত রক্ত সিন্ধু মাঝে মহা কুরুকুল,
নির্ব্বংশ কৌরব পতি ধার্ত্তরাষ্ট্র গণ;
ফলহীন, পুষ্পহীন, পল্লব বিহীন,
কীর্ত্তিনাশা ভগ্নতীরে মূলশূন্য তরু,
রয়ে'ছে দাঁড়িয়ে ওই ভ্রাতা পঞ্চজন।
কুরুবংশ ধ্বংসকারী বর্ব্বর ব্রাহ্মণ!
শিশুরক্তে কলঙ্কিত করে'ছ বসুধা,
নিদ্রিত মায়ের ক্রোড়ে দুধের সন্তান,
করে'ছ নিধন তুমি যে নর শার্দ্দূল!
রাখ কি প্রাণের মায়া ব্রহ্ম কুলাঙ্গার?
নাহি দেখি দ্রোণ পুত্র! অব্যাহতি তব;
পালাও পালাও তুমি গুরুর নন্দন!

গাণ্ডীবীর কোপ হ'তে বাঁচাও আপনা,
রক্ষা কর নিজ শির সুদর্শন হ'তে।
কোথায় পালাবে তুমি, হা ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ!
কে আছে তোমার কহ এ ভব সংসারে,
কে দেবে আশ্রয় তোমা কৃতঘ্ন চণ্ডাল,
শিশুহন্তা, হিংস্র পশু, রথীকুলাধম!
মানব, দানব, দেব, সাধ্য নাই ক'ার,
ত্রাণিবে তোমায় দ্রৌণি! আজ এ সঙ্কটে;
করহ প্রবেশ তুমি নিবিড় কাননে,
পারিবে না অমানিশা আবরিতে তোমা,
ফাল্গুনের রোষ, বাড়বাগ্নি রাশি তেজে,
দাবাগ্নি সদৃশ তোমা দগ্ধিবে কাননে।
করহ প্রবেশ তুমি অতল সাগরে,
শুষ্ক হ'বে রত্নাকর পরশে তোমার,
জলধির জলে জ্বলে' উঠিবে অনল।
হিমাদ্রির অন্ধ গর্ভে লুকাও আপনা.
চূর্ণ হ'বে শৈলেশ্বর ভীম গদাঘাতে।
করহ আশ্রয় লাভ অমরাবতীতে,
ইন্দ্রপুরী খণ্ড খণ্ড হ'বে শর জালে;
আশ্রয় তোমায় যদি দেয় উমাপতি,
চূর্ণ হ'বে সুদর্শনে কৈলাস শেখর,
যাও চন্দ্রলোকে কিংবা যাও বিষ্ণুপুরে,

মরশরে সঙ্কটেতে পড়িবে অমর !
ক্ষত্র কুলে জন্ম মোর করিয়াছি রণ,
প্রাণদানে ক্ষত্রধর্ম্ম করে'ছি পালন,
করে'ছি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ শেষ রক্ত দানে।
নাই শোক, নাই দুঃখ, নাই আত্মগ্লানি,
মহাসুখী দুর্য্যোধন অন্তিম শয়নে,
যতক্ষণ ছিল প্রাণ করিয়াছি রণ,
বিনা যুদ্ধে দেই নাই সূচাগ্র মেদিনী,
গৌরবে এসে'ছি আমি চলে'ছি গৌরবে।
একমাত্র দুঃখ প্রাণে গুরুর নন্দন !
মোর তরে আত্মঘাতী ক্ষত্রিয় জগত,
নির্ব্বংশ করে'ছি আমি মহাকুল,
কেহ রহিল না আর করিতে তর্পণ,
জ্বালাইতে সন্ধ্যাদীপ কুরুরাজ গৃহে,
বিপুল ভারতকুলে কেহ নাই আর,
পিতৃকুলে জলবিন্দু করিতে প্রদান।
ফুরাইল কৌরবের রাজ্য অভিনয়,
ডুবে গেল কুরুরাজ্য কুরু সিংহাসন,
মহাকুরুকুলে মহা যবনিকা পাত।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা অনুতাপ তব রাজা সুযোধন !
বিপুল কৌরব কুল হয় নাই শেষ,
গুরুপুত্র অশ্বত্থামা নির্ম্মম আঘাতে,

পুত্রহীনা করিয়াছে দ্রুপদ বালায়,
গতজীব পাঞ্চালীর পুত্র পঞ্চ জন।
অন্তস্বত্তা বিরাট নন্দিনী ; রক্ষিয়াছি
উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর তনয়,
ভারতের কৌরবের ভাবী অধিপতি ;
সসাগরা পতি হ'বে রাজা পরীক্ষিত।
কর শোক পরিহার বীরর্ষভ তুমি,
ক্ষত্রকুল হিমগিরি কুরুকুল চূড়া !
বীর তুমি বীর ধর্ম্ম করেছ পালন।
লভিয়াছ মহাযশ অমর জীবন,
ধরাতলে রাজশক্তি করায়ত্ত তব,
ঐশী শক্তি কর লাভ কুরুকুলপতি !
আশীর্ব্বাদ করে তোমা যাদবঈশ্বর,
আশীর্ব্বাদ করে তোমা রাজা যুধিষ্ঠির।
এসেছিলে ধরাধামে আদিত্যের প্রায়,
আলো করি কুরুকুল উদয় অচল,
বাহুবলে শাসিয়াছ অখণ্ড বসুধা,
লিখে'ছ অক্ষয়কীর্ত্তি কালের হৃদয়ে,
সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশুমালী মত,
ডুবে যাও কুরুপতি ! আন্ধারি' ভারত।

দুর্য্যোধন। যদুনাথ, জগন্নাথ, জগত কারণ,
নররূপি, মররূপি বহুরূপি হরি !

বহু পূর্ব্বে দুর্য্যোধন চিনে'ছে তোমায়।
সেই রাজসূয় যজ্ঞে সর্ব্বাগ্রে কেশব!
বুঝে'ছিনু ন'হ নর তুমি নারায়ণ;
সামান্য মানব আমি ক্ষুদ্রমতি জীব,
কি বুঝিব লীলা তব তুমি লীলাময়?
তবকরধৃত জড়পুত্তলিকা আমি,
যাহা করায়েছ তুমি করিয়াছি তা'ই,
করিয়াছি নিরন্তর ছদ্ম অভিনয়।
দাওনি প্রবৃত্তি ধর্ম্মে তুমি হৃষীকেশ!
করে'ছি অধর্ম্ম সদা আমি দুরাচার;
হৃদিমাঝে হৃদয়েশ বসি নিরবধি,
চালা'য়েছ যেই পথে চলিয়াছি আমি;
বলা'য়েছ যাহা তুমি বলিয়াছি তাহা,
শিখা'য়েছ যেই বুলী শিখে'ছি সে'বোল।
জানিনা, মানিনা আমি ন্যায় কি অন্যায়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পূণ্য নাই মোর জ্ঞান;
এই মাত্র জানে দুর্য্যোধন, যাহা তুমি
করা'য়েছ তা'ই আমি করে'ছি কেশব!

যুধিষ্ঠির। প্রাণাধিক সুযোধন! দাঁড়া'য়ে শিয়রে
তব মৃত্যুঞ্জয় হরি, নবঘনশ্যাম,
যোগীজন মনোহংস, মদন মোহন,
পীতধড়া পীতাম্বর অধরে মুরলী
শিরে ময়ূরের পাখা নবনটবর।

গাও মুখে কৃষ্ণ নাম, ভাব বনমালী,
ধর শিরে প্রাণাধিক ! পূণ্য পদরজ,
প্রাণখুলে' গাও বৎস "হরে কৃষ্ণ হরে"।
কেশব ! করুণাসিন্ধু ভবভয় হারি !
দয়া কর সুযোধনে অন্তিম সময়ে,
দাও মুখে কৃষ্ণনাম ভকত বৎসল !
রাখ বক্ষে পাদপদ্ম পদ্মনাভ হরি !
শঙ্খ, চক্রধর হরি, পতিতপাবন !
ধর গলে বনমালা, শিরে ধর চূড়া,
লও সে মোহন বাঁশী, স্বরেতে যাহার
যমুনা, জাহ্নবী জল বহিত উজান।
গোলক বিহারী হরি তুমি লক্ষ্মীপতি !
নব জলধর তনু নব নটবর !
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তুমি ধর পীতাম্বর,
দাঁড়াও যুগল হ'য়ে মদনমোহন ;
অন্তিমেতে কুরুনাথে দেখাও সেরূপ।

দুর্য্যোধন। ধর্ম্মরাজ !
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম আমি বুঝিনা কখন,
চিরদিন ভাবিয়াছি শত্রু কেশবেরে,
আজও সে' শত্রুভাবে করে'ছি দর্শন।
না'হি আমি কৃষ্ণভক্ত প্রেমিক পাগল,
না'হি আসে কৃষ্ণ নাম মুখেতে আমার ;

প্রাণে মোর নাই ভক্তি চক্ষে প্রেমধারা,
জানিনা মানিনা আমি পাপ পুণ্য কভু।
এই মাত্র জানি আমি লীলাময় হরি,
যাহা করা'য়েছে মোরে করিয়াছি তাই,
চালা'য়েছে যেই পথে চলিয়াছি আমি।
অবসন্ন দেহ মোর জড়িত রসনা,
অস্ত্রাঘাতে, রক্তস্রাবে হয়েছি কাতর,
ঘূর্ণিত মস্তক মোর, ইন্দ্রিয় অবশ,
বাকশক্তি, দৃষ্টিশক্তি যেতেছে মিলিয়া,
ভগ্ন উরু গদাঘাতে, পদাঘাতে শির,
নাহিক উত্থান শক্তি, নাহি দেহে বল,
অসার, বিকল দেহ, মৈনাক ভূধর
ছিন্ন পক্ষ যেন বজ্রপাণি বজ্রাঘাতে।
ধর্ম্মরাজ! জ্যেষ্ঠাগ্রজ পূজ্যতম মোর,
অন্তিম প্রার্থনা পদে করে দুর্য্যোধন:—
রক্ষা করো কুরুরাজ্য কুরু সিংহাসন,
অপত্য স্নেহেতে পাল সসাগরা ধরা,
রক্ষা করো পুরোবাসী, পুরোনারীগণে,
মহাশোকে শোকাকুল জীবন সন্ধ্যায়,
দে'খো মোর অন্ধ বৃদ্ধ জনক জননী;
দে'খো তুমি অনাথিনী ভগ্নী দুঃশলারে,
পুত্র স্নেহে মণিভদ্রে করিও পালন;
ধর্ম্মরাজ! দেখো বৃদ্ধ তাত বিদুরেরে।

চলিলাম, লীলা শেষ, গত দুর্য্যোধন,
গত জীব শক্রু তব, গত জীব ভ্রাতা,
দাও শিরে পদরজ, কর আশীর্ব্বাদ,
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন ভাই,
ভালবাসে যেই জন ভুলিয়া আপনা,
পাপীকে যে কোলে করে, তুলে' লয় বুকে ;
মার খেয়ে' প্রেম দেয় এমন প্রেমিক।
পারনি বাসিতে ভাল তত বৃকোদরে,
যত ভালবাসিয়াছ পাপী দুর্য্যোধনে ;
ফাল্গুনেরে ধর্ম্মরাজ ! কর নাই কোলে,
অন্তিমেতে মুক্তি তুমি দিলে দুর্য্যোধনে।
কেশব ! করুণা সিন্ধু মহাশত্রু তুমি,
জন্মে জন্মে শত্রু ভাবে দিও দরশন ;
পরজন বর জন স্বজন হইতে,
পরজন দেয় মুক্তি, স্বজনতা' রোধে,
নিন্দক যে বন্ধু সেই কর্ম্মের জীবনে,
উৎপীড়ক অত্যাচারী মুক্তিদাতা ভবে।

শ্রীকৃষ্ণ। বীর তুমি বীর ব্রত করে'ছ পালন !
পূর্ণ হ'ক মনোসাধ ভক্ত চূড়ামণি !
ক্ষত্রকুল রত্নোত্তম, কুরুকুল চূড়া,
অক্ষয় স্বর্গেতে যাও রাজা সুযোধন !

আর্য্যবীর।

রঘুবংশাবতংস ভুবনপাবন, রাবণদমন ভগবান রামচন্দ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বনবাস-সহচর, ভ্রাতৃবৎসল, সৌমিত্রীর দেবদুর্ল্লভ গৌরব জগতে প্রচার করিবার মানসে এই অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঘটনা অনৈতিহাসিক হইলেও ইতিহাসের ছায়ায় অঙ্কিত; রামায়ণ-ভক্ত হিন্দুগণ মার্জ্জনা করিবেন।

"মূর্খের কল্পনা-স্রোত হ'লে প্রবাহিত,
যত অসম্ভব তাহা হয় সম্ভাবিত।"

বশিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ তুমি রঘুকুলে শুন বৎস রাম!
বীরত্বে, মহত্বে আর ইন্দ্রিয় সংযমে,
বাহু বলে, দৃঢ়তায়, শর চালনায়,
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠতর অনুজ তোমার;
রক্ষ রণে লক্ষ্মণের কীর্ত্তি সমধিক:
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ব্রহ্মচর্য্যে, আত্মসংযমেতে,
ভুবন বিখ্যাত বীর সুমিত্রা নন্দন,
রঘুকুল জয়কেতু লক্ষ্মণ সুমতি,
জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাধনুর্দ্ধর।
ভুবন বিজয়ী রথী লঙ্কানাথ সুত;
অদ্বিতীয় শক্তিধর দেবেন্দ্র বিজয়,

ব্রহ্মাণ্ডের ত্রাস মন্দোদরীর নন্দন,
জগতে অপূর্ব্ব শিক্ষা দুর্ব্বার সমরে,
ত্রৈলক্য জিনিতে শক্তি ধরে মেঘনাদ।
রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ রাবণি দুর্জ্জয়,
নীল কাদম্বিনী অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া,
লুকাইয়া আপনারে মেঘের আড়ালে,
অস্ত্র মুখে করে বীর অগ্নি বরষণ।
মেঘের গর্জ্জন জিনি সিংহনাদে যা'র,
আতঙ্কে কম্পিত হয় বিশ্ববাসী প্রাণ,
পাণ্ডু গণ্ড মহাত্রাসে দেব, রক্ষ, নর,
রাবণির ভয়ে ভীত নাগেন্দ্র বাসুকি।
মেঘনাদে ডরে প্রাণে পার্ব্বতী নন্দন,
কম্পিত অমরগণ অমর নগরে ;
বৃত্রহন্তা, বজ্রপাণি সহস্র লোচন,
দলিত লাঞ্ছিত ইন্দ্র মেঘনাদ করে,
ইন্দ্রকে জিনিয়া রণে রাবণ নন্দন,
নাম ধরে ইন্দ্রজিৎ, প্রমীলা বিলাসী।
মহাবীর অতিকায় শ্রেষ্ঠ রক্ষকুলে,
জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাশক্তিধর,
দুর্ব্বিজয় সমরেতে লঙ্কেশ আত্মজ ;
হত দোঁহে মহাবীর সৌমিত্রীর করে,
স্বর্ণ লঙ্কা খণ্ড খণ্ড করে'ছে লক্ষ্মণ।

বিশ্বত্রাস, বিশ্বজয়ী দশরথাত্মজ,
মজাইছে রক্ষকুল লঙ্কার সমরে,
বিপুল রাক্ষস কুল করে'ছে নির্ম্মূল,
ডুবায়ে'ছে স্বর্ণ লঙ্কা রাক্ষস শোণিতে,
বাহু বলে উদ্ধারি'ছে রঘুলক্ষ্মী সীতা ;
রাম হ'তে বীরত্বেতে শ্রেষ্ঠ রামানুজ,
সুমিত্রা নন্দন শ্রেষ্ঠ রথী গণনায় ।

রাম। মহারথী লঙ্কাপতি রাজা দশানন,
এক রথে জিনিবারে পারে সে বসুধা,
অমর ব্রহ্মার বরে শোন ইষ্টদেব !
মরামর মহাত্রাস নিকষা নন্দন,
রাবণের ভয়ে ভীত ধন অধিকারী,
ছাড়িয়াছে স্বর্ণ লঙ্কা লঙ্কেশের ডরে ।
পরাজিয়া কুবেরেরে ভুজবলে যেবা,
হরি'ছে পুষ্পক রথ অতুল জগতে ;
অমর নিকর দেব ! আজ্ঞা বহ যা'র,
আজ্ঞাবহ যা'র সব দিকপাল গণ,
রাবণের আজ্ঞাবহ নিজে ঋতুপতি,
রাবণের আজ্ঞাবহ জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
দশানন আজ্ঞাবহ রবি, শশী, তারা ;
দেবগণ সহ সদা দেবেন্দ্র আপনি,
অনুগত ভাবে সেবে লঙ্কেশের পদ ।

দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, জয়ী রক্ষনাথ,
রাবণের ভয়ে ভীত দেব সেনাপতি,
রাবণেরে ডরে প্রাণে মৃত্যু অধিকারী,
রক্ষেসের নামে কাঁপে অমর নগর।
তুলিতে কৈলাশ গিরি শক্তি ধরে যেবা,
শিরে ধরি' যেই জন হর পার্ব্বতীরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি মহাবলীয়ান,
বেন্ধে ছিল লঙ্কাধামে প্রেম-ভক্তি-ডোরে।
ধরার ভূষণ লঙ্কা প্রতিভায় যা'র,
আনিয়া বিবিধ ধন লুঠিয়া বসুধা,
প্রবাল কাঞ্চন আনি মথি রত্নাকর,
কুবেরের রত্নরাজি করিয়া লুণ্ঠন,
অলকার ভাণ্ডার খুলিয়া ভুজবলে,
সাজাই'ছে স্বর্ণ লঙ্কা লঙ্কা-অধিকারী।
রজত-প্রাচীর সম নীল-সিন্ধু-পতি,
রক্ষিতেছে স্বর্ণ লঙ্কা ভারত সাগর,
লঙ্কেশের আদেশেতে আপনি জলধি,
তুলিয়া অর্ব্বুদ কর, অর্ব্বুদ লহরী,
অর্ব্বুদ কৃপাণে যেন শাণিত ধবল,
ভয়ে ভীত রক্ষিতেছে স্বর্ণময়ী পুরী,
গত প্রাণ যা'র শরে বিহঙ্গের পতি,
মহা পরাক্রান্ত বীর অরুণ নন্দন।

মহাবল কুম্ভকর্ণ দুর্জ্জয় জগতে,
অদ্বিতীয় শক্তিধর শূলীশম্ভু নিভ,
ছয় মাস নিদ্রা অন্তে জাগরণে যা'র,
জগৎ স্তম্ভিত ভীত গণিয়া প্রমাদ ;
নীল গিরি জিনিকায় বিশাল ভূধর
গর্জ্জনে যাহার কাঁপে মহী, সিন্ধু, ব্যোম,
বিশ্ববাসী জীব দেখে মৃত্যু বিভীষিকা
সশঙ্ক লঙ্কেশ নিজে সিংহনাদে যা'র ;
বাহু বলে নাশিয়াছি উভয়েরে আমি।
ধরার ভূষণ লঙ্কা স্বর্ণময়ী পুরী,
খণ্ড খণ্ড করিয়াছি তীক্ষ্ণতম শরে,
যমরূপী লক্ষ রক্ষ করে'ছি বিনাশ।
মহাবাহু বীরবাহু চিত্রঙ্গদা সুত,
মরে'ছে আমার শরে অক্ষয় কুমার ;
রক্ষ রক্তে স্বর্ণ লঙ্কা করে'ছি প্লাবিত,
বহি'ছে শোণিত স্রোত লঙ্কার সমরে।
রাক্ষসের রক্ত পানে, রক্ত কলেবর,
ধরিয়ে প্রলয় মূর্ত্তি জলদল পতি,
করি'ছে গর্জ্জন যেন গ্রাসিতে বসুধা।
গতজীব মোর শরে কিষ্কিন্ধা অধিপ,
মহা পরাক্রান্ত বালী ; রক্ষনাথে যেবা,
লাঙ্গুলে বান্ধিয়া আগে তুলিয়া বিমানে
সপ্ত সমুদ্রের জলে করায়েছে স্নান।

ইষ্টদেব ! কোন গুণে লক্ষ্মণ সুমতি,
আমা হ'তে শ্রেষ্ট কহ কোন প্রতিভায় ;
কা'র সনে কোন্ রণে অনুজ আমার,
দেখা'য়েছে আমা হ'তে বীরত্ব অধিক,
রঘুকুলে কিসে শ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ ?
জ্যেষ্ঠরাম, শ্রেষ্ঠরাম ইক্ষ্বাকুর কুলে,
রবিকুল রবি রাম বীরত্ব প্রভায়,
সূর্য্যকুল সূর্য্য রাম রঘুকুলপতি,
কেনা জানে এই কথা কহ ইষ্টদেব ?
রাম লক্ষ্মণেতে কভু না হয় তুলনা।
রামচন্দ্র প্রভাকর, লক্ষ্মণ খদ্যোত,
রাম মহাপারাবার, গোষ্পদ লক্ষ্মণ ;
ভারত সাগর রাম, তা'র তুলনায়,
ক্ষুদ্র দ্বৈপায়ন হ্রদ, অনুজ তাহার।

বশিষ্ঠ। রামচন্দ্র !
বীরত্বে, শূরত্বে, শৌর্য্যে, ইন্দ্রিয় শাসনে,
বাহুবলে, দৃঢ়তায়, আত্মসংযমেতে,
ধনুর্বিদ্যা, রণনীতি, শর চালনায়,
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠতর অনুজ তোমার।
রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ রাবণি দুর্জ্জয়,
অবধ্য নরের শরে ময়সুতা সুত ;
চৌদ্দ বর্ষ যেই জন থাকে অনশনে,

চৌদ্দ বর্ষ যেই জন নিদ্রা নাহি যায়,
দেখে নাই চৌদ্দ বর্ষ নারীমুখ যেবা,
ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় হয় যেই জন,
অদার, অক্ষতবীর্য্য, বর্ষ চতুর্দ্দশ,
না'হি জানে যেই জন ইন্দ্রিয় বিলাস,
কামজয়ী, ক্রোধজয়ী, মায়াজয়ী যেবা ;
তা'র বধ্য মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ রথী ;
তুষ্ট হ'য়ে আশুতোষ রাক্ষস ঈশ্বরে,
দিয়াছিল এই বর দেব মৃত্যুঞ্জয় ;
রাবণিরে ডরে প্রাণে মৃত্যু অধিকারী ।

রাম। কেমনে বিশ্বাস করি রঘুকুল গুরো !
অসম্ভব ইষ্টদেব ! ভারতী তোমার।
পিতৃসত্য রক্ষা হেতু আমিও লক্ষণ,
আছিলাম চৌদ্দ বর্ষ গভীর কাননে ;
নিত্য নিত্য বনফল করি আহরণ,
স্বহস্তেতে কুলদেব ! দিয়েছি লক্ষ্মণে ;
অনশনে ছিল বনে বর্ষ চতুর্দ্দশ,
অনুজ আমার দেব ! মিথ্যা এ বচন ।
আছিল জানকী সদা সঙ্গে আমাদের,
নারী মুখ দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর লক্ষ্মণ,
দেখে নাই এই কথা অতি অসম্ভব।
পঞ্চবটী বনে মোরা রচিয়া কুটীর,

আছিলাম অনুক্ষণ ভোগ সুখে রত,
আছিলাম মগ্ন দোঁহে সদা ব্যসনেতে ;
দুঃখ না'হি ছিল দেব ! না ছিল অভাব,
প্রকৃতির লীলাস্থলি রম্য উপবনে,
আছিলাম দুই ভাই মৃগয়ায় রত।
পূণ্য ভূমি পঞ্চবটী জননীর প্রায়,
স্নেহ ভরে' বক্ষে ধরে পরম যতনে,
করে'ছে পালন সদা রঘু পরিবার।
ক্ষুধায় দিয়ে'ছে ফল, তৃষ্ণায় সলিল,
শ্রান্তি দূর করিয়াছে শীতল ছায়ায়,
সুমন্দ মলয়ানিল ধীর গন্ধবহ,
জননীর স্নেহে অঙ্গে বুলা'য়েছে কর।
মৃগয়ায় ক্লান্ত হয়ে' কভু কোন দিন,
রঞ্জিত আকাশ তলে অজিন শয়নে,
করে'ছি শয়ন সুখে সায়াহ্ন সময়ে,
কামিনীর কমনীয় অঙ্গ আলিঙ্গনে,
দেখিতে দেখিতে যেন প্রেমের স্বপন
মেদুর সমীর সনে নদী গোদাবরী,
তুলিয়া তরঙ্গ-কর স্নেহ কলস্বরা,
কত রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য করি বিন্ধ্য সুতা,
বনবাসী রাঘবের রঞ্জিয়াছে প্রাণ।
ঋষিগণ প্রভাতীয় বৈতালিক স্বরে,

করিয়াছে মুখরিত বন পঞ্চবটী ;
গাহিয়া বিহগ কুল, কুহরিয়া পিক,
শ্রবণ বিবরে সদা ঢালিয়াছে সুধা ;
নাচি'ছে ময়ুরগণ তুলিয়া পেখম,
ফুলে' ফুলে' শিলী মুখ করে'ছে গুঞ্জন।
ঋতুরাজ ক্রীড়া মঞ্চ বন পঞ্চবটী,
নবফুলে, নবফলে, নিত্য নবসাজি,
মোহি'ছে নয়ন মন নিত্য নব বেশে।
ভুলে'ছি অযোধ্যা মোরা ভুলে'ছি প্রাসাদ
ভুলিয়াছি রঘু পুরে সম্ভোগ সম্পদ ;
বনবাসে বনদেব বনদেবী প্রায়,
আছিলাম মহা সুখে এই দীর্ঘকাল।
দশমাস কাল মাত্র লঙ্কার সমরে,
বিপদ জলধি জলে আছিনু মগন,
দেখিয়াছি অনিবার মৃত্যু বিভীষিকা,
শুনিয়াছি নিরন্তর কৃতান্তের ডাক ;
আছিল সঙ্কটগ্রস্ত কিষ্কিন্ধা অধিপ,
আছিল সঙ্কটগ্রস্ত বানর কটক,
আছিল সঙ্কটে ঘোর মিত্র বিভীষণ ;
কি প্রকারে কহ'দেব! লক্ষ্মণ সুমতি,
অনিদ্রায় যাপিয়াছে বর্ষ চতুর্দ্দশ ?

লক্ষ্মণ। সত্য কথা রঘুনাথ! চৌদ্দ বর্ষ বনে,

অনাহার অনিদ্রায় আছিলাম আমি ;
চৌদ্দ বর্ষ দেখি নাই কভু নারী মুখ,
চৌদ্দ বর্ষ জানি নাই ইন্দ্রিয় বিলাস,
চৌদ্দ বর্ষ ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি ছিল মোর।
নিত্য মোরে বনফল দিয়েছ রাঘব !
কর'নি আদেশ কভু করিতে ভোজন ;
তোমার আদেশ বিনা কভু কোন দিন,
করে'ছে কি কোন কর্ম্ম অনুজ তোমার ?
দয়া করি দয়াময় ! কহি'ছ সতত,
"ধর ফল সুলক্ষ্মণ" ধরিয়াছি আমি,
স্নেহ ভরে রাঘবেন্দ্র ! কভু কোন দিন,
কহ নাই হে লক্ষ্মণ করহ ভোজন ;
তা'ই আমি চৌদ্দ বর্ষ ছিনু অনশনে,
বনবাসে করি নাই খাদ্য পরশন।
আছিলেন রঘুরাণী চৌদ্দ বর্ষ বনে,
মাতৃসম নিত্য তা'য় দেখিয়াছি আমি,
দাস ভাবে সেবিয়াছি চরণ যুগল,
চাহিনি বদন পানে কভু কোন দিন।
অযোধ্যা পতির পুত্র বীর দাশরথি,
রঘুবংশ অবতংস ভুবন পাবন,
রাজার সংসার ছাড়ি, রাজার প্রাসাদ,
ত্যজি হৈম সিংহাসন, ত্যজি ইন্দ্রপুরী,

শিরে ধরি জটাজূট, অঙ্গেতে গৈরিক,
বী বপু, বর বপু বিভূতি ভূষিয়া,
বনবাসী, ভিক্ষাজীবী রঘু ধুরন্ধর।
রঘুকুল রাজলক্ষ্মী অযোধ্যার রাণী,
নারী কুল শিরোমণী, সংসার ললাম,
জগতে আদর্শ কন্যা আদর্শ গৃহিণী,
বৃক্ষের বল্কলে করি তনু আচ্ছাদন,
পতী সনে বনবাসী রাজার নন্দিনী,
দশরথ পুত্রবধূ, জনক দুহিতা,
নিরাশ্রয়া, ভিখারিণী রাজরাজেশ্বরী,
কুটীর বাসিনী বনে রঘু কুল বধূ ;
কে আছে জগতে হেন নির্ম্মম পাষাণ,
কহ শুনি রঘুনাথ ! এদৃশ্য দেখিয়া,
ভোগ সুখে রত হয় কে হেন নির্দ্দয়।
পঞ্চবটী বনে যবে রঘুরাজ, রাণী,
পর্ণ কুটীরের মাঝে তীক্ষ্ণধার কুশে,
করিত শয়ন দোঁহে বনদেব দেবী,
ব্যাধ বেশে ছলি যেন বিশ্ব চরাচর,
সে দৃশ্য দেখিয়া মোর ফেঁটে যেত প্রাণ।
মহাবনে চারিদিকে রাক্ষসের ভয় ;
ঘুম ঘোরে ঘটে যদি কোন অমঙ্গল,
ধনুর্ব্বাণ করে তা'ই জাগ্রৎ প্রহরী ;

রঘু পুত্র রঘুরাজে রক্ষিত সতত ;
রক্ষিত লক্ষ্মণ সদা অযোধ্যা রাণীরে।
চৌদ্দ বর্ষ অনিদ্রায় আছিলাম বনে,
আছিলাম অনশনে বর্ষ চতুর্দ্দশ,
চৌদ্দ বর্ষ বনবাসে অযোধ্যা রাণীর,
পদ ভিন্ন অন্য অঙ্গ দেখি নাই আমি।
চৌদ্দবর্ষ নাহি ছিল ইন্দ্রিয় বিলাস,
স্বপনেও দেখি নাই বামা মুখশশী ;
অদার অক্ষত বীর্য্য বর্ষ চতুর্দ্দশ,
আছিল অনুজ তব বনবাস কালে।

রাম। চৌদ্দ বর্ষ অনশনে ছিলে যদি বনে,
কহ শুনি কি করে'ছ প্রাণের লক্ষ্মণ !
নিত্য যেই ফল আমি দিয়েছি তোমায় ;
কোথায় রেখে'ছ ফল সুভ্রাতৃ বৎসল !
কি প্রমাণ আছে তুমি কর'নি আহার।

হনুমান। ফলের রক্ষক আমি প্রভো রঘুনাথ !
সুগ্রীবের আদেশেতে পঞ্চবটী বনে,
রাখিয়াছি সব ফল করিয়া যতন।
দীর্ঘ বনবাস অন্তে যেই দিন প্রভো !
ফিরেছিনু অযোধ্যায় লইয়া মায়েরে,
করে'ছি গণনা ফল আমিও অঙ্গদ,
দেখে'ছি গণনা করে' দিন মিলাইয়া,
সপ্ত ফল নাই তাহে' রঘুকুল চূড়া !

খুঁজিয়াছি পঞ্চবটী, কিষ্কিন্ধা নগর,
খুঁজেছেন যুবরাজ বানরের পুরী,
পাতি পাতি করি দেখিয়াছি দুই জন,
সাতটী ফলের মোরা পাইনি সন্ধান।

রাম। চৌদ্দবর্ষ বনবাসে শোন ইষ্টদেব !
নিত্য আমি করিয়াছি ফল আহরণ ;
নিত্য দূর বন হ'তে সুস্বাদু রসাল,
আনিয়া প্রদান ফল করে'ছি লক্ষ্মণে।
কেন সপ্ত উণ তা'য় বুঝিতে না পারি :—
নিশ্চয় লক্ষ্মণ ! তুমি করে'ছ ভক্ষণ,
কিঞ্চিৎ করিয়া নিত্য এই সপ্ত ফল ;
অনশনে ছিলে বনে বর্ষ চতুর্দ্দশ,
মিথ্যা এ বচন তব সুভ্রাতৃ বৎসল !

লক্ষ্মণ। মিথ্যা নয় রঘুপতি ! দেখ মনে করে',
চতুর্দ্দশ বর্ষ দীর্ঘ ঘোর বনবাসে,
সপ্ত দিন কর নাই ফল আহরণ ;
সাত দিন অনশনে আছিলা আপনি।
অনশনে ছিল সব সুহৃদ বান্ধব,
অনশনে ছিল প্রভো ! সুগ্রীব বাহিণী,
রঘু বন্ধু, রঘু মিত্র, রঘু পরিবার,
সপ্ত দিন রঘুনাথ ! ছিল উপবাসী।

রাম। বনবাস কালে মোরা কোন সপ্ত দিন,

আছিলাম অনশনে সর্ব্ব পরিবার,
পার কি লক্ষ্মণ! তা'র করিতে প্রমাণ?
আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, সুহৃদ বান্ধব,
রঘুবন্ধু, রঘুমিত্র, কোন সপ্ত দিন,
বনবাসে সুলক্ষ্মণ! ছিল উপবাসী?

লক্ষ্মণ। চণ্ডাল পতির পুরে যে'দিন ভরত,
গিয়াছিল নিদারুণ সমাচার লয়ে',
গতজীব অযোধ্যায় অযোধ্যার পতি
পুত্রশোকে গতজীব পিতা দশরথ;
সেই দিন কর নাই ফল আহরণ,
ছিলে তুমি অনশনে রঘুরাণী সনে।
সে'দিন চণ্ডাল পতি ছিল অনশনে,
আছিলেন অনশনে আপনি ভরত;
ভরতের আদেশেতে অযোধ্যা বাহিনী,
অন্নজল পরশন করে'নি সে দিন।
যেই দিন লঙ্কাপতি করিলা হরণ,
রঘুকুল রাজলক্ষ্মী পঞ্চবটী বনে;
পিতৃসখা খগপতি অরুণ নন্দন,
উদ্ধারিতে রঘুবন্ধু রঘুকুল বধূ
দিলা প্রাণ মহাবীর রাবণের করে,
দশানন খড়্গাঘাতে বিহঙ্গের পতি,
ছিন্ন পক্ষ রুধিরাক্ত পড়িলা ধরায়;

মহাশোকে শোকাকুল সে'দিন রাঘব !
কাঁদিয়াছি বনে বনে ভাই দুই জন ;
সেই দিন কর নাই ফল আহরণ ;
সেই দিন রঘুনাথ ! ছিলে অনশনে।
যেই দিন ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ রথী,
মায়া সীতা কেটে'ছিল মহামায়াময় ;
ডুবাইতে রাঘবেরে শোকসিন্ধুনীরে,
কটকের ভুজবল করিতে হরণ,
শক্তিহীন করিবারে লক্ষ্মণ-কৃপাণ।
মায়ের কেশেতে ধরি দুষ্ট নিশাচর,
বজ্রহাতে শির তা'র ফেলিল কাটিয়া,
জননীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলি,
কাঁদিল করুণ স্বরে পুরি লঙ্কাধাম।
সেই দিন শোকাকুল ছিনু দুই ভাই,
শোকে অচেতন ছিল বানর কটক,
রঘুবন্ধু বিভীষণ আছিলা অধীর,
আছিলা বিষণ্ণ ঘোর বানরের পতি ;
শোকে অচেতন ছিল ভক্ত হনুমান,
সেই দিন কর নাই ফল আহরণ।
মহীরাবণের করে পাতাল পুরীতে,
বন্দী ছিনু যেই দিন ভাই দুই জন,
কে দিয়েছে ফল তোমা সে দিন রাঘব !

মনে পড়ে সেই দিন ছিলে উপবাসী ?
রাবণের শক্তিশেলে যেই দিন আমি,
আছিলাম অচেতন মহানিদ্রা কোলে,
মহাশোকে শোকাকুল রঘুকুল রাজা,
মহাশোকে শোকাকুল কিষ্কিন্ধার পতি,
শোকে অচেতন ছিল ভক্ত হনূমান,
আছিল অধীর বীর বিভীষণ রথী,
শোকেতে অধীর ছিল বানর কটক।
গিয়াছিলে মৃত্যুপুরে তুমি রঘুনাথ !
করে'ছিলে কৃতান্তেরে রণে আহ্বাহন ;
রঘুবন্ধু, রঘুমিত্র, রঘুসহচর,
অনশনে ছিলে বনে রঘুধুরন্ধর !
রঘুকুল রাজলক্ষ্মী অশোক কাননে,
অন্নজল পরশন করে'নি সে'দিন।
মন্দোদরী মনোহর রাজা লঙ্কেশ্বর,
গতজীব যেই দিন লঙ্কার সমরে,
রঘুপতি করে যবে হত রক্ষপতি,
হতজীব রক্ষরাজ রঘুরাজ শরে,
মহাক্লান্ত মহারণে সে'দিন রাঘব !
মনে পড়ে কর নাই ফল আহরণ ?
রক্ষবংশ ধ্বংস করি উদ্ধারিয়া সীতা,
আনন্দেতে আত্মহারা ছিনু দুই ভাই,

আনন্দে মগন ছিল বানর কটক,
রঘুবন্ধু, রঘুমিত্র, বনসহচর,
সকলের আস্যে হাস্য আছিল সে'দিন,
অকস্মাৎ ঘটে'ছিল হরষে বিষাদ,
বিনামেঘে বজ্রপাত, আদেশে তোমার,
ঝাঁপ দিলা রঘুরাণী জ্বলন্ত পাবকে ;
অগ্নি পরীক্ষার দিন শোন সীতানাথ !
লঙ্কাধামে অনশনে আছিলা আপনি,
অনশনে ছিল তব সুহৃদ বান্ধব ;
রঘুবন্ধু, রঘুমিত্র, রঘুসহচর,
রঘুরাজ, রঘুরাণী, রঘুপরিবার,
অনশনে ছিল বনে এই সপ্ত দিন।

রাম। বনবাস সহচরী বিদেহনন্দিনী,
চৌদ্দ বর্ষ ছিল সীতা সঙ্গে আমাদের ;
মৃগয়ায় রত আমি ছিনু অনিবার,
দূর বনে করিতাম ফল আহরণ,
থাকিতে কুটীরে তুমি জানকীর সনে,
সীতাকে করিতে রক্ষা বনবাস কালে ;
দেখ নাই নারী মুখ বর্ষ চতুর্দ্দশ,
কেমনে বিশ্বাস করি প্রাণের লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ। রাঘবেন্দ্র ! চৌদ্দ বর্ষ অনুজ তোমার,
চাহে নাই মৈথিলীর মুখপানে কভু,

ভক্তি ভাবে পূজিয়াছি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ,
মাতৃ ভাবে নিত্য তায় করিয়াছি সেবা,
পদ বিনা অন্য অঙ্গ দেখিনি কখন।
অবিশ্বাস কর যদি অনুজে তোমার,
ভক্ত হনুমানে দেব! করহ জিজ্ঞাসা,
সত্যবাদী, অকপট, সরল মারুতি,
জ্ঞাত আছে এই কথা অঞ্জনা নন্দন।

হনুমান। সুগ্রীবের আদেশেতে প্রভু রঘুনাথ!
ঠাকুর লক্ষ্মণ সনে আমি ও অঙ্গদ,
বনে বনে জননীর করে'ছি সন্ধান।
খুঁজিতে মায়েরে প্রভো! গোদাবরী তীরে,
পেয়েছিনু জননীর অঙ্গ আভরণ;
চরণ বলয় ছাড়া আর কিছু তা'য়,
পারে নাই চিনিবারে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মায়ের সন্ধানে আমি লঙ্ঘিয়া সাগর,
গিয়াছিনু যেই দিন স্বর্ণ লঙ্কাপুরী;
অশোক কাননে দেখা পাইয়া মায়ের,
বলেছিনু সকলের কুশল বারতা।
বলেছিনু বালীবধ সুগ্রীব মিলন,
বলেছিনু কিষ্কিন্ধায় সৈন্যসমাবেশ,
বলেছিনু বানরের রণ আয়োজন।
ডুবাইয়া স্বর্ণ লঙ্কা রাক্ষস শোণিতে,

ধ্বংস করি রাক্ষসের পুরী মনোহরা,
বজ্র প্রহারেতে চূর্ণ করি স্বর্ণ ভূমি,
দশানন হৈমাগার করিয়া লুণ্ঠণ,
বিপুল রাবণকুল করিয়া নির্ম্মূল,
উদ্ধারিতে রঘুরাণী, জগত জননী,
বলেছিনু সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
বিদায়ের কালে আমা প্রভুর অঙ্গুরী,
দিয়াছিলা রঘুরাণী স্মৃতি-নিদর্শন ;
দেখাইতে রঘুনাথে করিয়া আদেশ ;
চরণ নুপুর খুলি দিয়াছিলা মাতা,
দেখাইতে সৌমিত্রীরে পঞ্চবটী বনে।
সুধাইনু যবে আমি রহস্য ইহার,
বলেছিলা এই কথা রাঘব ঘরণী :—
"অঙ্গুরী আমার শোন বাছা হনুমান!
পারিবেনা চিনিবারে দেবর আমার ;
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল গভীর কাননে,
সেবি'ছে সৌমিত্রী মোরে জননীর মত,
সন্তানের স্নেহে আমি দেখিয়াছি তা'য়।
বনবাসে সুলক্ষণ ছিল সহচর,
সন্তানের মত ছিল চির অনুগত ;
নত শির চিরদিন দেবর আমার,
চাহে নাই কোন দিন মুখ পানে মোর,

পদ বিনা অন্য অঙ্গ দেখে নাই কভু।"

রাম। চৌদ্দবর্ষ অনিদ্রায় ছিলে কাননেতে,
পার কি প্রমাণ দিতে প্রাণের লক্ষ্মণ!

মায়া। রাঘবেন্দ্র! চৌদ্দবর্ষ দীর্ঘ বনবাসে,
সৌমিত্রীর পাশে আমি আসি নাই কভু'
লক্ষ্মণে আমার নাহি ছিল অধিকার।
বনবাসে একদিন রঘুকুল রাজা!
আছিলা নিদ্রিত যবে রঘুরাণী সনে,
করে তীক্ষ্ণ খরশান, কোদণ্ড ভীষণ;
জাগ্রৎ প্রহরী রূপী অনুজ তোমার,
দাড়া'য়ে শিয়রে যেন কালান্তক যম,
আছিল প্রহরী তব গভীর নিশীথে।
ভুবনমোহিনী আমি আনন্দদায়িনী.
সুকোমল অঙ্গে মোর করিয়া ধারণ,
ঘুচাইতে লক্ষ্মণের দিবসের শ্রম,
ডুবাইতে ক্লান্তি তা'র বিস্মৃতি সলিলে,
এসেছিনু সেই কালে মায়ারূপ ধরি।
সঙ্গে এসেছিল মোর স্বপ্ন সহচরী
ধরি ঊর্ম্মিলার রূপ; ঊর্ম্মিলাবিলাসী
চাহে'নি বিরাগ ভরে সেই মুখ পানে।
মিষ্ট ভাষে রঘুপুত্র বলেছিল মোরে;—
"যাও মাতা! বিশ্রামের নাই অবসর,

অসহায় রঘুপতি এই ঘোর বনে,
অসহায়া রঘুরাণী গভীর কাননে ;
লভি'ছে বিশ্রামশান্তি ক্রোড়েতে তোমার,
রঘুরাজ রঘুরাণী নিদ্রাগত এবে।
এই ঘোর বনে সদা রাক্ষসের ডর,
আছে এই মহাবনে হিংস্র জন্তু কত,
আছে কত অজগর কাল বিষধর,
আছে কত নিশাচর কালরূপধারী ;
ঘুম ঘোরে ঘটে যদি কোন অমঙ্গল,
হইলে অনর্থ কিছু শোন বিশ্বমাতা !
অনন্ত নিরয়গামী হইবে লক্ষ্মণ,
যাও মাতা ! বিশ্রামের নাই অবসর।"
কহিলাম সৌমিত্রীরে সুভ্রাতৃবৎসল !
রোধিতে আমায় বৎস ! শক্তি নাই কা'র ;
মায়ারূপধারী আমি বিশ্ববিমোহিনী।
দেহী মাত্র প্রকৃতির আজ্ঞাধীন সবে,
প্রকৃতির আজ্ঞাধীন সারা সৃষ্টি স্থিতি,
মৃত্যুপতি, শচীপতি, রমাপতি আদি,
প্রকৃতির আজ্ঞাধীন দেব মৃত্যুঞ্জয়,
চরাচর মরামর, দেব সেনাপতি,
মহাশক্তি প্রকৃতির আজ্ঞাধিনী সদা।
সামান্য মানব তুমি ক্ষীণজীবী নর,

কি শক্তিতে চাহ তুমি রঘুরাজ সুত !
বিশ্ব বিজয়িনী আমি জিনিতে আমায় ?
কি সাহসে চাহ তুমি সুমিত্রানন্দন !
এড়া'তে মায়ার হাত, নশ্বর মানব !
মহা মায়াময়ী আমি মায়ামুগ্ধ নর ?
করে ভীম খরশান, বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
তীক্ষ্ণ শর সংযোজিত করিয়া কার্ম্মুকে,
কহিলেন মহা ক্রোধে, রক্ত জবা আখি :—
"পালাও জগত মাতা, যাও মায়াময়ি !
আদেশ আমার যদি না কর পালন,
দমেন শমন যথা দমিব তোমায় ;
বিনাশিব তোমা আমি বজ্র হেন বাণে,
ঘুচাইব মায়া নাম বিশ্বগ্রন্থ হ'তে,
লক্ষ্মণের মৃতজিহ্বা শাণিত কৃপাণ,
পশিবে বক্ষেতে তব শোন মহামায়া !
সংসার আসক্ত যেবা ইন্দ্রিয়বিলাসী,
ভীরু কাপুরুষ যেবা রিপুর সেবক,
সংসারের রাঙ্গা ফুলে মুগ্ধ যেই জন,
কামিনীর কমনীয় অঙ্গ আলিঙ্গনে,
আরাধিছে তোমা যেবা যাও তা'র পাশে,
স্নিগ্ধকর অঙ্গ তা'র অঙ্গ পরশনে।
লোভী, ভোগী, নীচ, হীন, ইন্দ্রিয়সেবকে,

যাও তুমি কর ক্রোড়ে নিদ্রা মায়াবিনি !
কামুকের অঙ্গে থাক অঙ্গ মিলাইয়া ।
জিতেন্দ্রিয়, রাজঋষি, সুমিত্রানন্দন,
তোমার কুহকে মায়া ! ভুলিবেনা কভু ;
যতদিন রঘুপতি আছেন কাননে,
যতদিন বনবাসী অযোধ্যার রাণী,
না আসিও মহামায়া ! লক্ষ্মণের পাশে।
যেইদিন রঘুরাজ রঘুরাণী সনে,
উজলি' ভারত ভূমি গৌরব প্রভায়,
রাজদণ্ড করে ধরি রাজরাজেশ্বর,
শচী শচীপতি সম হৈম সিংহাসনে,
আলোকিবে অযোধ্যার রাজসিংহাসন,
সেই দিন এসো তুমি নিদ্রা মায়াবিনি !
লক্ষ্মণে নাই শান্তি নাই ভোগস্পৃহা,
নাই প্রাণে, দয়া মায়া, নাই কোমলতা,
যতদিন রঘুপতি আছেন কাননে,
যতদিন বনবাস নাহি হয় শেষ,
যতদিন কর্ম্মলিপি না হয় খণ্ডন,
যতদিন পূর্ণ নয় বর্ষ চতুর্দ্দশ।"
কামজয়ী, ক্রোধজয়ী, রিপুজয়ী যেবা,
রাঘবেন্দ্র ! অনুগত ন'হে সেই মোর,
লক্ষ্মণে আমার নাহি ছিল অধিকার।

বনবাসে রঘুনাথ ! বর্ষ চতুর্দ্দশ,
আর আমি আসি নাই সৌমিত্রীর পাশে ;
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, ইন্দ্রিয়বিলাস,
জানে নাই মহাবনে অনুজ তোমার।

রাম। জানি আমি ইষ্টদেব ! লক্ষ্মণ আমার।
জিতেন্দ্রিয়, রাজঋষি, বীরত্বের রবি,
সূর্য্যকুল সূর্য্যবীর সুমিত্রানন্দন,
রঘুকুলরত্নোত্তম অনুজ আমার।
জ্যেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ কিন্তু লক্ষ্মণ সুমতি,
প্রচারিতে এই কথা বিশ্ব চরাচর,
করেছি ছলনা মাত্র লক্ষ্মণের সনে।
জেনে যা'ক্ সারা বিশ্ব, নাগেন্দ্র পাতালে,
জানুক মহেন্দ্র স্বর্গে, অমর নিকর,
কৈলাসে কৈলাসপতি দেব পঞ্চানন,
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ, গোলকবিহারী,
জেনে যা'ক এই কথা বিশ্বের কারণ,
মৃত্যুপুরে মৃত্যুপতি আর আদি পিতা,
জ্যেষ্ঠ আমি, শ্রেষ্ঠ তুমি প্রাণের লক্ষ্মণ।

—০—

তীর্থ যাত্রা ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কর্ণের পরিচয় সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের মতভেদ আছে। মহাভারতের বর্ণনায় জানা যায় কর্ণ যে কুন্তীর কানীন পুত্র একথা লোক-লজ্জা ভয়ে পাণ্ডব জননী চিরকালই গোপন রাখিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর, পাণ্ডবেরা জানিতে পারেন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারী জাতিকে অভিসম্পাত করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ মহাভারতের "নারী পর্ব্ব," উপলক্ষ্য করিয়া রচিত হইলেও আমি সম্পূর্ণ ভাবে ইতি-হাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকার; প্রাচীন কবিদের সুরে সুর মিলাইতে গেলে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়; তা'ই জেনে শুনেও এই মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দুর্য্যোধনের মতন আমারো কৈফিয়ৎ :—

"দা'ওনি প্রবৃত্তি ধর্ম্মে তুমি হৃষীকেশ !
করে'ছি অধর্ম্ম তা'ই আমি দুরাচার ;
হৃদি মাঝে হৃদয়েশ ! বসি নিরবধি,
চালা'য়েছ যেই পথে চলিয়াছি আমি।"

ব্যাস। জ্ঞানী তুমি যুধিষ্ঠির! স্থির কর মন,
কর শোক পরিহার ধর্ম্মের তনয়!
এ সংসারে মৃত্যু ধ্রুব, মৃত্যুর মতন
চিরস্থির নহে কিছু; ধ্বংস অনিবার;
কেহ নাই হেন জন ত্রৈলোক্য ভিতর,
রোধিতে মৃত্যুর দ্বার পারিয়াছে যেবা।
অনন্ত অক্ষয় মৃত্যু, মৃত্যুর সাগরে
একটী তরঙ্গ মাত্র জীবের জীবন।
সকলি' মরণশীল, জন্ম লভে জীব,
শুধুই মরিতে; ফোটে ফুল ঝরে' যেতে।
খুঁজে' দেখ সারা বিশ্ব, পাবেনা দেখিতে,
একটী বালুকা কণা, চিরস্থায়ী যেবা;
জড় বা অজড় বৎস! কিবা বায়বীয়,
সকলেই ধ্বংসশীল, মৃত্যুর অধীন,
ছুটিয়েছে খরবেগে মরণের পথে।
এ সংসার লীলাস্থলি, সবি' তাঁ'র লীলা,
ভাঙ্গি'ছে, গড়ি'ছে কত সৃজিতেছে জীব;
মারিয়া পুরাণ দেখ গড়ি'ছে নূতন,
সেই সে অব্যক্ত শক্তি বিরাট পুরুষ।
আসিতেছে কত জনে কত সাজে সাজি',
খেলিতেছে কত খেলা ইচ্ছা অনিচ্ছায়,
তা'রি কর-ধৃত-জড়-পুত্তলিকা মত,

করিতেছে সংসারেতে কত অভিনয়,
যেতেছে চলিয়া কোন অজানা দেশেতে ;
ক্ষুদ্র জলবিম্ব প্রায়, ইচ্ছায় তাঁহার,
যেতেছে মিলিয়া সব অনন্ত সলিলে।
কৌরব পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী,
এসে'ছিল ধরাধামে তাহারি' ইচ্ছায়,
সাধিয়ে তাঁহার কার্য্য এই দীর্ঘকাল,
বীর দাঁপে কাঁপাইয়া সমগ্র বসুধা,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য করিয়া স্থাপন,
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
প্রাণ দিয়ে মহারণে মহারথী গণ,
চলে' গেছে স্বধামেতে ইঙ্গিতে তাঁহার।
স্বজন, বান্ধবগণ আত্ম পরাপর,
একই শয্যায় শুয়ে শত্রু, মিত্র সব,
পাণ্ডব পাঞ্চাল সৈন্য, সৈন্য কৌরবের,
বীরগতি লভিয়াছে এই ধর্ম্মরণে
অভিন্ন সকলে আজ মরণ শয্যায়।
সকলের মৃত দেহ করহ সৎকার,
সকলে তর্পণ দান কর যুধিষ্ঠির !
শাস্ত্রমত পিণ্ডদান করহ সবার।

যুধিষ্ঠির। দশ দিন মহারথী করি মহারণ,
বিনাশি অসংখ্য সৈন্য চতুরঙ্গদল,

লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি কালের হৃদয়ে ,
ক্ষত্রকুল হিমগিরি, কুরুকুলচূড়া,
শর শয্যাগত ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহ।
কহ দেব দ্বৈপায়ন! কোন্ পুণ্য স্থান,
হ'বে মহা তীর্থস্থান এই ভারতের,
বক্ষে ধরে' ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব শব।
ভারতের জগতের বীর অদ্বিতীয়,
মনুষ্য জাতির শ্রেষ্ঠ ভীষ্মরাজ ঋষি ;
স্বইচ্ছায় লভিয়াছে মহা নির্ব্বাণ
কোন্ স্থানে মহাবপু হইবে সমাধি,
প্রতি রেণু হ'বে যা'র পবিত্রতাময়।

ব্যাস। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব কুরুকুলপিতা,
ক্ষত্রকুল হিমগিরি মহা পুণ্যবান,
মানব উদ্ধার ব্রতে এই ধর্ম্মরণে,
দিয়েছে আপন প্রাণ দধিচীর প্রায়।
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন,
স্বইচ্ছায় বীরবপু, বীরত্বের রবি,
সাধিতে জগৎ হিত, মানব মঙ্গল,
করে'ছে জাহ্নবী সুত আত্ম বলিদান ;
সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশুমালী মত,
ডুবে' গে'ছে ভীষ্মদেব আন্ধারি ভারত।
অনন্ত পাপীর পাপ কুরুক্ষেত্র রণে,

আপন রক্তেতে বীর করিয়া তর্পণ,
ঘুমাইছে ভীষ্মদেব প্রকৃতির কোলে,
শর সমাবৃত অঙ্গে শরের শয্যায়।
দেবের অংশেতে জন্ম দেব অবতার,
মনুষ্য জাতির শ্রেষ্ঠ মহা কীর্ত্তিমান,
আজীবন ব্রহ্মচারী শান্তনুনন্দন ;
মহারণে মহাযশ করায়াত্ত করি,
হয়ে'ছে অমর ভীষ্ম ত্রৈলোক্য পূজিত।
হেন কোন স্থানে কর সমাধি তাঁহার,
কলুষিত ন'হে যাহা পাপীর পরশে,
হয়েনি' সমাধি যেথা কোন মানবের,
ধরেনি, শ্মশান মূর্ত্তি যেই স্থান কভু।
জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুরুকুল-পিতা,
বীরত্বে, মহত্বে, ভীষ্ম ধরার ভূষণ ;
দশ দিবসের রণ শরশয্যা যা'র,
করিবে আসৃষ্টি নরে ভীত ও স্তম্ভিত।
অনন্ত মানব জাতি অনন্ত কণ্ঠেতে,
গাহিবে ভীষ্মের জয় যুগ যুগান্তর ;
ভীষ্মের সমাধি হ'বে মহা তীর্থস্থান।
অনন্ত কালের তরে অনন্ত মানব,
ধন্য হ'বে শিরে ধরে এক বালুকণা,
সেই মহাতীর্থ হ'তে ; ভীষ্ম পদরজে,
হ'বে সেই ভূমি খণ্ড মহা পুণ্যময়।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ !

মহর্ষির আদেশেতে আমি ও কেশব,
ভ্রমিয়াছি ত্রিভুবন কপিধ্বজ রথে ;
দেবলোক, সুরলোক, গন্ধর্ব্বের পুরী,
দেখে'ছি কৈলাস গিরি, মানস সরস,
চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক আর বিষ্ণুপুর,
ভ্রমে'ছি অমরাবতী প্রতি গ্রহে গ্রহে।
হিমগিরি বিন্ধ্যগিরি, মধ্য ভারতের,
দেখিয়াছি নীলগিরি, নর্ম্মদা সৈকত,
দেখিয়াছি পঞ্চবটী, কিষ্কিন্ধা নগরী,
খুঁজিয়াছি দুই জনে গোদাবরী তট।
লাক্ষাদ্বীপ, যবদ্বীপ, মালদ্বীপ আর,
দেখিয়াছি সেতুবন্ধ স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ;
ভেদিয়া লবণ সিন্ধু সপ্তদ্বীপা ধরা,
পাতি পাতি করি খুঁজিয়াছি দুই জন ;
ব্রহ্মার অনন্ত সৃষ্টি দেখিয়াছি সব।
দেখি নাই হেন স্থান ত্রৈলোক্য ভিতর,
হয় নাই যাহা কভু সমাধি ভবন,
ধরেনি শ্মশান মূর্ত্তি যেই স্থান কভু।
দেখি নাই হেন জন চিরজীবী যেবা,
শুনি নাই কারো মুখে অমর সে জন,
কহে নাই কেহ সেই করে নাই পাপ,

দেখি নাই কোন স্থানে কারে মৃত্যুঞ্জয়ী,
শুনি নাই কোন দেহী ডরেনা মরণ।
দেখি নাই হেন গৃহ সারা সৃষ্টি মাঝে,
ভাসে নাই যাহা কভু শোক সিন্ধুনীরে,
মরেনি কখন যা'র অধিবাসীগণ।
দেখি নাই স্রোতস্বতী সলিল যাহার,
অপবিত্র হয় নাই মানব শবেতে।
দেখি নাই হেন ফুল নাহি ঝরে যাহা,
দেখি নাই হেন বৃক্ষ নাহি মরে কভু,
দেখি নাই হেন লতা শুষ্ক নাহি হয়।
দেখি নাই কমলের চির হাস্য মুখ,
দেখি নাই চির হাসি কভু কুমুদের ;
দেখি নাই পুষ্প যাহে' না পরশে কীট,
দেখি নাই মুক্ত দেহ ব্যাধি কোপ হ'তে,
দেখি নাই মুখ কা'র চির হাসি মাখা।
চিরস্থির দেখি নাই জীবের যৌবন,
অকম্পিত দেখি নাই সরসীর নীর,
অশ্রুহীন দেখি নাই কভু কা'র আখি।
দেখি নাই কোন স্থানে একপদ ভূমি,
মানবের শব যেবা ধরে নাই বুকে,
করেনি পরশ কভু মৃতজন দেহ।

যুধিষ্ঠির। তোমারি আদেশে ঋষি! উপদেশে তব,

ভ্রমিয়াছে ধনঞ্জয় অখিল সংসার,
ভ্রমিয়াছে সপ্ত দ্বীপ আপনি কেশব,
পায় নাই হেন স্থান সারা সৃষ্টি মাঝে,
কলঙ্কিত নহে যাহা মৃত্যুর পরশে।
কহ দেব দ্বৈপায়ন! কোন্ পুণ্যস্থান,
হ'বে চির তীর্থস্থান এই ভারতের,
ধরিয়ে এ পুণ্য দেহ বক্ষে আপনার?
অপুত্রক পিতামহ, চির ব্রহ্মচারী,
অদার অক্ষতবীর্য্য ভীষ্মরাজ ঋষি,
জগত-পূজিত চির কুমার গাঙ্গেয়;
কহ দেব! কে করিবে তাঁহার তর্পণ,
শাস্ত্রমত কে করিবে ভীষ্মে পিণ্ডদান।

ব্যাস। "কীর্ত্তি যস্য সঃ জিবতি" শোন যুধিষ্ঠির!
অমর কৌরব পিতা গঙ্গার তনয়;
যত দিন রবি, শশী উদিবে আকাশে,
বেঁচে' র'বে ভীষ্মদেব যশের সৌরভে;
পবিত্রিয়া ধরাধাম উজ্জ্বলি বসুধা।
ত্রৈলোক্য পূজিত বীর শান্তনু-নন্দন,
পিতামহ নহে শুধু কুরু-পাণ্ডবের,
পিতামহ ভীষ্মদেব সমগ্র হিন্দুর;
ভীষ্মের সন্ততি হয় সমগ্র ভারত;
যুগে যুগে হিন্দু জাতি এই যুগেশ্বরে,

করিবেক পিণ্ড দান পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে,
ভীষ্মের নামেতে হ'বে প্রথম তর্পণ ;
পিতৃলোকে জলবিন্দু করিতে প্রদান,
প্রথম গণ্ডুষ দিবে ভীষ্মের উদ্দেশে।
বক্ষে ধরে গাঙ্গেয়ের পুণ্য পদরজ,
রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মহা তীর্থস্থান ;
কুরুক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র বীর গাঙ্গেয়ের,
ধন্য হ'ক বক্ষে ধরে' ওই পুণ্য বপু ;
ধর্ম্মক্ষেত্র রণক্ষেত্রে হউক সমাধি,
মহারথী গাঙ্গেয়ের জগত গৌরব।
আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণ,
সকলেই রণশায়ী কুরুক্ষেত্র রণে ;
সকলের মৃতদেহ করহ সংকার,
করহ তর্পণ দান জ্ঞাতি বন্ধুজনে,
শাস্ত্রমত পিণ্ডদান করহ সবার।
ভুলিওনা যুধিষ্ঠির ! করিতে কখন,
কর্ণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সকলের আগে,
কর্ণের নামেতে দিও প্রথম তর্পণ,
সর্ব্ব অগ্রে পিণ্ডদান করিও কর্ণের ;
সবার দক্ষিণ পার্শ্বে অঙ্গপতি দেহ,
করিও সমাধিগ্রস্ত এই শশ্মানের।

ুন। দেব দ্বৈপায়ন ! সূত পুত্র অঙ্গপতি,

করিতে তর্পণ তা'র, তা'র পিণ্ডদানে,
কহ ঋষি ক্ষত্রিয়ের কিবা অধিকার।
জ্ঞাতি নহে অতিথি সে কৌরব পুরীতে,
কোন্ শাস্ত্র মত কহ সূত নন্দনের,
পিণ্ড দিবে ধর্ম্মরাজ কৌরব সন্তান;
কর্ণের সমাধি হ'বে সবার দক্ষিণে,
সর্ব্ব অগ্রে কেন তা'র অন্ত্যেষ্টি বিধান?

ব্যাস। বৎস ধনঞ্জয়! অতি গুহ্য এ রহস্য,
সূতপুত্র নহে কর্ণ, দেবের ঔরস,
দেবশিশু অঙ্গপতি পুত্র সবিতার,
কুন্তীর গরভজাত, দৌহিত্র ভোজের।
জগতে অজেয় রথী মহা ধনুর্দ্ধর,
পাণ্ডব প্রথম কর্ণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তব;
ভোজনন্দিনীর কর্ণ প্রথম নন্দন।

যুধিষ্ঠির। ঋষি দ্বৈপায়ন! কুন্তীর তনয় কর্ণ?
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডবের কর্ণ মহারথী,
সূতপুত্র ন'হে কর্ণ ক্ষত্রিয় সন্তান,
অতিথি না জ্ঞাতি কর্ণ কুরু-পাণ্ডবের;
কুন্তীর শোণিত বহে কর্ণ ধমনীতে?

ব্যাস। যুধিষ্ঠির!
শৃগালীর গর্ভে কভু জন্মে না কেশরী,
পঙ্কিল সরসী বক্ষে ফোঁটেনা কুমুদ,

কাচের খনিতে কভু না রয় কাঞ্চন,
অন্ধ গর্ত্তে না জন্মায় পদ্মরাগ মণি।
মহারথী দাতা কর্ণ, ভারত বিদিত,
জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিজ ভুজবলে,
বীরত্বে শূরত্বে, শৌর্য্যে, হৃদয়ের তেজে,
দয়ায়, ক্ষমায়, দানে আত্মবিসর্জ্জনে,
ধরার ভূষণ কর্ণ নৃপকুলচূড়া;
নীচরক্ত জাত ইহা সম্ভবে কি কভু?
কুন্তীর কানীন পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তব,
সূর্য্যের ঔরস জাত অঙ্গ অধিপতি।

অর্জ্জুন। পাণ্ডবের ভ্রাতা কর্ণ সত্যকথা ঋষি?
ক্ষত্রিয় সন্তান অঙ্গ-পতি? মহারথী
দাতা কর্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমা সবাকার?
অজ্ঞানে ক'রে'ছি আমি ভ্রাতৃহত্যা তবে,
নিজ হাতে কাটিয়াছি সহোদর শির;
পুত্র হীনা করিয়াছি ভোজ-নন্দিনীরে?

ব্যাস। ধনঞ্জয়!
ক্ষত্রিয় সন্তান কর্ণ, নহে সূত সুত,
অঙ্গ-পতি সহোদর পঞ্চ পাণ্ডবের।
কুমারী কালেতে পার্থ! জননী তোমার,
গর্ভে ধরেছিলা কর্ণে সূর্য্যের ঔরসে;
লোক লজ্জা ভয়ে শেষে প্রসবের পরে,

অসহায় ভাবে সদ্য প্রসূত সন্তান,
মৃতপাত্রে ভাসাইয়া দিয়া যমুনায়,
অকলঙ্ক রেখেছিল ভোজের নন্দিনী,
আপনার পিতৃকুল নিজ পবিত্রতা।
দুর্ব্বাসার আদেশেতে, আমার আজ্ঞায়,
সকাতর অনুরোধে জননীর তব;
তুলে' নিয়ে সেই শিশু করে'ছে পালন,
ব্যাধ-পতি অধিরথ দয়াবতী রাধা।
বৈকর্ত্তন অঙ্গ-পতি অধিরথ স্থত,
রাধার নন্দন কর্ণ, মিথ্যা সে বচন;
জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ণ পঞ্চ পাণ্ডবের!
জ্ঞাত আছে এ রহস্য মহর্ষি দুর্ব্বাসা,
যদুপতি বাসুদেব, দেবকী নন্দন,
শান্তনু-তনয় ভীষ্ম কুরুকুল পিতা,
স্নেহ চক্ষে দেখিতেন বীর অঙ্গেশ্বরে।

অর্জ্জুন। দেব দ্বৈপায়ন!
নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, আমি রাক্ষসের প্রায়,
অকাতরে করিয়াছি নররক্ত পাত;
জ্ঞাতি রক্তে কলঙ্কিত করে'ছি বসুধা
ক্ষত্র রক্তে করিয়াছি প্লাবিত ভারত
জ্ঞাতি হত্যা, জাতি হত্যা, আত্মীয় বিনাশ,
ভ্রাতৃ হত্যা, পুত্র হত্যা, স্বজন নিধন,

কোন্ পাপ না করে'ছে তৃতীয় পাণ্ডব ;
কা'র দেহ শিরহীন করেনি অর্জ্জুন,
মাতুল শ্বশুর ভবে রাখিয়াছে কা'রে ?
বাকী থাকে কেন ঋষি ! মাতৃ হত্যা আর,
কাটিয়ে মায়ের শির ঘুচাই জঞ্জাল।
কেটেছিলা ভৃগুরাম জননীর শির
পিতার আদেশে, অনুমতি কর ঋষি !
কুরুকুল পিতা, বজ্রহাতে কেটে ফেলি'
ভোজ নন্দিনীরে ; ঘুচে' যা'ক কুরুকুল
পাপ ; একমাত্র ওই রাক্ষসীর পাপে
মহাকুল কুরুকুল হয়ে'ছে নির্ম্মূল।
কর্ণ পাণ্ডবের ভ্রাতা, কুন্তীর তনয়,
ঘুণাক্ষরে এই কথা হইলে প্রকাশ,
হইতনা কুরুক্ষেত্রে এত রক্তপাত,
ডুবিতনা কুরুক্ষেত্র ক্ষত্রিয় শোণিতে।
নিক্ষত্রিয় হইতনা সোণার ভারত,
উঠিতনা হাহাকার ক্ষত্রিয় জগতে ;
বিধবার শোকোচ্ছ্বাসে, করুণ চীৎকারে,
পূরিতনা ভারতের আকাশ বাতাস।
সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভারত,
এইরূপে হইতনা প্রকাণ্ড শ্মশান ;
লক্ষ চিতা একসঙ্গে উঠিতনা জ্বলে',

কোটি কণ্ঠ হ'তে আজ কোটী অভিশাপ,
পোড়া'তনা ফাল্গুনেরে পতঙ্গের প্রায়।
জ্ঞাতিহত্যা, জাতিহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা পাপে,
অনন্ত নিরয়গামী হ'তনা অর্জ্জুন।

ব্যাস। ধনঞ্জয়! অকারণ কেন কর ক্রোধ?
কুমারী কালেতে কুন্তী, জননী তোমার,
ধরে'ছিলা গর্ভে কর্ণে দেবের ঔরসে;
কুন্তীর কানীন পুত্র অঙ্গ-অধিপতি।
লোকলজ্জা ভয়ে তা'ই ভোজের নন্দিনী,
এরহস্য কোন দিন করে'নি প্রকাশ;
স্বামী ভয়ে এই কথা বলে নাই কভু।
নারীর স্বভাব এই শোন ধনঞ্জয়!
করেনা প্রকাশ সেই গুপ্ত প্রেম কভু,
আপন কলঙ্ক কথা বলেনা কাহায়।

অর্জ্জুন। কি কলঙ্ক ব্যাস দেব? লোক লজ্জা কিবা?
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ন'হে ধনঞ্জয়;
সকলের সব বার্ত্তা জানি আমি ঋষি!
সত্য কথা কহ দেখি পরাশর সুত,
কুরুকুলে কোন্ জন পিতার সন্তান।
কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণ মহারথী,
পাণ্ডুর ঔরস জাত মোরা পঞ্চ ভাই?
"প্রয়োজন হ'লে উত্তম জনের দ্বারা,

কুলরক্ষা, বংশরক্ষা না হয় অধর্ম্ম,
অবশ্য কর্ত্তব্য”; ঋষি ! তোমারি বচন।
ভুলেছ কি বেদব্যাস ! আপনার কথা,
কুরুবংশ রক্ষা হেতু কৌরবের পিতা,
কি কুকর্ম্ম করেছিলে ভ্রাতৃবধূ সনে ?
কে না জানে সেই কথা ঋষি দ্বৈপায়ন ?
কনিষ্ঠ ভ্রাতার বধূ লয়ে’ তুমি কোলে’
করে’ছিলে কামকেলি পরাশর সুত !
মহাকুল কুরুকুল নহে কলঙ্কিত ;
কলঙ্কিনী ভোজবালা সূর্য্যের পরশে ?
সত্য করে কহ দেখি তুমি বেদব্যাস,
শান্তনু কি পরাশর জনক তোমার ;
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তুমি অথবা ধীবর
জনক ব্রাহ্মণ তব, জননী ধীবরী,
ন'হকি জারজ তুমি ঋষি দ্বৈপায়ন ?
ন'হেকি কুলটা ঋষি ! জননী তোমার,
ন'হে কি লম্পট ঘোর ঋষি পরাশর ?
কা’র বংশ রক্ষা হেতু, কোন প্রয়োজনে,
আসক্ত হইয়াছিল জনক তোমার,
ধীবর পতির সেই অনূঢ়া কন্যায় ;
কন্যাকালে কেন সেই ধীবর দুহিতা,
উপরত হ’য়েছিল ব্রাহ্মণের সনে ?

দ্বীপে তব জন্ম ঋষি ! তুমি দ্বৈপায়ন !
স্বজিয়া কূয়াসা ঘোর দিবা দ্বিপ্রহরে,
জাহ্নবীর জলে স্বজি' রম্য উপদ্বীপ,
কেন ঋষি পরাশর পাশব আচারে,
আলিঙ্গন করে'ছিল ধীবর কন্যায় ;
এ কুকর্ম্ম করেছিল কেন তব পিতা,
মৎস্যগন্ধা পদ্মগন্ধা পরাশর বরে ?
ত্রৈলোক্য পূজিত তুমি ভগবান ব্যাস !
ঋষিকুল প্রভাকর জনক তোমার ;
আপনার বেলা তুমি কর লীলা খেলা ;
পাপ লেখ ব্যাসদেব ! অপরের বেলা ?

ব্যাস। বৎস ধনঞ্জয় ! "হয় যদি প্রয়োজন,
করিবেক বংশ রক্ষা পবিত্র শোণিতে,
উত্তম জনের দ্বারা" এই শাস্ত্র বাণী।
সাধিতে মানব হিত, হিত দেবতার,
হয় যদি প্রয়োজন জন্মায়ে সন্তান,
অদার অক্ষতবীর্য্য নারী পরশনে।"
দেখ পার্থ ! দেবগণ সত্য ত্রেতা যুগে,
জগতের হিতব্রতে কত মত সব,
ইতর প্রাণীর গর্ভে লভে'ছে জনম ;
জন্মায়ে'ছে কত জনে নীচ হীন কুলে ;
আসক্ত হয়ে'ছে কত বন্য পশু সনে।

কুমারী জননী তব বংশ রক্ষা হেতু,
ধরে' নাই গর্ভে কভু সূর্য্যের ঔরস ;
সাধিবারে জগতের কোন মহা হিত,
উপরত হয় নাই কুন্তী সবিতায়।
নারীর প্রকৃতি পার্থ! গুহ্য অতিশয়,
স্বামী ভিন্ন কোন নারী অন্য পুরুষেরে,
করে যদি সমর্পণ মন প্রাণ কভু,
প্রেমাসক্ত হয় যদি অন্য কা'র সনে,
প্রাণ অন্তে সেই কথা করেনা প্রকাশ ;
পতি পাশে নাহি কয় উপপতি কথা।
আপনার এ কলঙ্ক জননী তোমার,
লোক লজ্জা ভয়ে কভু করে' নি প্রকাশ ;
বুকে লয়ে মাতৃপ্রাণ ভোজের নন্দিনী,
চিরদিন সহিয়াছে কর্ণের বিরহ ;
নিরজনে করিয়াছে কত অশ্রুপাত,
কর্ণ কর্ণ বলি সদা পাণ্ডব জননী,
কাঁদিয়াছে অনিবার প্রাণের উচ্ছ্বাসে ;
মুখ ফুটে' কারো কাছে করেনি প্রকাশ,
স্বামী পাশে কোন দিন কহেনি একথা।

অর্জ্জুন। সত্য কথা দ্বৈপায়ন! ভোজের নন্দিনী,
সাধিবারে জগতের কোন মহাহিত,
উপরত হয় নাই দেব দিবাকরে ;

সাধিবারে জগতের কোন মহাহিত,
উপরত হয়েছিল কূলটা ধীবরী,
লম্পট জনকে তব কহ দেখি ব্যাস!
কা'র বংশ রক্ষা হেতু ঋষি পরাশর,
কামাসক্ত হয়েছিল কুমারী কন্যায়।

যুধিষ্ঠির। দয়া করি কহ ঋষি! কুরুকুল পিতা!
অঙ্গপতি এরহস্য আছিল কি জ্ঞাত,
জানিত কি দাতা কর্ণ নিজ পরিচয়;
অথবা অজ্ঞাত ছিল পাণ্ডবের মত।

ব্যাস। কুরুক্ষেত্র মহারণে প্রথম দিবসে,
আসন্ন সমর কালে জননী তোমার,
পরিচয় দিয়াছিল আপন সন্তানে।
কর্ণের শিবিরে গিয়ে ভোজের নন্দিনী,
ভিক্ষা চেয়ে নিয়াছিল পঞ্চপুত্র প্রাণ।
জননীর অনুরোধে বীর অঙ্গপতি,
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তুলিবেনা অসি,
বধিতে পাণ্ডব পঞ্চ কুরুক্ষেত্র রণে।

অর্জ্জুন। কর্ণের শিবিরে গিয়ে পাণ্ডব জননী,
ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল আমাদের প্রাণ?
এত ভীতা, ভোজসুতা কুরুকুল বধূ,
বিশ্বপূজ্যা বীরজায়া, পাণ্ডুর বণিতা;
এত অপদার্থ নারী, এতই অসার,

ভেসে যায় সংসারের ঘটনার স্রোতে।
বীরবালা, বীরপত্নী, বীর প্রসবিনী,
রাজকন্যা, রাজমাতা, রাজার গৃহিণী,
এই হীন আচরণ সাজেনা তাহার,
শৃগালীর কার্য্য এই ন'হে সিংহীনীর।
ধর্ম্ম যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের মরি কিংবা মারি,
কিবা দুঃখ কহ তা'য় ঋষি দ্বৈপায়ন!
ডুবিয়াছে কুরুকুল জননীর পাপে।

ব্যাস। ধনঞ্জয়! রথীশ্রেষ্ঠ সহোদর তব,
জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাধনুর্দ্ধর,
ভুজ বলে অদ্বিতীয় অঙ্গ অধিপতি;
একাদশ অক্ষৌহিনী কৌরব বাহিণী,
কর্ণ সম যোদ্ধা তা'য় নাহি ছিল কেহ;
স্নেহ শ্লথ না হইলে কর্ণের কৃপাণ,
কুরুক্ষেত্রে অব্যাহতি নাহি ছিল কা'র,
পাণ্ডব, পাঞ্চাল আর ভোজ, বৃষ্ণি কুল,
চক্ষের নিমিষে ভস্ম হইত সকল,
পুড়ে' যেত শরানলে সমগ্র বসুধা,
জ্ঞাত ছিল এই কথা ভোজের নন্দিনী।
মায়ের পরাণ ধনঞ্জয়! পারে নাই
দেখিবারে, সন্তানের আসন্ন মরণ;
সন্তানে সন্তানে দ্বন্দ্ব কুরুক্ষেত্র রণে;

দাতা কর্ণ পাশে তাই জননী তোমার,
ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল তোমাদের প্রাণ।

অর্জ্জুন। জ্ঞাত ছিলে এ রহস্য দেব দ্বৈপায়ন!
কেন তবে এত দিন করনি প্রকাশ?
ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন ঋষি! তোমারো নয়ন,
তুমিও কি মূঢ় ঋষি! জননীর মত;
তোমারো কি ছিল ঋষি! লোকলজ্জা ভয়,
তুমিও কি কুলবধূ পরাশর সুত!
তুমিও কি পুত্রবতী কন্যা কালে ব্যাস?

ব্যাস। ধনঞ্জয়!
কুরুক্ষেত্র মহারণ নীতি নিয়ন্তার,
সেই নীতি অনুগামী পিতামহ তব;
আমিও তরঙ্গ এক সে মহা লীলার।
হইয়া কণ্টক ঘোর এই নীতি মূলে,
কেন কুরুকুল পিতা হইবে পতিত,
অনন্ত নিরয়গামী কেন হ'বে ব্যাস?
এ রহস্য ধনঞ্জয়! হইলে প্রকাশ,
ভারতেতে ধর্ম্মরাজ্য হ'তনা স্থাপন,
ব্যর্থ হ'ত কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণ অবতার।

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র রণ নয় নীতি নিয়ন্তার,
কুরুক্ষেত্র রণ ঋষি! কুচক্র তোমার,
বুঝিলাম এত দিনে ঋষি দ্বৈপায়ন!
"বিষকুম্ভ পয়মুখ", কাল অজগর,

বাহিরে সুন্দর তুমি অন্তরে গরল ;
ক্ষত্রিয়ের গুপ্তশত্রু তুমি পারাশরি।
দুর্ব্বাসার মত তুমি কুচক্রী, কুটিল,
কৌরবের পুরে তুমি কাল বিষধর ;
বিষদন্তে দংশিয়াছ সকলেরে তুমি,
চির তরে ডুবা'য়েছ মহা কুরুকুল ;
নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, তুমি, ঘাতক ব্রাহ্মণ !
রাখিলেনা শেষ স্মৃতি কুরু পাণ্ডবের।
কুরুক্ষেত্র মহারণে শোন ধর্ম্মরাজ!
জীবন মৃত্যুর সেই মহা মুহুর্ত্তেতে,
প্রত্যক্ষ দেখে'ছি আমি অষ্টাদশ দিনে,
আবরিত কর্ণ অসি স্নেহ আবরণে।
দেখিয়ে আমায় রণে অঙ্গ অধিপতি,
একদৃষ্টে চেয়েছিল মোর মুখ পানে ;
কি যেন কহিতেছিল অস্ফুট ভাষায়,
স্নেহ ছল ছল অঙ্গ পতির নয়ন।
মোর শরে বার বার হয়ে'ছে আহত,
হইয়াছে মোর করে দলিত, লাঞ্ছিত,
মারে নাই প্রতিঅস্ত্র ; স্বইচ্ছায় যেন
বুক পেতে ধরে'ছিল আমার কৃপাণ।
কাটিয়াছে অশ্ব মোর কাটিয়াছে রথ,
কাটিয়াছে বর্ম্ম মোর তীক্ষ্নতম শরে,

বার বার শিরস্ত্রান ফেলে'ছে কাটিয়া,
শরবিদ্ধ করিয়াছে সারথীরে মোর ;
তৃণ খণ্ড পশে নাই অঙ্গেতে আমার ।
কি করুণ দৃশ্য সেই শোন ধর্ম্মরাজ !
অঙ্গপতি রথ যবে গ্রাসিল বসুধা,
ফেলে দিল ধনুশ্বর, তীক্ষ্ণতম বাণ,
শ্লথ করে স্বইচ্ছায় বীর অঙ্গপতি ।
পশিল আমার শর কর্ণের গ্রীবায়,
খড়্গঘাতে লোটাইল মুণ্ড ধরাতলে,
ছু'টে গেল খরবেগে শোণিতের স্রোত ।
ধর্ম্মরাজ ! আজীবন করিয়াছি রণ,
নাশিয়াছি শত্রু মিত্র কত শত জনে,
কত দেহ শিরহীন করে'ছে অর্জ্জুন ;
এত রক্ত দেখি নাই মনুষ্য শরীরে ।
উত্তপ্ত শোণিত স্রোত জীবন্ত মূর্ত্তিতে,
আসিল গ্রাসিতে যেন রথী ও সারথী ।
দুর দুর বক্ষ মোর উঠিল কাঁপিয়া,
দেখিলাম চক্ষে আমি বিশ্ব অন্ধকার ;
ঘূর্ণিত হইল শির, অবসন্ন দেহ,
মহাভয়ে প্রাণ মোর উঠিল কাঁপিয়া ।
আকাশ হইতে যেন দেব দিবাকর,
রোষ কষাইত নেত্রে চাহি কিছুক্ষণ,

লুকায়ে বদন শেষে বারিদের কোলে,
করিতে লাগিলা শোকঅশ্রু বরষণ ;
অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভিল কুরুক্ষেত্র রণে।
কে যেন কহিল মোরে অব্যক্ত ভাষায়,
"ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়! কি করিলে তুমি,
কা'র মুণ্ড খণ্ডিয়াছ কৃতঘ্ন চণ্ডাল,
রাক্ষসের মত তুমি নির্ম্মম ঘাতক!
আপনার কুল আজ করিলে নির্ম্মূল"।

যুধিষ্ঠির। দেখিয়াছি ধনঞ্জয়! সপ্তরথী রণে,
করে'ছেন অঙ্গ-পতি রণ অভিনয় ;
অভিমন্যু শরে কর্ণ হইয়া কাতর,
পলাই'ছে কতবার ভঙ্গ দিয়া রণ,
মারে নাই প্রতিঅস্ত্র কখন বালকে।
বৃকোদর করে কর্ণ হয়ে'ছে লাঞ্ছিত,
পদাঘাতে হইয়াছে চূর্ণ তা'র রথ,
মরিয়াছে অশ্ব তা'র, মরে'ছে কুঞ্জর,
হানে নাই অস্ত্র তবু স্নেহেতে কখন।
দেখিয়ে আমায় রণে স্নেহ মধুস্বরে,
বলেছিল, "শিবিরেতে যাও যুধিষ্ঠির!
সূত পুত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ন'হ তুমি রণে।"
কোলে করে' সহদেবে কতশত বার,
বদন চুম্বন করি স্নেহে অঙ্গপতি,

সুকোমল অঙ্গে তা'র বুলাইয়ে কর,
কহিছেন, "ফিরে" যাও মাদ্রির নন্দন!
কিশোর বালক তুমি আসিও না রণে।"

অর্জ্জুন। জ্ঞাতিহত্যা করিয়াছি আমি দুরাচার,
স্বহস্তেতে কাটিয়াছি সহোদর শির,
ঘাতকের প্রায় আমি নির্ম্মম আঘাতে,
খণ্ড মুণ্ড করিয়াছি আপন ভ্রাতায়;
কৃতঘ্ন চণ্ডাল আমি, বিশ্বাসঘাতক,
নররূপী ব্যাঘ্র আমি, নির্দ্দয় রাক্ষস;
করে'ছি নিধন আমি জ্যেষ্ঠ সহোদরে।
ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত করিয়াছি কর,
জ্ঞাতি রক্তে কলুষিত করে'ছি বসুধা,
আপনার কুল আমি করে'ছি নির্ম্মূল,
পুত্রহীনা করিয়াছি নিজ প্রসূতীরে,
ক্ষত্রহীনা করিয়াছি মাতা বসুধারে।
কেমনে নিস্তার পাব এই মহাপাপে,
কহ ঋষি! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা;
কেমনে পবিত্র হ'ব কহ দ্বৈপায়ন।

ব্যাস। এ মুহুর্ত্তে কর পার্থ! তীর্থযাত্রা তুমি,
ভারতের সর্ব্ব তীর্থে করহ ভ্রমণ;
সর্ব্বৌষধি জলে স্নান কর ধনঞ্জয়!
দ্বাদশ বৎসর পার্থ! থাকহ আশ্রমে,

শিরে ধর ঋষিগণ পূণ্য পদরজ,
সপ্ত সমুদ্রের বারি আনহে কৌন্তেয় !
ধরাতলে যত নদী, যত হ্রদ আছে,
সবার সলিলে স্নান করহে ফাল্গুন।

বরদান।

জানকী নির্ব্বাসন সময়ে প্রভু রামচন্দ্র ও সৌমিত্রী ভ্রাতার এই প্রকার বচসা হইয়াছিল। ঘটনা ঐতিহাসিক হইলেও ভাবটী অনৈতিহাসিক; রামায়ণভক্ত হিন্দুগণ ক্ষমা করিবেন!

লক্ষ্মণ। রঘুনাথ !
কোন প্রয়োজনে করে'ছ স্মরণ দাসে ?
রাম। প্রাণের লক্ষ্মণ ! কঠোর সমস্যা অতি,
হওরে প্রস্তুত তুমি, বিদ্রোহ ভীষণ,
বজ্রসম নিদারুণ সমাচার মোর ;
দৃঢ় কর প্রাণাধিক ! অন্তর তোমার,
সম্মুখে ভীষণ বৎস ! পরীক্ষার দিন।
লক্ষ্মণ। দয়া করি কহ দয়াময় ! কি বিদ্রোহ,

কি পরীক্ষা, কি সমস্যা এত গুরুতর,
সমাধান করিতে যাহার, অসমর্থ
রঘুশ্রেষ্ঠ ; ভীত যা'হে রাঘবের প্রাণ।
কোন জন উড়া'য়েছে বিদ্রোহ কেতন,
কা'র প্রাণে জাগিয়াছে মরণের সাধ ;
রঘুপতি ! কেবা শত্রু তব ; কোন জন
শত্রু অযোধ্যার ; কহ দেব ! কৃপা করি
এ মুহূর্ত্তে করি তা'র খেলা অবসান,
কিংবা বেন্ধে এনে দেই রাজ পদতলে।
লক্ষ্মণের নাই ডর, নাই প্রাণে ভয়,
গঠিত লক্ষ্মণ প্রাণ কঠিন পাষাণে ;
লক্ষ্মণের বক্ষ যম পুরীর কপাট।
লক্ষ্মণের প্রাণ ডরেনা মৃত্যুর ডাকে,
বিচলিত নাহি হয় সংসারের ঝড়ে ;
রাবণের শক্তি শেলে মরেনি লক্ষ্মণ,
ভোলেনি আপনা সূর্পণখার কুহকে।

রাম। ভুজবলে তব সামন্ত ভূপতিগণ,
অবনত শিরে প্রদানিছে রাজকর ;
অযোধ্যা পতির করি বিজয় ঘোষণা।
দান করি শ্রেষ্ঠাসন রঘুকুল রাজে,
শিরের মুকুট রাখি চরণে তাহার,
পূজিবারে নিরবধি রঘু ধুরন্ধরে,
কৃপণতা করে নাই কোন নরপতি।

করে নাই কোন রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা,
আদেশ আমার কেহ করেনি লঙ্ঘন ;
হয় নাই অনাবৃষ্টি, হাস্যময়ী ধরা,
ধন ধান্য পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরী,
রাম রাজ্যে পূর্ণ সুখে সুখী প্রজাগণ ;
পূর্ণ শান্তি বিরাজিছে রাজ পরিবারে,
বাজে নাই কোন স্থানে বিদ্রোহ বিষাণ ;
অন্তর বিদ্রোহী মোর শোনরে লক্ষ্মণ !
ভীষণ পরীক্ষা আজ তোমার আমার ।

লক্ষ্মণ । নারিনু বুঝিতে কিছু, সুভ্রাতৃ বৎসল !
ভেঙ্গে দাও এ কুহক, কাট ভ্রান্তি জাল,
খুলে দাও আবরণ, করোনা বঞ্চনা,
রাখিওনা অন্ধকারে অনুজে তোমার ।
কহ নাথ ! কি সমস্যা, কি বিদ্রোহ এত,
কিসের পরীক্ষা আজ তোমার আমার ;
কিবা মেঘ রাঘবের হৃদয়-আকাশে,
আবরিছে চিরফুল্ল হাসিটুকু তা'র ।
কি ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত রঘুনাথ প্রাণে,
করিয়াছে এ উত্তাল তরঙ্গ সঞ্চার ;
আলোড়িত হয় ক্ষুদ্র সরসীর জল,
কেন এ তরঙ্গ খেলা মহাপারাবারে ?

রাম । লক্ষ্মণ !

অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ, পুরোবাসী সব,
একবাক্যে কহিতেছে কুলটা জানকী ;
একাকিনী আছিল সে রাবণের পুরে।
দুর্ব্বৃত্ত রাবণ অতি, পরনারী চোর,
আত্মপর জ্ঞানহীন রাজা লঙ্কেশ্বর ;
বারাঙ্গণা লক্ষশোভে কক্ষে লঙ্কেশের,
অযুত দেবের কন্যা ভজে দশানন ;
নিবারয় কাম ক্ষুধা পাশব আচারে।
কেমনে ভাবেন রাম, লঙ্কা অধিকারী,
করে নাই বৈদেহীর অঙ্গ পরশন ;
কেমনে বিশ্বাস তা'রা করিবে সকলে,
রাবণে আসক্তা কভু হয় নাই সীতা।
মহারুষ্ট প্রজাবৃন্দ কেন রঘুরাজ,
অপবিত্র করি'ছেন রঘু সিংহাসন,
কলঙ্কিত করি'ছেন রঘুরাজপুরী
কেন কুলটার স্থান রাজ অন্তঃপুরে।
বংশের গৌরব ভুলে'ছেন রঘুনাথ,
মোহের ছলনে, এন'হে কর্ত্তব্য তা'র ;
রবিকুল রবি রাম, বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
ঢালি'ছে কলঙ্ক কেন অকলঙ্ক কুলে।

লক্ষ্মণ। রঘুনাথ! কোন্ প্রজা, কোন্ পুরোবাসী
কহি'ছে এ হেন কথা? কা'র পূর্ণ কাল?

কাহার শিয়রে আছে দাঁড়া'য়ে শমন,
কাহার দেহেতে আছে সহস্র পরাণ ?
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বিদেহ নন্দিনী,
আদর্শ রমণীকুলে সতীর প্রতিমা,
নারীকুল শিরোরত্ন, সংসার ললাম,
পাবক পবিত্র হয় যা'র পরশনে,
দরশনে ক্ষয় হয় জন্মার্জ্জিত পাপ,
পতিগত মন যা'র রামময় প্রাণ,
সেই সীতা ব্যাভিচারী কহে পুরোজন,
কলঙ্কিত রঘুপুরী সীতার পরশে,
বেশ্যাসক্ত রঘুপতি মোহের ছলনে।
বৃথা বীর্য্য, বৃথা শৌর্য্য রাম লক্ষণের,
এখনো তাহার দেহে রয়ে'ছে পরাণ ;
এখনো করাল কাল ডাকে নাই তা'রে,
এখনো কৃতান্ত তা'রে করেনি স্মরণ ;
জীবনের খেলা ত'ার হয় নাই শেষ ;
হয় নাই সেই মূঢ় যমের অতিথি ;
লক্ষ্মণের মৃতজিহ্ব শাণিত কৃপাণ,
উপাড়িয়ে ফেলে নাই হৃদিপিণ্ড তা'র।

রাম। প্রাণাধিক ! প্রজাবৃন্দ নহে অপরাধী,
সংসার ঘটনা-স্রোত বহে অনিবার,
অনন্ত মানব জাতি, অনন্ত কণ্ঠেতে,

গাহি'ছে সত্যের জয়, গাহিবে নিয়ত।
রাজদণ্ড ধনুর্ব্বাণ, তীক্ষ্ণধার অসি,
পারেনা রোধিতে কভু মানবের ভাষা ;
রাজদণ্ডে ভীত হয় পাপীর হৃদয়,
যে' গাহে সত্যের জয় সে কেন ডরিবে ?
দেখি রক্তবর্ণ আঁখি, শুনি সিংহনাদ,
শুনি অস্ত্র ঝনাৎকার, কোদণ্ড টঙ্কার,
প্রলয় গর্জ্জন আর, মৃত্যুর হুঙ্কার,
বাসবের বজ্র, উমাপতির বিষা[illegible]
ভীত হয় পাপীর হৃদয় ; ভয় পায়
একটী মানব, ডরেনা মানব জাতি,
টলেনা তাহাতে কভু ধর্ম্মের আসন,
কাঁপেনা তাহাতে সত্যবাদীর পরাণ।
রাবণের স্মৃতি আঁকা জানকীর প্রাণে,
এখনো বৈদেহী দশানন গত প্রাণ,
আপনি দিয়েছে সীতা প্রমাণ তাহার ;
স্বচক্ষে দেখে'ছি আমি শোনরে লক্ষ্মণ !
জানকীর ঘৃণিত সে কুলটা আচার।

লক্ষ্মণ। মিথ্যাকথা, মিথ্যাবাদী প্রজাবৃন্দ তব
ঘোর প্রবঞ্চক তুমি রঘুকুল পতি !

রাম। মিথ্যাকথা, মিথ্যাবাদী অযোধ্যার প্রজা,
প্রবঞ্চক রঘুশ্রেষ্ঠ ; ভুলোনা লক্ষ্মণ !

কা'র সঙ্গে করিতেছ বাক্যালাপ তুমি ;
মিথ্যাবাদী. প্রবঞ্চক কহি রঘুরাজে,
পায় নাই কোন দিন কেহ পরিত্রাণ ;
লক্ষ্মণ ! বাঁচিতে তব নাই কি বাসনা ?
অতিক্ষীণ আয়ু তুমি, ভুলিয়াছ তা'ই ;
বাক্যালাপ কা'র সনে করি'ছ লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। ভুলি নাই প্রভো ! বাক্যালাপ করিতেছি
রঘুরাজ সনে, বাক্যালাপ করিতেছি,
পিতৃসম পূজনীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ সনে ;
বাক্যালাপ করিতেছি রবিকুল রবি
বিশ্বজয়ী অরিন্দম রাঘবের সনে।
বাক্যালাপ করিতেছি ভুবন পাবন,
রাবণ দমন শূর রঘুনাথ সনে।
তুমিও ভুলোনা রঘুশ্রেষ্ঠ ! জানকীরে
কহিয়ে কূলটা, কলঙ্ক ঢালিয়ে দিয়ে
রঘুরাজপুরে ; অপবিত্র ভাবি' মনে
রঘু অন্তঃপুর ; সূর্য্যকুল সূর্য্যে করি
কলঙ্ক মণ্ডিত ; যে রাখে প্রাণের আশা
লক্ষ্মণের করে, নিতান্ত উন্মত্ত সেই,
অতিক্ষীণ জীবী ; একান্তই গত আয়ু।
বিদেহ নন্দিনী দেখে নাই চক্ষে কভু
মূর্ত্তি রাবণের ; ভাবে নাই কারো চিত্র

বিনা এক রাম ; দেখে নাই ছায়া কভু
অন্য পুরুষের ; বহুকাল রক্ষপুরে
আছিলা একাকী ; ন'হে অপরাধ আর্য্যা
জানকীর ; অপরাধ তব, কাপুরুষ
রঘুপতি ! ক্ষীণকরে ধর ধনুর্ব্বাণ,
রক্ষিতে অশক্ত তুমি আপন বণিতা।

রাম। কোন কথা চাহিনা শুনিতে, যুক্তি তর্ক
অকারণ ; কুলটার পতি নয় রাম ;
বেশ্যাসক্ত ন'হে রঘুপতি। নাহি স্থান
বৈদেহীর রঘু অন্তঃপুরে, জানকীর
পরশনে কলঙ্কিত করিব না দেহ
আপনার ; চাহিনা দেখিতে তা'র মুখ।
লক্ষ্মণ ! আদেশ মোর করহ পালন,
নিশি না হ'তে প্রভাত কর সীতা ত্যাগ ;
রেখে এস বৈদেহীরে বাল্মীকির বনে ;
রঘুকুল রাজধর্ম্ম প্রজার রঞ্জন,
পাপের নাহিক স্থান রঘুরাজ পুরে।

লক্ষ্মণ। ক্ষমা দিন রঘুনাথ ! অবাধ্য লক্ষ্মণ,
ন্যায় ধর্ম্ম বিগর্হিত এ আদেশ তব,
পারিবেনা করিতে পালন। এ নির্ম্মম
নির্য্যাতন পতিপ্রাণা সতী কামিনীর
করিবেনা রঘুশ্রেষ্ঠ ! অনুজ তোমার।

মাতৃ ভাবে নিত্য যা'র করিয়াছি সেবা,
ভক্তিভাবে পূজিয়াছি সতত যাহায়,
দিয়ে আজ তা'র শিরে কলঙ্ক কালিমা,
ব্যাভিচার অপরাধে ত্যজিব কাননে ?
পবিত্র অযোধ্যা যা'র পদ পরশনে,
রত্নগর্ভা পৃথ্বী যা'রে করিয়া প্রসব,
ধরণী উজ্জ্বল য'ার সতীত্ব প্রভায়,
পবিত্র জ্যোতিতে যা'র রবি শশী ম্লান,
রঘুকুল ধন্য যা'রে বধূরূপে লভি,
জগতে আদর্শ কন্যা, আদর্শ গৃহিণী,
আদর্শ কুলের বধূ, অবলার মণি,
একাধারে মাতৃপ্রেম, সহোদরা স্নেহ,
লভিয়াছি যা'র কাছে আজীবন আমি ;
কোন্ প্রাণে নির্য্যাতন করিব তাহার ;
নির্ব্বাসিব রঘুকুল রাজলক্ষ্মী সীতা ?
বৃথা আশা রঘুপতি ! বৃথা উপরোধ,
করহ অপরে আজ্ঞা বিদ্রোহী লক্ষ্মণ।

রাম। বিদ্রোহী, বিদ্রোহী তুমি জান কি লক্ষ্মণ !
বিদ্রোহীর পুরস্কার রাজার বিচারে ?

লক্ষ্মণ। জানি আমি রঘুশ্রেষ্ঠ ! কি দেখাও ভয়,
রাজার বিচারে, বিদ্রোহীর পুরস্কার
প্রাণদণ্ড ; ভ্রাতৃ বিধানেতে অন্তে প্রভো !

অনন্ত নিরয়। ডরেনা লক্ষ্মণ তা'তে,
রাজরাজেশ্বর! লও প্রাণ, দাও দণ্ড,
হান তীক্ষ্ণ তরবারি বিদ্রোহীর শিরে,
খণ্ড খণ্ড লক্ষ্মণেরে কর রঘুনাথ!
হউক পাপের শাস্তি দেখুক জগৎ,
বিদ্রোহীর শিরচ্ছেদ রাজার বিচারে
অনন্ত কালের তরে অনন্ত নরকে,
মরুক পচিয়া মোর আত্মা কলূষিত,
লক্ষ ক্রীমি কীট মোরে করুক ভক্ষণ,
নরক পাবকে আমি দহি নিরবধি,
না'হি হই বৈতরণী পার; রঘুনাথ!
আমা হ'তে এই পাপ হ'বেনা সাধন।

রাম। কঠোর প্রতিজ্ঞা মোর, সুদৃঢ় কল্পনা,
সত্য ভঙ্গ করিবেনা রঘুকুল রাজা,
প্রাণের অধিক প্রিয় প্রজাগণ যা'র;
একটী প্রজার তরে পারে রঘুপতি,
ত্যজিতে সহস্র সীতা, সহস্র লক্ষ্মণ।
স্বচক্ষে দেখে'ছি আমি নিদ্রালসা সীতা,
সোহাগেতে বক্ষে ধরে মূর্ত্তি রাবণের,
দেখি'ছে অশোক বনে প্রেমের স্বপন,
ভুলে গিয়ে যেন এই পার্থিব সংসার।

লক্ষ্মণ। অন্ধ তুমি রঘুনাথ! ভ্রান্ত তব আঁখি,

উপাড়িয়ে ফেলে দাও সুশাণিত শরে।
লঙ্কাপতি যেই দিন করে'ছিল চুরি,
রঘুকুল রাজলক্ষ্মী পঞ্চবটী বনে,
পিতৃসখা খগরাজ বীরেন্দ্র জটায়ু,
করিয়ে সমর ঘোর রাবণের সনে,
ছিন্নপক্ষ, রুধিরাক্ত অরুণ নন্দন,
মৈনাক ভূধর সম পড়িলা ধরায়,
বাসব পীড়নে যেন গিরীন্দ্র নন্দন;
তুলিল রথেতে সীতা রাবণ দুর্জ্জয়,
চলিল বিজয় রথ মনোরথ গতি,
ভেদিল ফেনিল সিন্ধু যবে পুষ্পরথ;
রাবণের ভীম মূর্ত্তি সাগরের জলে,
দেখেছিল রঘুরাণী অবনতমুখী।
উর্ম্মিলার অনুরোধে রাঘব ঘরণী,
এঁকেছিল সেই মূর্ত্তি ব্যজনী উপর;
নিদ্রালসা অন্তস্বত্বা জানকীর বুকে,
দেখিয়াছ সে ব্যজনী তুমি রঘুরাজ!
এই দোষে রাজলক্ষ্মী পাঠাইবে বনে,
গর্ভে যা'র রঘুকুল ভবিষ্যৎ আশা?
আঁখি তব দেখিয়াছে মূর্ত্তি রাবণের,
দেখে নাই প্রাণ জানকীর। রঘুনাথ!
পার নাই চিনিতে কি আপন বণিতা?

দেখে'ছ যে চিত্র তুমি ছায়া রাবণের,
ফেনিল সিন্ধুর বক্ষে হ'তেছে কম্পিত ;
ত্যজ রোষ রঘু শ্রেষ্ঠ ! বিনা অপরাধে,
করিওনা পত্নী ত্যাগ, নারী নির্য্যাতন।
প্রজার রঞ্জন রঘুকুলে কুল ধর্ম্ম,
এই গুণে বিশ্বপূজ্য রঘুরাজগণ ;
প্রজার কথায় কাটিওনা নিজ শির।
জগতে আদর্শ সতী অযোধ্যার রাণী,
সতীর শাপেতে হ'বে ভস্ম রঘুকুল,
ভস্ম হ'বে রঘুরাজ্য, রঘু সিংহাসন,
ডুবিবে রাঘব তুমি ডুবিবে নিশ্চয় ;
পতিপ্রাণা রমণীর এক দীর্ঘশ্বাসে,
অযোধ্যায় দাবানল হ'বে প্রজ্বলিত,
পতঙ্গের মত তুমি পুড়িবে রাঘব !
পতিপ্রাণা কামিনীর তপ্ত অশ্রু স্রোতে,
ভেসে যা'বে অযোধ্যার রাজ সিংহাসন।
পত্নীত্যাগ, নারী নির্য্যাতন, একলঙ্ক
দিওনা ঢালিয়ে রাজা ! সুপবিত্র কুলে,
করিওনা কলুষিত রঘু সিংহাসন।
অপরাধ নহে জানকীর ; অপরাধ
উর্ম্মিলার ; উর্ম্মিলার অনুরোধে সীতা,
একে'ছিল এই মূর্ত্তি ব্যজনী উপর ;

ইচ্ছা যদি রাঘবেন্দ্র! কর অনুমতি,
ত্যাগ করি উৰ্ম্মিলারে, দূর হ'ক পাপ;
এই পাপে উৰ্ম্মিলার হ'ক নির্ব্বাসন,
জানকীরে বনে দিতে বিদ্রোহী লক্ষ্মণ।

রাম। লক্ষ্মণ! ভাব কি মনে ক্ষুদ্র শিশু আমি,
পারি নাই এতদিন চিনিতে তোমায়?
শিরে ধরি জটাজুট, অঙ্গেতে বল্কল,
অনাহার অনিদ্রায় তুমি মুঞ্জ কেশি!
ত্যজি রাজ্য, রাজপুরী, সম্ভোগ, সম্পদ,
ছায়া সম ভ্রমিয়াছ সঙ্গে সঙ্গে মোর,
সহিয়াছ রাজপুত্র! বনবাস ক্লেশ,
নবীন যৌবনে তুমি সাজিয়ে তাপস,
ভ্রমিয়াছ চৌদ্দবর্ষ গভীর কাননে,
রক্ষরণে দেখা'য়েছ বীরত্ব অপার;
জানকীর গুপ্ত প্রেমে তুমি ভণ্ড যোগী,
ছাড়ি'ছ জননীকোল বধূ উৰ্ম্মিলারে,
ছাড়িয়াছ রাজপুরী, রাজার সম্পদ।
জানকীর যৌবন প্রভায় ডুবে' গে'ছে
কিশোরী উৰ্ম্মিলা; সীতার সৌন্দর্য্য স্রোতে
ভেসে গে'ছে ক্ষুদ্ররূপ উৰ্ম্মিলা তোমার;
বৈদেহীর রূপের আগুনে পুড়ে গেছে
রঘুকুল কুলাঙ্গার! মনুষ্যত্ব তব।

বিনা দোষে উর্ম্মিলারে পাঠাইবে বনে,
ভ্রাতৃদেশে, রাজাদেশে কুলটা জানকী,
ত্যজিতে বিদ্রোহী তুমি প্রণের লক্ষ্মণ!
বড় ব্যথা বাজিয়াছে প্রাণে, ত্যজ্য ন'হে
জানকী একাকী, তোমাকেও করিলাম
ত্যাগ; মুখ দেখা'ওনা রাজপুরে আর!
রক্ষরণে হ'য়েছিলে প্রাণের সহায়,
না করিনু প্রাণদণ্ড, শিরচ্ছেদ তব;
এ মুহূর্ত্তে ছাড় পুরী জানকীর সনে।
রঘুকুল কালি! ও ঘৃণিত মুখ তুমি,
দেখাওনা কোন দিন মনুষ্য সমাজে;
লোক চক্ষু অন্তরালে যুগল মিলনে,
কর গিয়ে দুই জন পাপ অভিনয়;
লইয়া প্রাণের মাঝে নরকের ছায়া,
কর গিয়ে মহাবনে জানকী সম্ভোগ।

লক্ষ্মণ। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য, এখনি ত্যজিব
পুরী; কিন্তু রঘুনাথ! তা'র পূর্ব্বে তুমি
ইষ্টদেবে করহ স্মরণ; জীবনের
মহাসন্ধ্যা, শেষক্ষণ, পূর্ণ অভিনয়;
স্বর্গ হ'তে চেয়ে দেখ পিতা দশরথ,
মরে রাম লক্ষ্মণের করে; দেখ রাজা
বিভীষণ, দেখহ কিষ্কিন্ধাপতি, দেখ

হনুমান, রাঘবের জীবলীলা, শেষ,
পূর্ণ আজ রামলীলা, রাম অবতার ;
দেখ পুরোনারিগণ, কৌশল্যা জননি !
পুত্রহীনা আজ তোমা করি'ছে লক্ষ্মণ ;
দেখ আর্য্যা লক্ষ্মী সীতা, দেখ একবার,
অকূলে ভাষায় তোমা দেবর লক্ষ্মণ.
বজ্র হাতে' মুছে দেয় সিঁথীর সিন্দুর,
রাঘবের খণ্ড মুণ্ড লোটায় ধরণী ।

সুমিত্রা । ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, সংবর লক্ষ্মণ !
কি করি'ছ, কি করি'চ অবোধ সন্তান !

লক্ষ্মণ । সরে'যাও সরে'যাও জননী আমার,
লিপ্ত আমি ভ্রাতৃহত্যা, রাজহত্যা পাপে,
জড়িও না তা'হে পুন মাতৃহত্যা পাপ ;
রাজদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী, বিশ্বাস ঘাতক,
মাতৃদ্রোহী একলঙ্ক দিওনা আবার ।
স্বর্গ হ'তে আসে যদি পিতা দশরথ,
পারিবেনা রক্ষিবারে রঘুনাথে আজ ;
রঘুপুত্র রঘুকুল করিবে নির্ম্মূল,
তীক্ষ্ণশরে উপাড়িবে রাঘবের প্রাণ,
রঘু কুলরাজ পুত্র সৌমিত্রী লক্ষ্মণ,
স্বহস্তে কাটিবে আজ রঘুপতি শির,
রাঘবের খেলা শেষ, পূর্ণ রামলীলা ।

রাম। জননী!
অপরাধ নহে লক্ষ্মণের, অপরাধী
আমি, উত্তীর্ণ লক্ষ্মণ মহা পরীক্ষায়;
জানুক অখিল বিশ্ব সৌমিত্রী লক্ষ্মণ,
জ্যেষ্ঠ নয় শ্রেষ্ঠ কিন্তু রঘুরাজ কুলে।
রুষ্ট ন'হি তুষ্ট আমি প্রাণের লক্ষ্মণ!
জ্যেষ্ঠ আমি, শ্রেষ্ঠ তুমি, জানুক সংসার;
জন্ম ল'ব দুই অংশে শেষের দ্বাপরে,
তুমি হ'বে জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ!
তুমি হ'বে হলধর আমি বনমালী।

লক্ষ্মণ। নারায়ণ! জনার্দ্দন! দয়াসিন্ধু ক্ষম;
যুগে যুগে পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ মম।

বীর শত্রু!

ভারত সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয় মেধে যে ধর্ম্ম সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, যাদব পদভরে তাহার ভিত্তি টলিত হয়; তাই ভূভারহারী ভগবান অপূর্ব্ব কৌশলে বিপুল যদুকুল নির্ম্মূল করিয়া এই ভিত্তি দৃঢ়তর করেন। দুর্ব্বাসার ক্রূর করে চালিত নাগ সেনাপতি প্রভাস প্রাঙ্গনে গুপ্ত অস্ত্রে অগ্নি বর্ষণ করিয়া সুরামত্ত, কামাসক্ত, আত্মদ্রোহী যদুমেধ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহর্ষি দুর্ব্বাসা ও নাগেন্দ্র বাসুকির এই প্রবন্ধ বর্ণনানুরূপ বচসা হয়।

দুর্ব্বাসা। সসৈন্যে আগত তুমি নাগেন্দ্র বাসুকি ?

বাসুকি। কোথা পাব সৈন্য আমি মহর্ষি দুর্ব্বাসা ?
তোমারি আদেশে ঋষি উদ্দেশে তব,
বহুবর্ষ বহুদেশে করে'ছি ভ্রমন ;
নিষ্ফল ভ্রমণ মোর, নিষ্ফল সাধনা।
ভ্রমিয়াছি নীলগিরি, বিন্ধ্য হিমালয়,
ভ্রমিয়াছি পঞ্চনদ, মিথিলা নগর,
ভ্রমে'ছি অযোধ্যারাজ্য মধ্য ভারতের,
ভ্রমিয়াছি আরাবলি সৌরাষ্ট্র মালয়
ভ্রমিয়াছি দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণ ভারত,
ভ্রমিয়াছি পঞ্চবটী, কিষ্কিন্ধা নগর,
ভ্রমিয়াছি সেতুবন্ধ নীল সিন্ধু বুকে,
ভ্রমিয়াছি সিন্ধুদেশ, জয়দ্রথ পুরী,
ভ্রমিয়াছি স্বর্ণপ্রসূ পূরব ভারত,
কলিঙ্গ, বেহার, মদ্র, পাঞ্চালের দেশ,
ভ্রমিয়াছি অঙ্গ, বঙ্গ, আসাম, উৎকল,
ভ্রমে'ছি মগধ রাজ্য, জরাসিন্ধু পুরী,
ভ্রমিয়াছি বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা,
ভ্রমিয়াছি বারানসী গান্ধার নগর,
ভ্রমিয়াছি বনে বনে অনার্য্য আলয়ে.

আক্রমিতে আর্য্যরাজা অনার্য্য মিলন,
অসম্ভব কথা শোন মহর্ষি দুর্ব্বসা !
দুই জন যদি কভু হয় অগ্রসর,
চার জন যায় ঋষি ! পশ্চাৎ সরিয়া ।

দুর্ব্বাসা । কি দেখিলে, কি শুনিলে নাগেন্দ্র ! আপনি ?

বাসুকি । দেখে'ছি, শুনে'ছি, যাহা মহর্ষি দুর্ব্বাসা !
দেখ নাই, শোন নাই তুমি তাহা কভু ;
ভারত যুদ্ধের পূর্ব্বে সে অশান্তি ছায়া,
আর নাই অধর্ম্মের সেই ঘনঘটা ;
ভারতের ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্ট আকাশে,
উঠিয়াছে শান্তি শশী, ধর্ম্ম-দিবাকর ।
দেখিলাম পাণ্ডবের সাম্রাজ্য ছায়ায়,
উঠিতেছে কৃষ্ণ নাম প্রতি ঘরে ঘরে,
কোটি কোটি কণ্ঠে আজ কোটি নরনারী,
গাহিতেছে কৃষ্ণ নাম ভাবে আত্মহারা
গাহিতেছে কৃষ্ণ নাম শিশু, বৃদ্ধ, যুবা ।
কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী যুবতী রমণী,
করতালি দিয়ে গায় "হরে কৃষ্ণ হরে,"
"হরে কৃষ্ণ হরে" গায় বন্য পশু পাখী,
গৃহে গৃহে হইতেছে কৃষ্ণ নাম গান,
নয়ন মেলিয়া সবে বলে রাধা শ্যাম ।

দুর্ব্বাসা । এই পাপ নাম কেন গাহিতেছে নর,
নাগ রাজ্যে কে করি'ছে এনাম প্রচার ?

বাসুকি। কৃষ্ণ নাম পাপ নাম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা!
পুণ্য নাম কিবা তবে ধরা ধামে আর?
গাও তুমি কৃষ্ণ নাম মুখে একবার,
প্রাণ খুলে গাও ঋষি! "হরে কৃষ্ণ হরে,"
গলে' যা'বে প্রেমহীন হৃদয় তোমার;
চির শুষ্ক নয়নেতে ব'বে প্রেম ধারা;
গীতামৃত কর পান, নীরস হৃদয়ে,
হইবে মহর্ষি! তব প্রেমের সঞ্চার।
শৈলজা আমার ঋষি! পিতৃব্য দুহিতা,
নাগ রাজ্যে কৃষ্ণ নাম করিয়া প্রচার.
উদ্ধারিছে পুণ্যবতী নর সংখ্যাতীত।

দুর্ব্বাসা। ভ্রান্ত তুমি নাগেন্দ্র বাসুকি! গীতা কিবা,
কবি কে তাহার? সেই ধীবরীর পুত্র,
জারজ ব্যাসের কৃত চিত্র পাপময়;
জল ক্রীড়া, ননী চুরি, বসন হরণ,
অনূঢ়া গোপীর সনে সেই কাম খেলা,
জলে স্থলে সতীধর্ম্ম নাশ; সে লাম্পট্য
গোপ পামরের, লজ্জাহীন রাসলীলা
ব্রজ বালাদের সেই উলঙ্গ নর্ত্তন।
হায় মূঢ় নাগনাথ! শোন নাই তুমি
দুর্ব্বাসার বেদ ব্যাখ্যা; কর নাই পাঠ
আমার অনন্ত গ্রন্থ জ্ঞানের আধার?

সাহিত্য, সঙ্গীত মোর কাব্য, ইতিহাস,
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান,
অনন্ত এ গ্রন্থরত্ন দুর্ব্বাসা প্রমুখ,
দেখাইবে মুক্তি পথ অনন্ত মানবে,
অনন্ত জীবের তা'হে সাধিবে উদ্ধার।
হায়! ভ্রান্ত মূঢ় নাগ! এক ক্ষুদ্র নারী,
প্রচারিয়া নাগ রাজ্যে এই পাপ নাম,
কেন হত হয় নাই খড়্গে বাসুকির?

বাসুকি। নরাধম! নর পশু! ওরে নর গ্লানি!
ঋষিকুল ধূমকেতু! রে নর শার্দ্দূল!
এ মুহূর্ত্তে শিরে তোর পড়িলা বাজ,
পড়িল না ভাঙ্গি তোর মাথায় আকাশ,
কলুষিত জিহ্বা তোর গেলনা খসিয়া।
কাপুরুষ! নারীহত্যা করিবে বাসুকি?
নারীর লাঞ্ছনাকারী হয় যেই জন,
ব্যথা দেয় কামিনীর কোমল পরাণে,
কুভাবেতে চাহে যেই নারী মুখ পানে,
বিষ দন্তে দংশে তা'রে আপনি তক্ষক;
অসক্ত রক্ষিতে তা'রে দেব মৃত্যুঞ্জয়,
বাসুকির বধ্য সেই শোনহে দুর্ব্বাসা!
"কৃষ্ণ" নহে পাপ নাম, কৃষ্ণ নহে পাপী
মহাপাপী, দুরাচারী, ঋষি কুলাধম।

অভিশাপে ভরা পেট ক্রোধান্ধ পামর!
তোমার অনন্ত গ্রন্থে, অনন্ত কীটের
হইবে উদর পূর্ণ ভণ্ড দুরাচার।
জানি আমি বাসুদেব মহাশত্রু মোর,
একদিন বাসুকির শাণিত কৃপাণ,
উপাড়িয়ে ফেলে দিবে হৃদিপিণ্ড তা'র;
আগ্নেয় ভূধর প্রায় বাসুকির প্রাণে,
জ্বলিতেছে প্রতিহিংসা, ঘোর দাবানল,
নির্ব্বাপিত হ'বে তাহা কৃষ্ণের শোণিতে;
উত্তপ্ত যাদব রক্ত করিবারে পান,
ফাঁটিতেছে বাসুকির প্রাণ পিপাসায়।
বিনাশিব যদুরাজ প্রতিজ্ঞা আমার,
দংশিব কেশবে আমি অযুত ফণায়;
অথবা মরিব আমি কেশবের করে.
সুদর্শনে খণ্ড মুণ্ড হইবে বাসুকি।
ধরার ভূষণ মোর শত্রু বাসুদেব,
শত্রু বলি করিব না নিন্দা আমি কভু;
যমুনার জল নয় পবিত্র তেমন,
পবিত্র চরিত্র সখা কেশব আমার,
শৈশব খেলার সাঁথী, কৈশোরের সখা,
যৌবনের বন্ধু মোর, অভিন্ন হৃদয়;
রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ শত্রু বাসুকির;

এখনও বন্ধু ভাবে পাই যদি তা'য়,
বুকে করে কেশবেরে জুড়াইব প্রাণ ;
ধরিয়ে মাথায় তা'রে নাচিবে নাগেশ,
দু'বাহু তুলিয়ে গাবে, "হরে কৃষ্ণ হরে",
রাজনীতি ক্ষেত্রে গে'ছে শুকাইয়ে প্রাণ,
জ্বলে গেছে হৃদি মোর প্রতিহিংসানলে।
প্রাণের অধিক মোর জীবন জীবন,
অন্তরে অন্তর মোর, সেই ননীচোর,
জীবন আরাধ্য মোর সে নীল মাধব,
যদুনাথ, জগন্নাথ জানে তা বাসুকি।
কৃষ্ণ নিন্দা করিওনা মহর্ষি দুর্ব্বাসা,
এ দুর্নীতি পারিবে না সহিতে বাসুকি,
ক্ষীণ ওই অস্থির পঞ্জর তব ঋষি।
চূর্ণ করে ফেলে দেব এক পদাঘাতে।
সজ্জিত বাহিণী মোর আসিছে পশ্চাৎ,
আক্রমিতে যদুরাজ্য, ডুবাতে দ্বারকা,
সসৈন্যেতে ওই দেখ আসিছে তক্ষক।

লীলাশেষে।

মহাভারতাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন লীলা-শেষে দ্বারাবতী সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিত হয় ও কৃষ্ণসখা ধনঞ্জয় ধ্বংসশেষ যদুকুল সঙ্গে করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিবার সময়ে পঞ্চনদ দেশে নাগ সেনাপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিদ্ধস্ত হন। প্রত্যক্ষদর্শী সমালোচকদের মত তক্ষক কর্ত্তৃক যদুবধূ হৃত হওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আর্য্য অনার্য্যের সম্মিলিত রক্তে মহা পরাক্রান্ত মোগলজাতির উৎপত্তি হয়; সে বিষয় আমার আলোচ্য নহে, বিশেষতঃ এতবড় একটা অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিবার শক্তি ও সাহস আমার নাই। নাগ সেনাপতি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া অর্জ্জুন মহর্ষি ব্যাসের আশ্রমে গমন করেন; ও মহর্ষির উপদেশানুসারে পরিক্ষিতকে ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিক্ত করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা পাঞ্চালীকে সঙ্গে লইয়া মহা যাত্রায় প্রস্থান করিয়াছিলেন। মহর্ষি ব্যাস ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের কথোপকথন বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত হইল।

ব্যাস। এস বৎস ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন। নহি আমি ধনঞ্জয়, চন্দ্র বংশজাত,
কেশবের প্রাণসখা, কুরুক্ষেত্র জেতা;
ভারত বিদিত রথী মধ্যম পাণ্ডব,

অদ্বিতীয় শক্তিধর কার্ত্তবীর্য্য সম,
বিশ্বজয়ী, বিশ্বত্রাস দুর্জ্জয় গাণ্ডীবী ঃ—
সেই বীর নাম, বিশ্বখ্যাত সে গরিমা,
করিওনা কলঙ্কিত ঋষি দ্বৈপায়ন !
ছায়া মাত্র আমি তা'র, দেখ নিরখিয়া,
অপদার্থ পার্থ আজ, আর নাই বল,
কুরুক্ষেত্র জয়ী ভুজ, অবশ, অসাড়,
হ'য়েছে পঙ্গুর যষ্টি গাণ্ডীব এখন,
অন্তর্হিত শক্তিরূপী সারথী আমার।
দাও মোরে ব্রহ্মশাপ ঋষি দ্বৈপায়ন !
কুরুকুল কুলাঙ্গারে কর ভস্ম রাশি,
ব্রহ্মশাপ দাও দেব ! ক্ষত্র কুলাধমে,
দেখিওনা কুরুপিতা ! এ পাপীর মুখ।
পুণ্যময়, প্রীতিময়, আশ্রম তোমার,
অপবিত্র হ'বে ব্যাস ! পার্থ দরশনে,
পরশনে পুড়ে' যা'বে কল্প বৃক্ষগণ ;
কলুষিত হ'বে তুমি দেখি এ পাপীরে,
ভস্ম কর ধনঞ্জয়ে দেব দ্বৈপায়ন !

ব্যাস। বীর তুমি ধনঞ্জয় ! কেন দুর্ব্বলতা ?
বীর প্রাণে দুর্ব্বলতা অযোগ্য সতত।

অর্জ্জুন। বীর আমি, বীর আমি, ধনঞ্জয় বীর,
বীর যদি ধনঞ্জয়, কহ বেদব্যাস !

কাপুরুষ কেবা তবে ক্ষত্রকুলে আর ?
ধনঞ্জয় বীর, নিশ্চয় উন্মত্ত তুমি,
হারা'য়েছ জ্ঞান তুমি কুরুকুল পিতা !
শোন ঋষি ! ধনঞ্জয় বীরত্ব কাহিনী,
শোন ঋষি ! বজ্রসম বারতা দারুণ ঃ—
ইন্দ্রপ্রস্থে বসে আমি করিনু দর্শন,
সাগর উর্ম্মির প্রায় নর-উর্ম্মিমালা,
চলিয়াছে মহোৎসবে প্রভাস উৎসবে,
জলস্রোত ধারা যেন মানবের স্রোত ;
হৃদে কৃষ্ণ, মুখে কৃষ্ণ, কৃষ্ণময় প্রাণ,
চলিয়াছে ভক্তবৃন্দ গাহিতে গাহিতে,
জলধি কল্লোল মন্দ্রে " হরে কৃষ্ণ হরে,"
সে স্বর্গেতে ধনঞ্জয় পায় নাই স্থান ;
অনাহূত ছিল পার্থ প্রভাস উৎসবে।
অকস্মাৎ প্রাণ মোর হইল উতলা,
কি যেন শোকের ছায়া পশিল হৃদয়ে,
অমঙ্গল অশ্রুধারা আসিল নয়নে,
শূন্যতায় ভরে' গেল সারাখানি প্রাণ।
অদূর মরুর যেন উত্তপ্ত নিশ্বাস,
লাগিল অঙ্গেতে মোর নরকাগ্নি প্রায়,
দুর দুর বক্ষ মোর উঠিল কাঁপিয়া,
মহাভয়ে অঙ্গ মোর হইল অবশ,

পাণ্ডু গণ্ড ত্রাসে আমি, দেহের ভিতর,
রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া হ'ল অন্তর্হিত।
দ্রুত তুরঙ্গম পৃষ্ঠে সুভদ্রার সনে,
চলিলাম দ্বারাবতী দেব দ্বৈপায়ন!
শুনিলাম ঘোর রব - প্রলয় গর্জ্জনে,
গর্জ্জিল জলধি যেন গ্রাসিতে বসুধা;
এক সঙ্গে হ'ল যেন কোটি বজ্রপাত,
ফেলে দিল যেন বিশ্ব বসুধা বাহন;
কাঁপিতে লাগিল ধরা থর থর থরে,
মহাতঙ্কে প্রাণ মোর উঠিল শিহরি,
আসিলাম দ্বারাবতী অজ্ঞানের প্রায়।
দেখিলাম দৃশ্য ঋষি! আরো শোকতর,
নির্ব্বংশ যাদবকুল আত্ম বিরোধেতে,
হইয়াছে আত্মঘাতী কুরুকুল প্রায়।
গিয়াছেন হলধর সহ হরি কুল,
সিন্ধুর উত্তর পার করিতে কর্ষণ
নব মহা ধর্ম্ম-হলে', উদ্ধারিতে জীব,
পতিত পাবন নাম করিতে প্রচার,
সাধিতে জগত হিত, মানব মঙ্গল।
কোথায় যাদব রাজ্য, কোথা যদুপুরী,
কোথা যাদবের সেই রম্য হর্ম্ম রাজি,
কোথা হৈম সিংহাসন অতুল জগতে,

রত্নাগার, কোষাগার কোথায় এখন,
কোথা যাদবের সেই প্রমোদ উদ্যান,
একটী বালুকা তা'র নাই নিদর্শন।
ক্রুদ্ধ সিন্ধু করিয়াছে যদুরাজ্য গ্রাস,
নিমজ্জিত যদুপুরী গর্ভেতে সিন্ধুর ;
ডুবে'গে'ছে দ্বারাবতী জলধির জলে ;
যাদবের সদ্য উষ্ণ রক্ত করি পান,
গর্জ্জি'ছে লবণ সিন্ধু রক্ত কলেবর।
কুরুপিতা! শোন কথা আরো নিদারুণ :—
বজ্রনাদে নাগরাজ কহিলা আমায়,
"লীলা শেষ ধনঞ্জয়! পূর্ণ অবতার,"
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়,
অসাড় হইল দেহ কর্ণ রুদ্ধ বাতে,'
দেখিলাম চক্ষে আমি সব অন্ধকার,
পদতল হ'তে পৃথ্বী গেল যেন সরে,'
পড়িতে ধরায় মোরে ধরিলা বাসুকি।
গাহিল অনন্ত বিশ্ব যেন এক তানে,
"লীলা শেষ ধনঞ্জয়! পূর্ণ "অবতার,"
গর্জ্জিল জলদ দল, "পূর্ণ অবতার,"
স্বনিল পবন যেন "লীলা শেষ বলি,"
গাহিল আসৃষ্টি নর, জ্যোতিস্ক মণ্ডল,
"লীলা শেষ ধনঞ্জয়! পূর্ণ অবতার,"

চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, গ্রহে প্রতি উপগ্রহে,
ধ্বনিল জীমুত মন্ত্রে, "পূর্ণ অবতার"।
দেখিলাম নিম্ব বৃক্ষ মূলে দ্বৈপায়ন।
যোগীজন মনোহংস যোগ নিদ্রাগত।
যোগনিদ্রা গত বক্ষে বিদর্ভ নন্দিনী ;
আলিঙ্গিয়া পুণ্যবপু নাগরাজ বালা,
গতপ্রাণা কৃষ্ণপ্রাণা দুর্ব্বাসা ঘরণী।
কি পবিত্র মহাতীর্থ সেই ভারতের,
পুণ্যময় প্রীতিময়, কি গৌরব তা'র,
জগতের হিতব্রতে আত্ম বলিদান,
যুগে যুগে কি খেলা খেলি'ছে ভগবান।
ভক্তি ভরে পদতীর্থে করিয়া প্রণাম,
ধরিলাম শিরে সেই পুণ্য পদরজ ;
জুড়াইল যেন মোর পিপাসিত প্রাণ।
কহিলা নাগেন্দ্র স্বসা শৈলজা আমায় ঃ—
"ধনঞ্জয়! ধ্বংস শেষ কুল রক্ষা ভার,
তব করে সমর্পণ করে'ছেন হরি,
সে সবারে ল'য়ে পার্থ! যাও হস্তিনায়।"
পালিলাম শেষ আজ্ঞা অবনত শিরে,
লইয়া যাদবী গণে, যাদব সন্তানে,
সঙ্গে লয়ে' যাদবের শিশু অসহায়,
চলিলাম ইন্দ্রপ্রস্থে শোকাকুল প্রাণ।

আক্রমিল দস্যুগণ পঞ্চনদ দেশে,
রুদ্র তেজে আক্রমিল নাগ সেনাপতি ;
ক্ষত্রিয়ের সে কলঙ্ক কহিব কেমনে,
হটে'ছি সমরে আমি তক্ষকের সনে ;
দলিত পার্থের শির করে'ছে তক্ষক,
হরিয়াছে রত্ন রাজি, বসন ভূষণ,
হরি'ছে যাদবী গণে আশ্রিত তাহার ;
অসহায় শিশুদের করেছে লাঞ্ছনা।
ক্রীড়ার কার্ম্মুক মোর ছিল যে গাণ্ডীব,
পারি নাই করিবারে তা'হে জ্যা রোপন ;
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণজয়ী, কুরুক্ষেত্র জেতা,
অপার্থ হ'য়েছে পার্থ সারথী বিহনে।
কুরু পিতা ! বড় ব্যথা বাজিতেছে প্রাণে,
ততোধিক গুরুতর নিদারুণ ব্যথা,
বাজিতেছে পার্থ প্রাণে শোন দ্বৈপায়ন !
দেখি সব যাদবীর কূলটা আচার,
যাদব বধূর দেখি এ অধঃপতন ;
কৃষ্ণের পুত্রের বধূ, পৌত্রবধূ সব,
পাপিষ্ঠা যাদবী গণ কামাসক্ত প্রাণ,
স্বইচ্ছায় করে'ছিল দস্যু আলিঙ্গন।
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যদি জানিতাম ঋষি !
যাদবীর ঘটিয়াছে এত অধোগতি,

দুষ্টা যাদবের সনে ভ্রষ্টা যাদবীর,
করিতাম কুরুপিতা! উচ্ছেদ সাধন;
রঞ্জিতাম নীলসিন্ধু যাদবের সনে,
কুলত্যাগী ভ্রষ্টা এই যাদবী শোণিতে।
কলঙ্ক বারতা আরো শুনিবে কি ঋষি!
স্বচক্ষেতে ধনঞ্জয় করে'ছে দর্শন,
ভদ্রার লাঞ্ছনা ঘোর তক্ষকের করে।
যে ভদ্রার দৃঢ়তায়, যা'র সাহসেতে,
একদিন একরথে বিমুখিনু আমি,
সমগ্র যাদব সৈন্য, যাদব বাহিণী,
বালিকা ভদ্রার সেই অশ্ব চালনায়,
রণ ভঙ্গ দিয়াছিল যদু সেনাপতি,
তৃণবৎ উড়ে' গেল নারায়ণী সেনা,
যে ভদ্রার দৃঢ়তায় মুগ্ধ হলধর,
মুক্ত কণ্ঠে পরাজয় মেনে'ছে কেশব;
সে ভদ্রা আহত নাগ সেনাপতি করে;
এদৃশ্য ও ভগবন্ করে'ছি দর্শন।
এদৃশ্য দেখা'র পূর্ব্বে দেব দ্বৈপায়ন!
কেন নাহি স্মৃতি লোপ হইল পার্থের;
অপার্থ হইল পার্থ, তা'র পূর্ব্বে কেন,
পার্থহীন নাহি হ'ল এ বিশ্ব সংসার?
ভারতের ইতিহাস তুমি বেদ ব্যাস।

পার্থ নামে করিওনা কলঙ্কিত আর ;
লীলা শেষ করি চলে' গে'ছে লীলাময়,
কেন তবে গত নাহি হ'ল ধনঞ্জয় ?

ব্যাস। সবি' লীলাময় লীলা মহিমা পূরিত,
ক্ষুদ্র ক্ষীণজীবী নর কি বুঝিবে তুমি ;
ক্ষুদ্র ক্ষীণ বুদ্ধি বল কি বুঝিব আমি ?
কর শোক পরিহার বৎস ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। শোক, শোক, কুরু পিতা! এ জীবনে আমি,
পাইয়াছি দুই শোক ; দুই বজ্রাঘাতে,
জ্বলে গে'ছে, পুড়ে গে'ছে পার্থের হৃদয়,
ভেঙ্গে'গে'ছে ছিড়ে'গে'ছে হৃদিপিণ্ড তা'র ;
কুরুক্ষেত্রে অধার্ম্মিক সপ্ত মহারথী,
অস্ত্র মুখে কালানল করি উদ্গীরণ,
যেই দিন নিঃসন্তান করে'ছে পার্থেরে।
রক্তজবা সমন্বিত রক্ত কলেবর,
সিদ্ধকাম মহাশিশু জননীর কোলে,
পূর্ণ করি কুরুক্ষেত্রে নিয়তি তাহার,
লভিয়াছে মহাশয্যা কুমার যে' দিন।
আর একদিন ঋষি! আর একদিন,
রৈবতক তীর্থে সেই বালিকা যে দিন,
কুরুকুল শেষ স্মৃতি রাখি মোর পদে,
বলেছিল, "লও বাবা! উত্তরার পূজা,

তাহার নিয়তি পূর্ণ কর আশীর্ব্বাদ,
ঐ ডাকিতেছে অভি! চলিলাম আমি"।
সেই আর একদিন, ভেঙ্গে'গেছে বুক,
জ্বলে' গেছে প্রাণ; কিন্তু দেব! এত গুরু
বাজে' নাই তা'য়; হয়নি অপার্থ পার্থ,
বিশ্বজয়ী, বিশ্বত্রাস, গাণ্ডীব তাহার,
তখনো করিত ঋষি! মৃত্যু বরষণ।
কুরুক্ষেত্র জয়ী ভুজে তবু ছিল বল,
তখনো অর্জ্জুন পারিত তুলিতে গিরি,
পারিত মথিতে ভুজবলে রত্নাকর;
রোধিতে সিন্ধুর বেগ, মহাসিন্ধু বেগে,
তখনো অশক্ত হয় নাই ধনঞ্জয়;
ধরা ধরাধিক শক্তি ধরিত অর্জ্জুন
এক রথে জিনিতে সে পারিত বসুধা,
পারিত ডুবা'তে বিশ্ব অতল সলিলে।
গাণ্ডীবীর ধমনীতে ক্ষত্রিয় শোণিত,
তখনো বহিত ঋষি! উগ্রবেগে সদা;
কিন্তু আজ জড়দেহ, হৃতশক্তি আমি,
প্রাণ শূন্য দেহ এই, জড় পুত্তলিকা;
অবশ বিকল অঙ্গ সামর্থ বিহীন,
কি খেলা খেলিলে হরি! কি লীলা কঠোর।

ব্যাস। জগত তাঁহার রথ শোন ধনঞ্জয়!

ন'হে ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র ন'হে রৈবতক,
বিশ্ব রাজ্য, যতুরাজ্য সাম্রাজ্য, তাঁহার।
গাণ্ডীবের পরাভব যাদবী হরণ,
সকলি তাঁহার লীলা মহিমা পূরিত ;
তুই ঘটনায় তুই ভাবী ইতিহাস
হ'য়েছে সূচিত তুমি দেখ ধনঞ্জয় !
যাদবী হরণে পার্থ ! দূর ভবিষ্যতে,
আর্য্য অনার্য্যের রক্ত হইয়া মিলিত ;
হ'বে এক নব জাতি, সাম্রাজ্য মহান।
ভারতের মরুস্থান হ'বে রাজস্থান,
তরঙ্গের রঙ্গে কত বিপ্লব ভীষণ,
এই নব শক্তি রূপে হইয়া প্রহত,
হ'বে ভগ্ন ওই সিন্ধু তরঙ্গ যেমন।
হৃদে কৃষ্ণ ভুজে পার্থ, নব ধর্ম্ম ব্রত :
যতদিন র'বে পার্থ ! এ মহা ভারত,
রহিবে অটল দৃঢ় হিমাচল মত ;
এই কালে কত রাজ্য জলবিম্ব প্রায়,
মহাকাল ক্রীড়া বলে উঠিবে পড়িবে।
গাণ্ডীবের, গাণ্ডীবীর নাহি কার্য্য আর,
নাহি কার্য্য আর পার্থ ! ভারতে আমার ;
এ আশ্রম সিন্ধু গর্ভে হ'বে নিমজ্জিত,
হিমালয়ে মহাধ্যানে হ'ব নিমগন।

ইন্দ্রপ্রস্থে পরীক্ষিতে রাখিয়া এখন,
মহাযাত্রা যাত্রা কর ভ্রাতা পঞ্চজন।

স্বর্গারোহণ।

মহাভারতের "মহাপ্রস্থান পর্ব্বের" ভাব লইয়া এই প্রবন্ধ বিরচিত হইল। ইতিহাসের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই; ভারতভক্ত হিন্দুগণ মার্জ্জনা করিবেন।

যুধিষ্ঠির। পিতৃদেব! ধর্ম্মরাজ! হে চির অমর!
আজীবন ছিল আশা, সুদৃঢ় কল্পনা;
সশরীরে স্বর্গে যা'ব ভ্রাতা পঞ্চজন,
সশরীরে স্বর্গে যা'বে পাঞ্চাল নন্দিনী।
কোন্ পাপে পাণ্ডবের অপূর্ণ সে' আশা,
কোন্ পাপে আমাদের হয়েছে পতন;
কেন দেখি নরকের এই বিভীষিকা,
কেন এ নিরয় মোর ললাট লিখন?
কোন্ পাপে কহ দেব পাপী পুত্র তব,
জীবনের চির সাধ ব্যর্থ কেন তা'র;
কৃপা করি কহ তুমি হে কৃপা নিধান!

কোন্ পাপে পাপী পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন,
কিবা পাপ করে'ছিল পুত্র বধূ তব;
কোন্ পাপে সকলের হ'ল অধোগতি,
ব্যর্থ হ'ল সংসারের সকল সাধনা।

ধর্ম্ম। যুধিষ্ঠির! সশরীরে স্বর্গবাস আশা,
দুরাশা সতত পুত্র মর শরীরির;
পঙ্গুর বাসনা যথা লঙ্ঘিতে অচল,
বামনের আশা যথা ধরিবারে চাঁদ,
ভেলায় ভরসা কিংবা ভাসিতে অর্ণবে।
সমল সলিল যথা নিজ পঙ্কিলতা,
মিলাইয়া ধরা বক্ষে, সৃজি বাষ্প রাশি,
রক্ষিতে বিশ্বের সৃষ্টি অপূর্ব্ব কৌশলে,
মেঘরূপে করে পুন বারি বরষণ;
কর্ম্মরত সারা সৃষ্টি, অনন্ত জগৎ,
দেহী মাত্র কর্ম্ম রত; জড় বা অজড়,
খণ্ডাইতে কর্ম্মলিপি শক্তি নাই কা'র।
কামনা-কলুষ-দেহ রাখিয়া ধরায়,
মুক্ত আত্মা দেহান্তর করিয়া ধারণ,
অভিনব সাজে পুন আসে সংসারেতে,
যতদিন কর্ম্ম লিপি না হয় খণ্ডন।
পুরাতন বস্ত্র ছেড়ে' নব বস্ত্র পরে,
এক দেহ ছেড়ে আত্মা অন্য দেহ ধরে;

যতদিন নাহি লভে মহা নিরবান,
আসে, যায়, হাসে, খেলে করে অভিনয়,
কর্ম্ম ক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়া সূত্রে গাঁথা।

যুধিষ্ঠির। নিরবান কিবা দেব! কহ কৃপা করি,
স্বরূপ তাহার কিবা প্রকৃতি কেমন,
কেমনে মানব লভে মহা নিরবান;
নিরবান বেশ কাম্য সকল দেহীর।

ধর্ম্ম। অনন্ত অব্যক্ত এক মহাশক্তি হ'তে,
বিশ্বের উৎপত্তি শোন পুত্র যুধিষ্ঠির!
লীন হয় সব পুন সে মহা শক্তিতে,
মহা জলে মিলে' যায় জলবিম্ব যথা।
অনন্ত আলোক হ'তে উৎপত্তি আত্মার,
অনন্তের সনে সেই অনন্ত মিলন,
পঞ্চ ভূতে মিলাইয়া ভৌতিক শরীর,
অনন্ত জীবন লাভ মহা নিরবান;
খণ্ডাইয়া কর্ম্মলিপি কর্ম্মময় ভবে,
জন্ম, জরা, ব্যাধিমুক্ত আত্মা যবে হয়,
সেই মুক্তি নিরবান শোন যুধিষ্ঠির!

যুধিষ্ঠির। কি প্রকারে লাভ হয় মহা নিরবান,
কেমনে মানব লাভ করে মুক্তি পথ;
জন্ম, জরা, ব্যাধিমুক্ত কিসে জীব হয়,
কি উপায়ে করে লাভ অনন্ত জীবন?

ধর্ম্ম। বশীভূত যবে রিপু, বিগত বাসনা,
সংসারের সব সাধ তৃপ্ত হয় যবে,
জীবে শিবে সেই কালে নাহি থাকে ভেদ
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ষড় রিপুগণ,
আকর্ষিছে মানবেরে নিম্নদিকে সদা;
অগ্নি যথা ইন্ধনেরে পোড়ায় সতত,
পোড়ায় দেহীরে তথা কামনা অনল;
জ্বর জ্বর হয় জীব বাসনার বিষে।
যতদিন থাকে প্রাণে কামনার লেশ,
যতদিন পূর্ণ নয় সংসারের সাধ,
রিপুগণ যতদিন নাহি হয় বশ,
জীবের বাসনা যদি তৃপ্ত নাহি হয়,
ভোগ সুখ স্পৃহা কভু থাকে যদি প্রাণে,
আসিতে হইবে ভবে শোন যুধিষ্ঠির!
লভিতে হইবে জন্ম জীবের উদরে,
সহিতে হইবে পুত্র! গর্ভের যন্ত্রণা,
চলিতে হইবে পুন সংসার অনলে।
পারে নাই যুধিষ্ঠির! ভ্রাতৃগণ তব,
পারে নাই শোন পুত্র! দ্রুপদ দুহিতা
করিবারে রিপু জয়; অন্তরের কোনে
আছিল অতৃপ্ত সাধ, অতৃপ্ত কামনা,
আছিল সবার প্রাণে কলঙ্ক কালিমা,
সকলের অন্তরেতে ছিল গুপ্ত পাপ।

তা'ই পুত্র অধোগামী ভ্রাতৃগণ তব,
তা'ই পুত্র অধোগামী পাঞ্চাল নন্দিনী,
অর্দ্ধ পথে সকলের হয়ে'ছে পতন,
ব্যর্থ সকলের আশা সবার সাধনা,
সশরীরে স্বর্গবাস হয়ে'ছে স্বপন ;
ব্যর্থ তব চির সাধ পুত্র ! যুধিষ্ঠির !
স্বর্গ ভ্রমে আসিয়াছ মহা নরকেতে।

যুধিষ্ঠির। দয়া করি কহ পুত্রে হে চির অমর !
কোন্ পাপে পাঞ্চালীর হয়ে'ছে পতন ;
জগতে আদর্শ কন্যা, আদর্শ বনিতা,
পতিগত প্রাণ মন, সেবা পরায়ণা ;
কি কামনা ছিল প্রাণে অতৃপ্ত তাহার,
পরাণের কোণে তা'র কি ছিল কালিমা।
প্রাতঃস্মরণীয়া সতী, মহা পুণ্যবতী,
প্রভাতে স্মরিলে যা'রে মহাপাপ হরে,
মরণে বৈকণ্ঠ লাভ যা'র মূর্ত্তি ধ্যানে ;
দরশনে ক্ষয় হয় জন্মার্জ্জিত পাপ,
পরশনে ঘুচে' যায় হৃদয়ের গ্লানি।
ধরণী উজ্জ্বল যা'র রূপের প্রভায়,
পবিত্র স্বভাবে যা'র রবি, শশী ম্লান,
কুরুকুল ধন্য যা'রে বধূরূপে লভি,
পাণ্ডব পাঞ্চাল ধন্য প্রেমেতে যাহার,
নারী কুল শিরোরত্ন, সংসার ললাম,

পবিত্র হস্তিনা যার পদ পরশনে,
কহ দেব! কেন তা'র হইল পতন;
কোন্ পাপে পাঞ্চালীর হ'ল অধোগতি?

ধর্ম্ম। পাঞ্চালীর ছিল পুত্র অতৃপ্ত কামনা,
সংসারের ভোগ স্পৃহা অপূর্ণ তাহার;
কর্ণের রূপেতে মুগ্ধ পাঞ্চাল নন্দিনী,
কর্ণে অনুরাগ ছিল শৌর্য্যেতে তাহার.
কর্ণগত মন প্রাণ, চির তৃষ্ণাতুরা,
অঙ্গপতি প্রাণপতি ভাবিত সতত।
পাঞ্চালীর প্রাণে সদা ছিল ভেদ জ্ঞান,
পঞ্চ দেহে এক আত্মা করিয়া কল্পনা,
পঞ্চ জনে একজন ভাবিয়া সতত,
পারে নাই মনে প্রাণে পূজিতে পাঞ্চালী,
এক চক্ষে দেখে নাই স্বামী পঞ্চ জনে;
ধনঞ্জয়ে সমধিক ছিল স্নেহবতী।
ভাবিত.সতত মনে দ্রুপদ তনয়া,
পতি তা'র ধনঞ্জয়, আর চারিজন,
অদৃষ্টের লিপি তা'র বিধি বিড়ম্বনা,
অকারণ অত্যাচার অবলার প্রতি;
এই পাপে পাঞ্চালীর হয়েছে পতন,
অতৃপ্ত তাহার সাধ, অতৃপ্ত কামনা।

যুধিষ্ঠির। মহাবল গদাপাণি দ্বিতীয় পাণ্ডব,

সরল অপক্ষপাতী, বীর অদ্বিতীয়,
দেব দ্বিজে ভক্তিমান পবন নন্দন ;
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র স্বভাব,
মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃভক্ত, সুহৃদ বৎসল,
আশ্রিতে আশ্রয় দাতা, সরল, উদার,
ক্ষমাশীল, সদাচারী, ধর্ম্ম পরায়ন,
সমরে শমন ভীম, অনুগত মোর ;
কহ দেব ! কেন হ'ল ভীমের পতন,
কোন্ পাপে বৃকোদর হ'ল অধোগামী।

ধর্ম্ম। মহা লোভী ভীম সেন মহা অহঙ্কারী,
ধরাকে ভাবিত সরা মদ ভরে সদা ;
সতত ভাবিত ভীম এই কথা মনে,
সমগ্র জগতে সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিধর,
শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পবন নন্দন,
ভুজ বলে অদ্বিতীয় দ্বিতীয় পাণ্ডব।
বৃকোদর বৃকোদর রাক্ষসের প্রায়,
জগৎ করিতে গ্রাস চাহিত সতত,
সমধিক ভোজনেতে স্পৃহা ছিল তাঁ'র।
বনবাসে ছিলে যবে ভ্রাতা পঞ্চ জন,
ভিক্ষালব্ধ অর্দ্ধ অন্ন করিত ভোজন,
একা ভিম অর্দ্ধ, অর্দ্ধ সর্ব্ব পরিবার ;
অজ্ঞাত বাসের কালে বিরাটের পুরে,

উদর তৃপ্তির জন্য বীর বৃকোদর,
স্বপকার হ'য়ে ছিল রন্ধন শালায় ;
লোভ, সম না'হি পাপ, স্বর্গ পথ রোধে,
লোভে হীন দশা প্রাপ্ত পবন সন্তান ;
অহঙ্কারে হইয়াছে ভীমের পতন।

যুধিষ্ঠির। ভারত বিদিত রথী দুর্ব্বার সমরে,
জগতের অমিত তেজা, মহাধনুর্দ্ধর,
কুরুক্ষেত্র জেতা বীর তৃতীয় পাণ্ডব,
কেশবের প্রাণসখা মহাপুণ্যবান,
দেব শিশু চন্দ্রবংশ মণি সর্ব্বোত্তম,
দয়ায়, ক্ষমায়, পার্থ ধরার ভূষণ।
ক্ষত্রকুল হিমাচল বীরত্বের রবি,
জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গাণ্ডীবী দুর্জ্জয়,
দ্রোণ গুরু প্রিয় শিষ্য দেবেন্দ্র নন্দন,
পিতৃভক্ত, গুরুভক্ত অতিথি বৎসল,
দেবত্বে, মহত্বে পার্থ ত্রৈলোক্য পূজিত ;
কহ দেব কেন হ'ল পার্থের পতন ;
কোন্ পাপে অধোগামী হ'ল ধনঞ্জয়।

ধর্ম্ম। সংসারের পরীক্ষায় পুত্র যুধিষ্ঠির !
উত্তীর্ণ হয়ে'নি কভু তৃতীয় পাণ্ডব ;
ভাবিত একথা মনে সতত ফাল্গুন,
জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুরুক্ষেত্র জেতা ;
ত্রৈলোক্য জিনিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয়।

লভিয়াছে মহাযশ কুরুক্ষেত্র রণে,
গোগৃহেতে দেখাই'ছে বীরত্ব অপার,
করে'ছে খাণ্ডব জয় নিজ ভুজ বলে,
মৎস্য চক্র বিন্ধিয়াছে অপূর্ব্ব কৌশলে;
করিয়াছে পরাজয় বভ্রুবাহনেরে,
মহারথী প্রবীরেরে করে'ছে নিধন,
বাসুদেব মুগ্ধ তা'র বীরত্ব প্রভায়,
জগৎ স্তম্ভিত ভীত সব্যসাচি তেজে।
ধনঞ্জয় বাহুবলে রাজসূয় কালে,
করে'ছে রাজস্বদান অখণ্ড বসুধা;
অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত রাজন্য মণ্ডল,
পূজি'ছে পাণ্ডবগণে সদা শ্রেষ্ঠস্থানে,
যুধিষ্ঠির পদরজ ধরি'ছে মাথায়।
কুলে, শীলে, ধনে, মানে, বীরত্ব প্রভায়,
দেবত্বে, মহত্বে, শৌর্য্যে জ্ঞান গরিমায়,
ভাবিত আপনা পার্থ ধরার ভুষণ;
এই অহঙ্কারে তা'র হয়েছে পতন,
অহংজ্ঞান মহাপাপ মুক্তিপথ রোধে।

যুধিষ্ঠির। পাণ্ডব চতুর্থ রথী নকুল সুমতি,
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবন মোহন,
সুশীল, সুবোধ, শান্ত, পবিত্র চরিত,
সরল অপক্ষপাতী, সদা অকপট,

সর্ব্বগুণ বিভূষিত সত্য পরায়ণ,
দেবের অংশেতে জন্ম দেব অবতার,
অশ্বিনী কুমার পুত্র মহা পুণ্যবান ;
ধর্ম্মরাজ ! কেন হ'ল তাহার পতন,
কোন্ পাপে অধোগামী হইল নকুল ?

ধর্ম্ম। সতত ভাবিত মনে মাদ্রির নন্দন,
রতিপতি জিনি তা'র রূপ মনোহর :
সর্ব্বগুণ সমন্বিত নকুল সুমতি,
রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ সেই মহা কুরুকুলে ;
এই অহঙ্কারে তা'র হয়েছে পতন,
অহঙ্কার রোধে পুত্র ! স্বর্গের দুয়ার।

যুধিষ্ঠির। স্নেহের দুলাল মোর ভ্রাতা সহদেব,
পাণ্ডবের সভামন্ত্রী মহা বিজ্ঞবান,
দেব দ্বিজে ভক্তিমান, অনুগত মোর,
মহাজ্ঞানী, দূরদর্শী, ভবিষ্যৎবেতা,
জ্ঞানী কুল অগ্রগণ্য, মহাজ্যোতির্ব্বিদ
বিনয়েতে, শিষ্টাচারে, শ্রেষ্ঠ কুরুকুলে।
কুরুপিতা ভীষ্মদেব, ভগবান ব্যাস,
যদুপতি বাসুদেব কহিত সতত ;—
"কুরুকুল-মহারত্ন মাদ্রির নন্দন,
জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ পাণ্ডব,"
ধর্ম্মরাজ ! কেন হ'ল তাহার পতন,
কোন্ পাপে অধোগামী সহদেব মোর ?

ধর্ম্ম। পাণ্ডব কনিষ্ঠ সর্ব্ব রথী সহদেব,
আপনারে মহাজ্ঞানী ভাবিত সতত ;
ভাবিত সতত মনে মাদ্রির নন্দন,
গুণ গরিমায় সেই শ্রেষ্ঠ কুরুকুলে।
তা'র গুণ গরিমায় দূরদর্শনেতে,
পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী অচলা সতত ;
সহদেব উপদেশে হইয়া চালিত,
তা'র মন্ত্রণায় আর শাসন শৃঙ্খলে,
নৃপকুল প্রভাকর প্রথম পাণ্ডব,
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা রাজা যুধিষ্ঠির ;
প্রজা রঞ্জনের গুণে অমর জগতে,
এই অহঙ্কারে তা'র হয়ে'ছে পতন ;
অধোগামী হইয়াছে কনিষ্ঠ পাণ্ডব।

যুধিষ্ঠির। দাঁড়া'য়ে সম্মুখে দেব! সন্তান তোমার,
দেব, দ্বিজে, ভক্তিমান সদা যুধিষ্ঠির,
পুণ্যবাণ এই কথা বিদিত জগতে ;
করিয়াছি দান, ধ্যান, অতিথি-সৎকার,
রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুণ্য কর্ম্ম শত।
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সন্তান তোমার,
প্রাণের মাঝারে কভু রাখে নাই কালি,
অন্তরের কোণে তা'র নাহি ছিল পাপ।
সরল অপক্ষপাতী, বিনয়ী সতত,

নম্রতায়, শিষ্টাচারে আদৃত সবার,
বিষয় বাসনা হীন সদা অকপট,
সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ কভু নয়,
ভোগ সুখে মজে নাই কভু কোন দিন,
সংসারের রাঙ্গা ফুলে' ভোলে নাই কভু,
মজে নাই কোন দিন কামিনী কাঞ্চনে।
কর্ম্মক্ষেত্রে পুত্র তব নির্লিপ্ত সদাই,
নৃপকুল শিরোরত্ন সন্তান তোমার,
প্রজারঞ্জনের গুণে পূজ্য মহীতলে,
জিতেন্দ্রিয়, রাজঋষি, আদর্শ ত্যাগের,
ক্ষত্রকুলে যুধিষ্ঠির মণি সর্ব্বোত্তম,
প্রবাদের মত ইহা রাষ্ট্র ধরাতলে ;
ধর্ম্মরাজ ! কেন মোর হইল পতন,
কেন আমি দেখিতেছি এই বিভীষিকা,
কেন আমি আসিয়াছি মহা নরকেতে ?
জ্বলিতেছে সর্ব্বদেহ, কাঁপিতেছে প্রাণ,
মহা ভয়ে অঙ্গ মোর উঠি'ছে শিহরি,
নিদারুণ পিপাসায় ফাঁটিতেছে প্রাণ,
প্রজ্জ্বলিত দাবানল বুকের ভিতর ;
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান,
নাচি'ছে ডাকিনী করে উলঙ্গ কৃপাণ,
শত বৃশ্চিকেতে মোরে করি'ছে দংশন,
আসিতেছে অজগর গ্রাসিতে আমায়।

ধর্ম্ম। অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাবাদী, তুমি যুধিষ্ঠির !

ঘৃণিত, চণ্ডাল তুমি বিশ্বাস ঘাতক,
কুরুকুল কুলাঙ্গার, নৃশংস পামর,
গুরুহন্তা, ব্রহ্মহন্তা, কৃতান্ত ঘাতক,
আসি'ছ নারকী তুমি মহা নরকেতে,
করিবারে প্রায়শ্চিত্ত মহা পাতকের।
ধর্ম্মপুত্র! ডুবাইয়া ধর্ম্মে রসাতল,
মহা পাপে কলঙ্কিত করে'ছ বসুধা;
মম অংশে লভি জন্ম মহা কুরুকুলে,
করিয়াছ হীন কর্ম্ম ইতরের প্রায়;
মারিয়া কুঠার তীক্ষ্ণ বিবেকের শিরে,
করিয়াছ ব্রহ্মহত্যা কৃতঘ্ন চণ্ডাল,
রাক্ষসের প্রায় তুমি নির্ম্মম অন্তরে,
করিয়াছ কুসন্তান! ব্রহ্ম রক্ত পাত।
জন্মদাতা, ভয়ত্রাতা, জ্ঞানদাতা আদি,
পঞ্চ পিতা ধরাতলে, শাস্ত্রের বচন,
জ্ঞানদাতা শ্রেষ্ঠতা'য়, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা গুরু,
খুলে' দেয় আঁখি যেবা অজ্ঞান-তিমিরে
দেখাইয়া দেয় যেবা ভবে মুক্তি পথ।
আজীবন পূজ্য গুরু শ্রেষ্ঠ সবাকার,
জীবনে মরণে গুরু পিতার অধিক,
এপারে ওপারে এক গুরু মুক্তি দাতা;
গুরু যা'য় তুষ্ট তা'য় তুষ্ট দেবগণ,

গুরুর রোষেতে রুষ্ট হন ভগবান,
এপারে কলঙ্ক তা'র ওপার আন্ধার।
সর্ব্ব বর্ণ শ্রেষ্ঠ দ্বিজ, আরাধ্য দেবের,
ধর্ম্মের বেদের গুরু ব্রাহ্মণ কেবল,
ব্রাহ্মণের পদরজে পবিত্র বসুধা,
ব্রাহ্মণ দেখা'য়ে দেয় নির্ব্বাণের পথ ;
ব্রাহ্মণের পদরজ মাধবের বুকে,
কৌস্তুভ রতন সম ধরেন শ্রীপতি।
বয়োজ্যেষ্ঠ জন ভবে পূজনীয় সদা,
জীবনে আরাধ্য সেই নমস্য সতত ;
করিলে অবজ্ঞা তা'য় মহাপাপ হয়,
অধোগতি প্রাপ্ত হয় কনিষ্ঠ যে জন ;
গুরুহন্তা, ব্রহ্মহন্তা, পিতৃহন্তা তুমি,
মহাপাপী, দুরাচারী, ঘোর মিথ্যাবাদী,
কুটিল, কুচক্রী, হীন, ক্ষত্রকুল গ্লানি,
কোন্ পাপ না করে'ছ ওরে কুসন্তান !
চিরতরে ডুবায়ে'ছ ধর্ম্মে রসাতল ;
নরক পাবকে ছাড়ি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ;
প্রায়শ্চিত্ত কর পুত্র ! মহাপাতকের।

যুধিষ্ঠির। স্বজ্ঞানেতে করি নাই কোন পাপ আমি,
সংসারেতে করি নাই কোন দুরাচার,
করি নাই হীন কর্ম্ম কভু কোন দিন,
কুরুকুলে কুল ধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন।

প্রাণে আমি রাখি নাই কখনো কালিমা,
অন্তরে আমার নাহি ছিল পাপ ছায়া ;
বলি নাই মিথ্যাকথা কখনো জীবনে ;
ব্যাভিচার, পরদার, চৌর্য্য, অহঙ্কার,
না'হি ছিল হে অমর ! অন্তরে আমার ;
সংসারের আবিলতা স্পর্শেনি আমারে।
জিতেন্দ্রিয় পুত্র তব খ্যাত চরাচর,
করি নাই কোন দিন কুকর্ম্ম সংসারে,
পরদারে মাতৃজ্ঞান করিয়াছে সদা,
কুভাবেতে চাহে নাই কভু কার পানে,
কুবাক্যেতে কলঙ্কিত করে'নি রসনা,
কুদ্রব্য করেনি স্পর্শ সন্তান তোমার।
ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে কবে যুধিষ্ঠির,
পিতৃহত্যা পুত্র তব করিয়াছে কবে ?
কোন প্রয়োজনে কবে সত্য অপলাপ,
করিয়াছি হে অমর ! স্মরণে না আসে।

ধর্ম্ম। যে যা'রে বিশ্বাস করে শোন যুধিষ্ঠির !
যে যাহারে ভালবাসে শোন হে কৌন্তেয় !
তা'র কাছে মিথ্যা কথা সত্য অপলাপ,
প্রাণ অন্তে করিবে না শাস্ত্রের শাসন ;
মহাপাপ হয় তা'তে আত্মা কলুষিত,
অশেষ অনর্থ তা'য় ঘটে সংসারেতে,

অনন্ত নিরয়গামী মিথ্যাবাদী হয়,
অঘটন ঘটে সদা সত্য অপলাপে,
রাখিবে প্রতিজ্ঞা সদা মানুষ যে জন,
পিতৃলোক অধোগামী সত্য ভঙ্গে হয়।
কহি এক ব্যাজ সত্য কুরুক্ষেত্র রণে,
করে'ছিলে ব্রহ্ম হত্যা গুরু হত্যা তুমি;
মহাযশঃ ভারদ্বাজ ভুবন বিদিত,
বীরকুল অগ্রগণ্য মহাবলবান,
অদ্বিতীয় শক্তিধর সমগ্র ধরায়,
জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাধনুর্দ্ধর,
ধরিতে ধরায় শক্তি ধরে গুরু দ্রোণ,
এক রথে জিনিবারে পারে সে বসুধা।
সরল, অপক্ষপাতী, করুণ হৃদয়,
জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, রথী ভারদ্বাজ,
জাতিতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পূজ্য সবাকার,
কৌরব পাণ্ডবে সদা সম স্নেহবান।
বধিতে কৌশলে তা'য় তুমি যুধিষ্ঠির!
বলে'ছিলে মিথ্যাকথা, "অশ্বত্থামা হত,"
কি গভীর কুটিলতা, কিবা মহাপাপ,
করে'ছিলে তুমি পুত্র! বিশ্বাস ঘাতক!
নির্ভয়ে, কৌশলে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি,
রে কৃতঘ্ন, কুসন্তান, রে নর শার্দ্দূল!

ক্ষত্র হয়ে করিয়াছ ব্রহ্মরক্ত পান,
গুরুরক্তে কলঙ্কিত করিয়াছ কর;
বসায়েছ তীক্ষ্ণ অসি ব্রাহ্মণের বুকে,
বিনাশিয়ে বৃদ্ধ দ্বিজে হীন ব্যাধ প্রায়,
মিটা'য়েছ নিশাচার ! রক্তের পিপাসা।
বলেছিল এই কথা দ্বিতীয় পাণ্ডব ঃ—
"ইষ্টদেব ! বজ্রসম নির্ম্মম প্রহারে,
নিঃসন্তান করিয়াছে তোমা বৃকোদর"
করেনি বিশ্বাস তাহা মহারথী দ্রোণ।
সগর্ব্বেতে উত্তরিলা বীর ভারদ্বাজ ঃ—
"দুর্জ্জয় দ্রোণের বল অশ্বত্থামা ভুজে,
প্রদীপ্ত দ্রোণের বীর্য্যে শোণিত তাহার,
প্রিয়তম শিষ্য মোর পুত্র অশ্বত্থামা,
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ রথী গণনায়,
দ্রোণ হ'তে শ্রেষ্ঠ দ্রোণি বীরত্ব প্রভায়,
রথীকুলে শ্রেষ্ঠ পুত্র শর চালনায় ;
অমর ব্রহ্মার বরে সন্তান আমার,
পারেনা মরিতে সেই কভু মর শরে ;
হরিতে দ্রোণের ধন, দ্রোণের সন্তান,
অতি তুচ্ছ মৃত্যুপতি, ডরে মৃত্যুঞ্জয়।
নিতান্ত প্রাণান্ত যদি হয় তা'র রণে,
মেগে ল'ব পুত্রে আমি দেবতার কাছে ;

যা'ব আমি মৃত্যু পুরে, বৈকুণ্ঠ নগরে,
যা'ব আমি বিষ্ণু পুর, যা'ব কৈলাসেতে,
ত্রৈলোক্য ভ্রমিব আমি অশ্বত্থামা তরে।
পুত্রপ্রাণা ভারদ্বাজ জানে লক্ষ্মীপতি,
পুত্রপ্রাণা দ্রোণাচার্য্য জানে ত্রিলোচন ;
অশ্বত্থামা দ্রোণ প্রাণ জানে আদি পিতা,
পিতা পুত্র এক প্রাণ জানে শচীনাথ।
প্রাণ ভিক্ষা নাহি দেয় যদি আদি পিতা,
বাঁচাইয়া নাহি দেয় সন্তানে আমার,
শরানলে পোড়াইব অমর নগর ;
চূর্ণিব বৈকুণ্ঠ পুরী, উপাড়ি কৈলাস,
মিলাব সাগর জলে রেণু রেণু করি।
দলিব অমরাবতী, নন্দন কানন,
দ্রোণ শরে সঙ্কটেতে পড়িবে অমর,
ডুবাইয়া দিব বিশ্ব অতল সলিলে,
কালানল জ্বালি সৃষ্টি করিব সংহার,
খণ্ড খণ্ড বসুন্ধরা করিব শরেতে,
সমগ্র সংসার আমি করিয়া শ্মশান,
হানিব এ তীক্ষ্ণ অসি আপনার শিরে,
পিতা পুত্রে ভস্ম হ'ব এক চিতানলে।"
কি করুণ দৃশ্য সেই ভাব পুত্র মনে,
বীর ভারদ্বাজে যবে বলেছিলা তুমি,

"অশ্বত্থামা হত" এই ব্যাজ সত্য বাণী ;
অকস্মাৎ বজ্রপাত বিনা মেঘে যেন,
পড়িল দ্রোণের শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া,
ঘূর্ণিত হইল শির কাঁপিল বসুধা,
সরে' গেল পৃথ্বী যেন পদতল হ'তে,
অসাড় হইল দেহ, বিশ্ব অন্ধকার,
অবশ, বিকল দেহ, অবসন্ন প্রাণ,
বিশ্বজয়ী ভুজ হ'ল সামর্থ বিহীন,
মহারথী ভারদ্বাজ হারাইলা জ্ঞান।
ভাবিলেন দ্রোণাচার্য্য, "মিথ্যা সমুদয়,
আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, মিথ্যা এ সংসার,
রবি, শশী সব মিথ্যা, মিথ্যা সৃষ্টি স্থিতি,
জীবন, যৌবন, মিথ্যা, মিথ্যা এই রণ,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ মিথ্যা, মিথ্যা দুর্য্যোধন,
অমর সন্তান মোর মিথ্যা এ ভারতি ;
মিথ্যাবাদী দেবগণ, মিথ্যা আদি পিতা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, সব মিথ্যা, মিথ্যা পঞ্চানন,
শচীপতি, রমাপতি, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস,
মায়াময় ছায়াবাজি, মিথ্যা সমুদয়,
ব্যাস মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, মিথ্যা ঋষিগণ,
মিথ্যাবাদী ন'হে কভু প্রথম পাণ্ডব ;
মিথ্যাবাদী ন'হে কভু ধর্ম্মের তনয়,

মিথ্যা না'হি জানে কভু রাজা যুধিষ্ঠির,
বিশ্বাস ঘাতক নয় প্রিয় শিষ্য মোর।
সত্য সত্য ধ্রুব সত্য অশ্বত্থামা হত,
গতজীব পুত্র মোর নির্ম্মম প্রহারে,
সত্য সত্য অশ্বত্থামা হারা'য়েছে প্রাণ,
সত্য সত্য অশ্বত্থামা নাই এ সংসারে,
ওই বুঝি পুত্র মোর আততায়ী করে,
কাতরে স্মরি'ছে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে,
ওই বুঝি শরবিদ্ধ সন্তান আমার,
কাতরে মাগি'ছে জল অন্তিম তৃষ্ণায়,
ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, সব ভ্রম অশ্বত্থামা নাই।
নিঃসন্তান ভারদ্বাজ জীবন সন্ধ্যায়,
বৃদ্ধ আমি নিরাশ্রয় তনয় সম্বল,
পুত্রহীন জীবনেতে কি কাজ আমার,
কি কাজ বাঁচিয়া মোর অশ্বত্থামা বিনা।"
এই ভাবি বৃদ্ধ দ্বিজ শোকে জ্ঞান হীন,
ফেলে দিল ধনুঃশর, সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,
পুত্র পুত্র বলি বৃদ্ধ হারা'ল চেতনা ;
সেই কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ নন্দন,
ক্ষত্রকুল কুলাঙ্গার নৃশংস ঘাতক,
হানিল সুতীক্ষ্ণ খড়গ ব্রাহ্মণের শিরে।
পড়িল দ্রোণের শির লোটায়ে ধরণী,

ছুটিল রক্তের স্রোত তিতিল মেদিনী,
ব্রহ্মরক্তে কুরুক্ষেত্র হ'ল কলঙ্কিত ;
অস্ত গেল দ্রোণাচার্য্য বীরত্বের রবি,
জগতে অপূর্ব্ব শিক্ষা মহাধনুর্দ্ধর,
ভারতের, কৌরবের, জগতের গুরু,
ভুবন বিজয়ী রথী বীর ভারদ্বাজ,
অমর পূজিত দ্রোণ নিজ প্রতিভায়,
ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রথী গণনায়।

যুধিষ্ঠির। অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাবাদী, কৃতঘ্ন ঘাতক,
ব্রহ্মহন্তা, পিতৃহন্তা সন্তান তোমার,
কি হ'বে উপায় মোর কহ ধর্ম্মরাজ!
কেমনে উদ্ধার পা'ব এই মহাপাপে,
কহ দেব! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা।
জ্বলিতেছে অঙ্গ মোর নরক পাবকে,
কোটি বৃশ্চিকেতে মোরে করি'ছে দংশন,
আসিতেছে অজগর গ্রাসিতে আমায়,
দেখিতেছি অনিবার মৃত্যু বিভীষিকা।
দেখিতেছি কুরুক্ষেত্রে দৃশ্য নরকের,
ব্রাহ্মণের রক্ত ওই রক্তবীজ প্রায়,
আসি'ছে ধরিতে মোরে অতি ভয়ঙ্কর।
শুনিতেছি যেন আজ কোটি কোটি নর,
কোটি কণ্ঠে অভিশাপ করি'ছে বর্ষণ,

ভ্রূকুটী করি'ছে মোরে সমগ্র জগৎ,
দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
কহিতেছে সবে যেন ক্রোধে গরজিয়া,
"কুরুকুলে কুলাঙ্গার, ওরে নিশাচর !
গুরুহন্তা, ব্রহ্মহন্তা, ওরে নরগ্লানি !
মহাপাপী, মিথ্যাবাদী, রে নর ঘাতক,
করে'ছিস হীন কর্ম্ম ওরে দুরাচার !
ধর্ম্ম পুত্র ! ডুবাইয়া ধর্ম্ম রসাতলে।"
কম্পিত অবশ অঙ্গ ঘূর্ণিত মস্তক,
মহাতঙ্কে প্রাণ মোর উঠি'ছে শিহরি,
কাঁপিতেছে ভূমিকম্পে যেন ভূমণ্ডল,
আকাশ করি'ছে রোষে অগ্নি বরষণ
দেখিতেছি চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকার।
রাক্ষস মূর্ত্তিতে যেন প্রেত আত্মা শত,
করিতেছে অট্টহাসি দেখিয়া আমায়;
আসি'ছে গ্রাসিতে মোরে মহা ক্রোধে সব
আসিতেছে যমদূত করে খরশান,
খণ্ড খণ্ড করিবারে সন্তানে তোমার;
আসি'ছে কৃতান্ত ওই ক্রোধে গরজিয়া,
তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকায় বিন্ধিতে আমায়,
পোড়াইতে অঙ্গ মোর জ্বলন্ত অনলে।
ওই ওই ওই দেব ! ওই গুরু দ্রোণ,

প্রলয়ের কালরূপ মহা ভয়ঙ্কর,
সর্ব্ব অঙ্গ রক্ত মাখা বীভৎস মূরতি,
চাহি'ছে আমার পানে মহা ক্রোধে যেন,
রোষ কষাইত নেত্রে দন্তে দন্ত চাপি,
ক্ষরি'ছে অনল দেব চক্ষেতে গুরুর।
ওই ওই ওই পিতা! দ্রোণের শোণিত,
লেলিহান জিহ্বা তা'র করিয়া বিস্তার,
আসি'ছে ডুবাতে মোরে মহারুদ্র তেজে।
ওই ওই ওই পিতা! দ্রোণের নন্দন,
মহারথী অশ্বত্থামা কহে গরজিয়া,
"মহাপাপী, দুরাচারী, রে নর রাক্ষস!
গুরুহন্তা, ব্রহ্মহন্তা, বিশ্বাস ঘাতক!
পালা'বি কোথায় তোর নাই অব্যাহতি।
ডুবা'ল ডুবা'ল পিতা! ডুবা'ল আমায়,
দ্রোণের উত্তপ্ত রক্ত পাবক রূপেতে,
গ্রাসিল গ্রাসিল দেব! সন্তানে তোমার।
জ্বলে' গেল পুড়ে গেল ফেটে গেল প্রাণ,
দয়া কর, ক্ষমা কর রক্ষা কর মোরে,
বাঁচাও বাঁচাও দেব! আপন সন্তানে,
রক্ষা কর ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর মোরে।

ধর্ম্ম। মুক্ত তুমি যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মহত্যা পাপে,
করহ পরশ মোরে ঘুচিবে যন্ত্রণা,
ভবার্ণবে হ'বে পার পুত্র! পুণ্যবান।

যেই পাপ ক'রেছিলে সংসারেতে তুমি,
যেই পাপ করেছিলে কুরুক্ষেত্র রণে,
কহি এক ব্যাজ সত্য, "অশ্বত্থামা হত,"
এতদিনে প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে তা'র,
ঘুচে গে'ছে পাপ তব দেখিয়া নরক,
পবিত্র হয়ে'ছ তুমি নরক পাবকে,
সশরীরে স্বর্গে যাও প্রথম পাণ্ডব!
অদ্বিতীয় পুণ্যবান ধরাধামে তুমি।

যুধিষ্ঠির। কোথা মোর ভ্রাতৃগণ কহ ধর্ম্মরাজ!
মহাবল ভীমসেন কোথায় এখন,
কোথায় ফাল্গুন পিতা! কোথায় নকুল,
কনিষ্ঠ সোদর মোর সহদেব কোথা,
করুণা করিয়া কহ হে করুণাময়,
দ্রুপদ নন্দিনী কোথা পুত্র বধূ তব।
চাই না স্বরগ আমি তা' সবারে ছাড়ি,
না'হি চাই মুক্তি আমি বিনা ভ্রাতৃগণ;
মুক্তি যদি দেও মোরে হে চির অমর!
আগে মুক্ত করে দাও চার সহোদরে,
মুক্তি দান কর দেব দ্রুপদ বালায়;
চির নরকেতে আমি চির সুখে র'ব,
পাই যদি পত্নী আর ভ্রাতা চারিজনে;
সশরীরে স্বর্গবাস অক্ষয় জীবন,
নাহি চায় পুত্র তব ভ্রাতা পত্নী ছেড়ে।

মুক্তি যদি দাও মোরে হে চির অমর !
আগে মুক্ত করে দাও কুরু পরিবারে,
মুক্তিদান কর দেব ! বীর অঙ্গেশ্বরে।

ধৰ্ম্ম। ভৌতিক শরীর তা'রা ভূতে মিলাইয়া,
অমর ধামেতে গেছে বহু পূর্ব্বে তব,
পাবে দেখা সে রাজ্যেতে সকলের তুমি,
দেহ মুক্ত আত্মা তথা পাইবে সবার।

যুধিষ্ঠির। ধৰ্ম্মরাজ ! কোথা ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহ,
হে অমর ! কোথা এবে দ্রোণাচার্য্য গুরু,
অঙ্গপতি সহোদর কোথায় আমার,
কোথা ভাই সুযোধন, কোথা দুঃশাসন,
কোথায় বিকর্ণ দেব !, কোথায় সাত্যকি,
কোথায় প্রদ্যুম্ন রথী, কোথা চেকিতান,
কোথায় যুযুৎসু পিতা ! কোথায় সঞ্জয়,
কোথায় কেশব দেব ! অভিমন্যু কোথা,
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র কোথায় এখন ;
সিন্ধুপতি, মদ্রপতি, কোথা কাশীরাজ,
মহারথী বৃহদ্বল কোথায় এখন,
কোথায় গান্ধার-পতি, ভগদত্ত কোথা,
বিরাট, দ্রুপদ কোথা, কোথা বৃষকেতু,
কোথা রথী ধৃষ্টদ্যুম্ন, কোথায় উত্তর,
কোথা মোর জ্যেষ্ঠতাত, কোথায় জনক,

কোথা দেবী পদ্মাবতী, কোথায় গান্ধারী,
কোথায় জননী মোর, কোথায় বিমাতা,
কোথা পুত্র ঘটোৎকচ, কুমার লক্ষ্মণ,
ধর্ম্মরাজ ! কোথা মোর পিতৃব্য বিদুর,
কোথায় উত্তরা কন্যা, কোথায় লক্ষ্মণা,
কোথায় বীরেন্দ্র জগত গৌরব,
দিয়েছে জীবন যা'রা কুরুক্ষেত্র রণে ;
মুক্তি যদি দাও মোরে হে চির অমর !
আগে মুক্ত করে দাও সকলেরে তুমি।

ধর্ম্ম। মহারণে প্রাণ দিয়ে মহারথীগণ,
লভিয়াছে মহাগতি কর্ম্ম অনুসারে,
স্বধামেতে গে'ছে সব সাঙ্গ করি লীলা।
মুক্ত তুমি যুধিষ্ঠির ! পাপহীন এবে,
সশরীরে স্বর্গে যাও প্রথম পাণ্ডব !
ত্যাগ কর এই শ্বন সঙ্গেতে তোমার,
অপবিত্র পশু এই হীন দুরাচার,
স্বর্গেতে নাহিক স্থান কভু কুক্কুরের,
যজ্ঞ নাশ করে এই পশুকুলাধম,
নীচ, হেয়, ঘৃণ্য এরা অশৌচ সতত।

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মরাজ ! কেশবের দেহ ত্যাগ হ'তে,
আছে এই শ্বন সদা আশ্রিত আমার,
ছায়া সম প্রতিক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে মোর,

দেহ রক্ষী রূপে সদা ফিরি'ছে এ শ্বন ;
দুর্ব্বল সামান্য পশু আশ্রয় বিহীন,
কেমনে ত্যজিব তা'রে কহ হে অমর !
ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম আশ্রিতে রক্ষণ,
নৃপতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম দুর্ব্বলে পালন,
আশ্রিতে করিলে ত্যাগ মহাপাপ হয়,
এ পারে অনন্ত নিন্দা ও পারে নিরয়।
দয়া কর, ক্ষমা কর পড়ি তব পায়,
এ অধর্ম্মে নিপাতিত করো'না দাসেরে,
দিওনা কলঙ্ক দেব ! আপন সন্তানে,
করো'না নিরয়ভাগী রাজা যুধিষ্ঠিরে ;
পারিবে না ত্যজিবারে কুরুকুল রাজা,
পারিবে না ত্যজিবারে সসাগরা পতি,
পারিবে না ত্যজিবারে চন্দ্রবংশধর,
পারিবে না ত্যজিবারে ধর্ম্মের নন্দন,
আশ্রিত তাহার এই দুর্ব্বল পশুরে।

ধর্ম্ম। পশুকুলাধম শ্বন অতি দুরাচার,
লোভী, ক্রোধী, হিংস্র শ্বন কামান্ধ সতত
যজ্ঞ নাশ করে এই অপবিত্র পশু,
তুলসী, মালতী শিরে করে মুত্র ত্যাগ,
শ্বনের নাহিক স্থান স্বর্গ রাজ্যে কভু,
দেবতার ঘৃণ্য এ'রা অস্পৃশ্য সবার,

সতত অশৌচ শ্বন, অপবিত্র সদা ;
তা'র প্রতি কেন পুত্র ! এই মোহ তব ?
ত্যাগ কর দুষ্ট শ্বন যাও স্বর্গপুরে,
পতিত হয়ো'না তুমি হীন সহবাসে।

যুধিষ্ঠির। মোহ নয় ধর্ম্মরাজ ! আশ্রিত সে মোর,
পারিবেনা ত্যজিবারে আশ্রিতে কখন,
পুত্র তব হে অমর ! কুরুকুল রাজা,
আশ্রিতে করিব ত্যাগ, একলঙ্ক লয়ে,
না'হি চায় স্বর্গরাজ্য সন্তান তোমার,
চায়না অমরাবতী রাজা যুধিষ্ঠির।

ধর্ম্ম। উচ্চগতি লভে জীব উচ্চ সঙ্গে সদা,
হীনদশা প্রাপ্ত হয় হীন সহবাসে ;
মুক্তিপথ রোধে এই হেয় পশু জাতি,
ত্যাগ কর দুষ্ট শ্বন, রাখ উপদেশ,
নিজ মুক্তি পথে পুত্র ! দিওনা কণ্টক।
নীচগতি প্রাপ্ত হ'বে নীচ সহবাসে,
অধোগতি হবে তব শোন যুধিষ্ঠির !
ত্যাগ কর এমুহূর্ত্তে অপবিত্র পশু,
শ্বন সাহচর্য্যে পুত্র ! স্বর্গ ভ্রষ্ট হ'বে,
শোন মোর উপদেশ হয়ো'না বিদ্রোহী,
আপনার ভবিষ্যৎ করো'না আন্ধার।

যুধিষ্ঠির। ক্ষমা কর সন্তানেরে ওহে দেবরায় !

দয়া কর ! কুন্তীপুত্রে যে চির অমর !
ও আদেশ করিও না কুরুকুলেশ্বরে,
ও আদেশ করিও না রাজা যুধিষ্ঠিরে।
না'হি চাই স্বর্গবাস অমর জীবন,
চাই না বৈকুণ্ঠ আমি চাই না কৈলাস,
পরপারে মুক্তি না'হি চায় পুত্র তব,
শশরীরে স্বর্গবাস ন'হে কাম্য মোর,
আশ্রিতে ত্যজিতে দেব ! পারিবনা আমি।
মানব, দানব, হ'ক, হ'ক হিংস্র পশু,
পাপী হ'ক, তাপী হ'ক, হউক ঘাতক,
হউক ঘৃণিত সেই নরকের কীট,
অত্যাচারী, অনাচারী, হ'ক পরদারী
হ'ক সেই কলুষিত হ'ক দুরাচারী,
পারিবে না ত্যজিবারে সন্তান তোমার,
নিরাশ্রয় ভাবে দেব আশ্রিতে কখন।
আশ্রিতেরে ত্যাগ করে চণ্ডাল যে জন,
আশ্রিতেরে ত্যাগ করে ভীরু কাপুরুষ,
আশ্রিতেরে করে ত্যাগ ক্ষত্র কুলাধম,
আশ্রিতেরে করে ত্যাগ নীচ ঘৃণ্য যেবা।
ক্ষত্রকুলে জন্ম মোর শোন হে অমর !
চন্দ্রবংশধর আমি কুরুকুলপতি,
নৃপকুল প্রভাকর সন্তান তোমার,

মহাযশা ক্ষিতিতলে অমর জগতে,
ক্ষত্রকুল শিরোমণি স্বধর্ম্ম রক্ষণে,
প্রজারঞ্জনের গুণে ত্রিলোক পূজিত,
আশ্রিতে করিতে রক্ষা কল্পতরু ভবে,
বাসব দ্বিতীয় ভবে সন্তান তোমার,
বাহুবলে শাসিয়াছে আসমুদ্র ধরা,
মহীতলে মহা যশ করায়ত্ত তা'র।
আশ্রিতে করিব ত্যাগ, এ কলঙ্ক লয়ে,
স্বর্গবাস না'হি চায় রাজা যুধিষ্ঠির,
অক্ষয় জীবন দেব! নহে কাম্য মোর।
না'হি চাই ভ্রাতা বন্ধু পুত্র পরিবার,
না'হি চাই বৃকোদরে, চাইনা অর্জ্জুনে,
না'হি চাই সহদেবে, না চাই নকুলে,
না'হি চায় পুত্র তব দ্রুপদ বালায়।
কর মোরে অনুমতি ওহে ধর্ম্মরাজ!
অনন্ত নরকে যাই লয়ে এই শ্বন,
আশ্রিত আমার যেবা চির অনুগত,
ত্যজিতে তাহারে দেব! পারিব না আমি।
হয়েছি প্রস্তুত আমি পরীক্ষার তরে,
বলে দাও হে অমর! নিয়তি আমার,
অবাধ্য সন্তান তব বিদ্রোহী সতত,
দাও শাস্তি ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরীতি মতে,

রক্ষিতে আশ্রিতে যদি হয় প্রয়োজন,
ধরিব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষস্থল।
প্রস্তুত সন্তান তব দাও শাস্তি পিতা!
পোড়াও অনলে পুত্রে বৈতরণী তীরে;
নরক পাবকে আমি দহি নিরবধি,
লক্ষ ক্রিমি কীট মোরে করুক ভক্ষণ;
নরক পাবকে ছাড়ি ত্রাহি ত্রাহি ডাক,
খণ্ড খণ্ড যমদূত করুক আমায়,
বিন্ধুক কৃতান্ত মোরে তীক্ষ্ণ শলাকায়,
এ মুহূর্ত্তে হই আমি সর্পের আহার,
অথবা প্রবেশ করি সিংহের উদরে,
বজ্রনখে উপাড়িয়া হৃদিপিণ্ড মম,
বিষদন্তে শার্দ্দূলেতে করুক চর্ব্বণ,
জীবন মরণে শ্বন সহচর মোর,
এপারে ওপারে শ্বন আশ্রিত আমার।

ধর্ম্ম। উত্তীর্ণ কৌন্তেয়! তুমি মহা পরীক্ষায়,
শ্বন ন'হে ধর্ম্ম এই শ্বন দেহধারী,
দেখ পুত্র নাই শ্বন, গিয়াছে মিলিয়া,
আমার অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ সে আমার,
করিতে পরীক্ষা তোমা করে'ছি ছলনা।
সশরীরে স্বর্গে যাও প্রথম পাণ্ডব!
অদ্বিতীয় পুণ্যবান ধরাধামে তুমি,

অনন্ত মানব জাতি অনন্ত কণ্ঠেতে,
গাহুক তোমার যশ যুগযুগান্তর,
পুণ্য প্রতিভায় তব ম্লান রবি, শশী,
কর লাভ পুত্র তুমি অনন্ত জীবন,
সপ্ত কল্প স্বর্গে থাক মহা পুণ্যবান !
ওই দেখ যুধিষ্ঠির ! ওই সেই দেশ,
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
লভিতে যে দেশ, দেখ পুত্র পুণ্যবান !
কোটি শশী বিরাজিত দেখ জ্যোতির্ম্ময়,
কোটি ভাস্করের দীপ্তে দীপ্ত সে কেমন,
দেখ কোটি মুক্ত আত্মা করি'ছে ভ্রমণ।
রোগ, শোক, ব্যাধি মুক্ত সে অমর পুরী,
জরাহীন, মৃত্যুহীন, বার্দ্ধক্য বিহীন,
চির পবিত্রতাময়, চির হাসিমাখা,
চির বসন্তের লীলা নন্দন কাননে।
দয়া আছে সে রাজ্যেতে, মায়া তথা নাই,
প্রেম আছে সে দেশেতে, নাহিক বিরহ,
রূপ আছে সে রাজ্যেতে, নাহিক লালসা,
যৌবন রয়ে'ছে সেথা নাই উন্মত্ততা,
আত্মা আছে সেই দেশে, নাই তথা দেহ,
প্রেম আছে সে দেশেতে, নাই তথা কাম,
ভালবাসা আছে তথা, নাই তথা মোহ,

আছে প্রাণে মেশামেশি, নাই পঙ্কিলতা,
নাই সে দেশেতে কভু সকাম বাসনা,
ইন্দ্রিয় বিলাস নাই অমর নগরে।
সে দেশের স্রোতস্বতী কলস্বরে বয়,
দেয় না ভাসা'য়ে তীর প্লাবনে কখন ;
সে দেশের রামধনু আকাশ সাজায়,
বিশ্বপ্রাণে নাহি করে আতঙ্ক সঞ্চার ;
সে দেশের আঁখি সদা অমৃত সঞ্চরে,
রক্তজবা রাগ নাহি ধরে কোন দিন ;
সে দেশের শিশু রবি হেমকান্তি ধরে,
প্রচণ্ড তাপেতে নাহি তাপে বসুন্ধরা ;
সে দেশের মধুকাল চিরকাল রয়,
হিমানীতে না'হি ঝরে ফুল্ল ফুলদল ;
সে আকাশে শশী করে সুধা বরষণ,
কাঁদে না লুকা'য়ে মুখ বারিদের কোলে ;
সে দেশে যৌবন ফুল ফোঁটে মধুময়,
ব্যাধি কীট নাহি পশে ফুল্ল শতদলে।
ওই দেখ যুধিষ্ঠির! সপ্ত স্বর্গ দ্বার,
যাও দেব অবতার, ধর্ম্মের নন্দন!
আশীর্ব্বাদ করে তোমা জনক তোমার,
সপ্ত কল্প স্বর্গে থাক পুত্র! পুণ্যবান।

সম্পূর্ণ।